সুখশান্তির উপায়

স্বরূপ

যিশু-প্রণীত

হিতোপদেশ।

রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীরাখালদাস হালদার কর্ত্তৃক

ইংরেজী ভাষা হইতে

অনুবাদিত।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেহর্থাৎ যউ প্রেয়োবৃণীতে।
— শ্রুতিঃ।

কলিকাতা।

মেজাপুর ১০।২ ভবনে সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮১।

To

THE REVD. CHARLES H. A. DALL, A. M.,

THE BARE MENTION OF WHOSE NAME

IS SUFFICIENT TO AWAKEN

SENTIMENTS OF LOVE AND RESPECT

IN THE MINDS OF THOSE WHO INTIMATELY KNOW HIM

THIS VOLUME IS INSCRIBED

AS A TOKEN OF GRATITUDE

OF

THE TRANSLATOR.

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন।

রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা যিশু খৃষ্টের উপদেশ সকলকে মঙ্গলকারী বিবেচনা করিয়া ইংরেজী, সংস্কৃত, এবং বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যাহাকে প্রয়োজনীয় বোধ করেন, তাহাকে অপরাপর লোকের একবার সাবধানে পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় লোকের মহদ্বিষয়ে এতাদৃশী উপেক্ষা, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না; কারণ এক্ষণে সেই পুস্তকের এক খণ্ড প্রাপ্ত হওয়াও দুর্ঘট হইয়াছে; তিনি যথার্থতঃ ক্ষুদ্রক্ষেত্রে মুক্তা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অল্প-কাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চার্লস্ ডাল মহোদয়ের যত্নে খৃষ্টের উপদেশ পুস্তকের ইংরেজী মূল পুনর্মুদ্রিত হইয়া সুলভ হইয়াছে; আমি তাহাকেই বাঙ্গলা পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতেছি।

বিচক্ষণ পাঠকেরা দেখিবেন যে বর্ত্তমান অনুবাদ দোষশূন্য হয় নাই; বলিতে কি, তদ্দ্বারা আমি নিজেই সর্ব্বতোভাবে তুষ্ট হই নাই। কিন্তু আত্মপ্রতি ন্যায়বিচারার্থ ইহা বক্তব্য যে যদি দীর্ঘসূত্র কঠিন পীড়ায় পীড়িত না হইতাম, তবে বোধ করি, এই পুস্তক কিছু উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইতে পারিত। পরমেশ্বরের কৃপায় যদি জীবিত থাকি, এবং ইহার পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হয়, তবে অভিলাষানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি করা যাইবে।

মূল গ্রন্থে টীকা ছিল না; কিন্তু ঈদৃশ পুস্তক টীকা ব্যতি-রেকেও বোধসুকর হয় না; অতএব এই অনুবাদে টীকা সংযোজন করা গিয়াছে। এবিষয়ে নর্টন্, লিবরমোর, এবং বর্কিট প্রণীত ইংরেজী ভাষা হইতে কতক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যে যে স্থলের অর্থ ব্যাখ্যান আমার অসাধ্য ছিল,

কিন্তু যে যে স্থলের অর্থ ব্যাখ্যানে আমি ইংরেজীভাষ্যকর্ত্তৃদের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐকমত্য হইতে পারি নাই, তত্তৎস্থলের টীকায় ইংরেজীভাষাকারদের নাম লিখিয়া দিয়াছি। টীকা সংযোজনে আমার মূলের অর্থ ব্যাখ্যান মাত্র উদ্দেশ্য ছিল; এই জন্য মূলের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই।

আমি এমত আশা করি না যে এই গ্রন্থ আশু সর্ব্বত্রে সমাদৃত হইবে, পৃথিবীর ভাব ক্রমশঃ যথেষ্টরূপে দেখা গিয়াছে। পশ্চাদুক্ত উপদেশসকল যে মহাত্মার বদননিঃসৃত হয়, তিনিই বলিয়াগিয়াছেন যে ধর্ম্মবীজ বিকীর্ণ করিয়া সর্ব্বত্রে সমান ফলের প্রত্যাশা করা যায় না। যাহা হউক, যদি অনতিবিলম্বে অতি অল্প স্থলেও শতগুণ, ষষ্টিগুণ বা ত্রিংশগুণ ফল জন্মে, তবেই কৃতার্থ হইব।

জগদ্দল। } রাখালদাস হালদার।
২০ এ ফাল্গুণ ১৭৮০ শক }

*** যদিও এই পুস্তক প্রস্তুত হইবার প্রায় নয় মাস পরে ইহা প্রচারিত হইতেছে, তথাপি অন্যান্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত ইহাকে পঠিত ও সংশোধন করিবার অবকাশ পাওয়া যায় নাই; অতএব প্রথমত যেরূপ ছিল, প্রায় সেই অবস্থাতে ইহা মুদ্রিত হইল। সহৃদয় পাঠকেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুদ্রাকরের কৃত কয়েকটি ভ্রম মার্জ্জনা করিবেন।

১০ ই অগ্রহায়ণ ১৭৮১ শক।

ভূমিকা।

পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং গুণ সকল মনের অতীত, এতাদৃশ মানসিক সংস্কার এবং জীবাত্মার সারভূত পদার্থ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কেবল আমারদের পরিচ্ছিন্ন ক্ষমতা জন্য যে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতে হয়, এমত নহে; কিন্তু মনুষ্যার্জিত তাবদ্বিষয়ের প্রতিই অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়; যেহেতু তদ্দ্বারা অভি-হিত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন জ্ঞানই লব্ধ হয় না। প্রত্যুত, এই সর্ব্বসামঞ্জস্যসম্পন্ন জগতের কর্ত্তা এবং পালয়িতা যে পরম পুরুষ, যিনি সৃজন করিয়া অশেষবিধ দিব্য ও পার্থিব পদার্থকে যথা স্থানে নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার সত্তায় বিশ্বাস, এবং 'সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার কর' এই ব্যব-স্থায় ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা থাকিলে আর মানবপ্রকৃতির প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া যায় না; বরঞ্চ আমারদের জীবন আপনারদের পক্ষে সুখকর, ও অপর মনুষ্য-দের পক্ষে উপকারজনক হইয়া উঠে। সন্তোষের প্রথমোক্ত হেতুটি অর্থাৎ পরমেশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস প্রায় সর্ব্বত্রেই দেখা যায়; ইহা হয় শ্রুতি এবং পার-

স্পর্দ্ধ্য-উপদেশদ্বারা, নয় জগতের কার্য্যে যে অদ্ভুত কৌশল এবং নিয়ম প্রতীত হয়, তাহা নিরীক্ষণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। শেষোক্ত হেতুটি যদি ও আমার অভিজ্ঞাত তাবৎ প্রকার ধর্ম্মে আংশিক রূপে আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি খৃষ্টান ধর্ম্মেতেই মুখ্যরূপে অনুজ্ঞাত দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এই যে বিশেষ ভাব, তাহা বহুদিনাবধি আমি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই; যেহেতু খৃষ্টান গ্রন্থকারদের গ্রন্থে এবং আমার পরিচিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকদের সহিত কথোপকথনে আমি নানা প্রকার মত বিদিত হইয়াছিলাম। এই সকল মতের মধ্যে এইটিকেই প্রবলতম বোধ হয় যে যে ব্যক্তি সমস্ত সৃষ্ট জীবের পিতা স্বরূপ পরমেশ্বরের ঐশীত্বের সহিত খৃষ্ট এবং পরমাত্মার* ঐশীত্ব স্বীকার না করে, সে খৃষ্টান উপাধির যোগ্য নয়। অপিচ, অনেকে খৃষ্টান শব্দের এক বিস্তীর্ণতর অর্থ গ্রহণ করেন, এবং যে কেহ বাইবল্ গ্রন্থকে পরমেশ্বরের প্রস্ফুটঅভিপ্রায়পুরিত বলিয়া বিশ্বাস করে, (শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ স্থানের অর্থ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভিমত অর্থ হইতে যত পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যান করুক না কেন,) তাহাকেই খৃষ্টান বলিয়া

* Holy Ghost.

থাকেন৭ প্রত্যুত, কতিপয় ব্যক্তি তাহাকেই খৃষ্টান বলিয়া অঙ্গীকার করেন, যে ব্যক্তি স্বয়ং খৃষ্টের উপদেশকে শিরোধার্য্য করে, অথচ এই বিবেচনায় তাঁহার শিষ্যদের মতে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না যে তাঁহারা প্রত্যাদেশের অবস্থা ব্যতীত অপর সময় অন্যান্য লোকের ন্যায় ভ্রম প্রমাদের অধীন ছিলেন। প্রেরিতদের ক্রিয়া পুস্তক এবং পত্র সঙ্কলের মধ্যে প্রেরিতদের মত বিষয়ে যে পরস্পর পার্থক্য দেখা যায়, তাহাই ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ*।

বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা আপনারদের বিশেষ মতের সমীচীনতা, সামঞ্জস্য, যুক্তিসিদ্ধতা, এবং প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনার্থ যাবতীয় বহুল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে এত বিবিধ তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, যে আমি এই স্থলে কোন অভিনব এবং বলবৎ যুক্তির আবির্ভাব করিয়া পাঠক বর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবার ভরসা রাখি না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে মনুষ্যেরা একবার কোন বিশেষ মতকে শ্রদ্ধেয় জানিয়া এবম্প্রকার কুসংস্কারপরতন্ত্র

*প্রেরিতদের ক্রিয়া ১১ শ অধ্যায় ২, ৩ শ্লোক; ১৫ শ অধ্যায় ২ অবধি ৭ শ্লোক; ১ ম করিন্থীয় ১ ম অ, ১২ শ্লোক; গালাতীয় ২ য় অধ্যায় ১১ অবধি ১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হয়, যে তাহারদের কোন বিরুদ্ধ মত যত সুযৌক্তিক হউক না কেন, তাহাতে প্রণিধান করে না, এবং যে মত প্রাকৃতিক নিয়মের বিলক্ষণ অনুকূল, এবং মানবিক যুক্তি এবং পরমেশ্বরের অভিপ্রায়সম্মত, তাহা শ্রবণ করিতে ও তাহারা বধির হয়। পরন্তু যাঁহারা কুসংস্কারপরবশ নহেন, এবং যাঁহারা পরমেশ্বরের কৃপায় সত্য প্রতীতি মাত্র গ্রহণে প্রস্তুত হন, তাঁহারদের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মতের বিবরণ মাত্র প্রদান করিলে, তাঁহারা তন্মধ্যে কোন্ মত শ্রুতিসম্মত এবং সাধারণবুদ্ধির গ্রাহ্য, তাহা অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারেন। অধুনা আমি সেই সকল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না; কেবল খৃষ্টের বাক্যগুলীন ইংরেজী হইতে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থ প্রচার করিতেছি।

আমার বোধ হয়, ধর্ম্মপুস্তকের নূতননিয়ম ভাষিত অপরাপর বিষয় হইতে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উপদেশগুলীন পৃথক্ করাতে আমারদের বাঞ্ছনীয় ফল উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা নানা মতাবলম্বী এবং নানাপ্রকার বুদ্ধিশালী ব্যক্তির মন এবং অন্তঃকরণের উন্নতি সাধন হইবে। ঐতিহাসিক বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় সকল তার্কিক ও খৃষ্টীয়

ধর্ম্মের প্রতিকূল লোকের দ্বারা সন্দেহিত ও বিতর্কিত হইতে পারে; বিশেষতঃ অলৌকিক কার্য্যাদির বর্ণনা সকল আশিয়ার লোকের বিশ্বাসবর্দ্ধিনী হইবে না, কারণ অধিকতর অদ্ভুত কার্য্যের কল্পিত গল্প সকল পরম্পরা ক্রমে তাহারদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রত্যুত, ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উপদেশ, যদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই মনুষ্যকুলের মধ্যে শান্তি ও পরস্পর প্রীতি রক্ষিত হয়, তাহা ব্যর্থ তর্কবিতর্কের আয়ত্ত নহে, এবং পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই বুদ্ধিগম্য, সন্দেহ নাই। যে এক পরমেশ্বর বর্ণ, পদ, বা বিভবের সম্ভ্রম না রাখিয়া সকল জীবকে সমান রূপে পরিবর্ত্তন, নিরাশ, দুঃখ, এবং মৃত্যুর অধীন করিয়া ও তাঁহার এই বিশ্বব্যাপ্ত করুণামৃত পানে সকলকেই অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে এই ধর্ম্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ খানি লোকের মনে এমত উৎকৃষ্ট ও উচ্চভাব উৎপাদনে সমর্থ—এবং মনুষ্যগণের স্রষ্টার প্রতি, আত্ম প্রতি, এবং লোক সমাজের প্রতি যাবতীয় কর্ত্তব্য আছে, তাহা নিয়ত করণার্থ ঈদৃশ উপযুক্ত, যে বর্ত্তমান্ আকারে ইহাকে প্রচার করিয়া আমি অত্যুৎকৃষ্ট ফলোৎপাদনের আশা করিতেছি।

[রামমোহন রায়।]

সুখশান্তির উপায়

স্বরূপ

যিশু-প্রণীত উপদেশ।

১*। তিনি (১) লোকারণ্য অবলোকন পুরঃসর

* মথি ৫ ম অ।

(১) অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট। 'যিশু' (গ্রীক) শব্দ 'যিহোশূয়' (ইব্রীয়) শব্দের অপভ্রংশ; উভয়েরই অর্থ 'ত্রাণ কর্ত্তা'। গ্রীক ভাষার 'খৃষ্ট' এবং ইব্রীয় ভাষার 'মিসায়িয়' শব্দের অর্থ 'সংস্কৃত।' যাঁহারা খৃষ্টের বিষয় কিছুই অবগত নহেন, তাঁহারদের বোধসৌকর্য্যার্থ তদীয় জীবনবৃত্তান্ত এ স্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য রাজার মৃত্যুর ৫৬ বৎসর পরে যিহুদা দেশীয় বৈৎলেহম নামক গ্রামে যিশুর জন্ম হয়। তৎকালে যিহুদাদেশ রোমক লোকের অধীন ছিল। যিশুর মাতার নাম মরিয়ম্, ও পিতার নাম যূষফ; তাঁহারা অতি দরিদ্র ছিলেন, এবং তক্ষণ ব্যবসায় দ্বারা কালাতিপাত করিতেন; ইহাতে সহজেই অনুভূত হইতে পারে যে যিশু অতি সামান্যরূপ বিদ্যা শিক্ষা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি ঈদৃশ অসাধারণ মনোবৃত্তি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন যে অশেষবিধ প্রতিবন্ধক উচ্ছেদ করিয়া ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উপকর্ত্তা এবং মনুষ্য কুলের চূড়ামণি স্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহার সময়ে যিহূদীরা পারতন্ত্র্য রূপ শৃংখল হইতে মুক্ত হওনাশয়ে এমত এক জন বলবীর্য্যবান্ উদ্ধারকর্ত্তার প্রতীক্ষা করিত, যিনি পরজাতীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে নিষ্কাষিত করিয়া স্বীয় জন্মভূমি যিহূদা

পর্ব্বতোপরি (২) আরোহণ করিলেন; এবং উপবিষ্ট হইলে তাঁহার শিষ্যেরা সমীপবর্ত্তী হইল। তদনন্তর তিনি এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন;—ধন্য সেই ব্যক্তিসকল, যাঁহারা আপনাদের আত্মার অভাব উপলব্ধি করিতে পারেন; কারণ তাঁহারা সুখরাজ্যের (৩) অধিকারী হইবেন (৪)। শোকার্ত্ত

দেশকে স্বাধীন করিতে পারেন। কিন্তু যিশু খৃষ্ট মানব চরিত্র রূপ পুস্তককে প্রগাঢ়তররূপে অধ্যয়ন পূর্ব্বক দেখিলেন যে মনুষ্যগণ যাবতীয় দুঃখ পাইতেছে, তাহা কেবল পাপপিশাচের নিকট পারতন্ত্র্য স্বীকার নিমিত্ত; যাবৎ তাহারা পাপপরবশ রহিয়াছে, তাবৎ ত্রিসপ্তবার পরজাতীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে নিষ্কাষিত করিলেও দুঃখ হ্রাস বা সুখ বৃদ্ধি হইবে না; এই বিবেচনায় তিনি মনুষ্য বৃন্দকে পাপপারতন্ত্র্য রূপ শৃংখল হইতে মুক্ত করণার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, এবং প্রায় ত্রিংশৎ বর্ষ বয়সে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। পাপকারীরা আলোকের অপেক্ষা অন্ধকারকে প্রিয়তর বোধ করে; সুতরাং তিনি জ্ঞানালোক প্রচার করিতেছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল; এবং দুই বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই যিশু পৃথিবীর মহোপকর্ত্তাদিগের সাধারণ ভাগ্য রূপ অপমৃত্যু যাতনা সহ্য করিলেন। তদীয় অসাধারণ চরিত্র মথি, মার্ক, লূক, এবং যোহন নামক ব্যক্তি চতুষ্টয় দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক হইতেই রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান্ গ্রন্থকে সংগ্রহ করেন।

(২) গালীল দেশীয় কফরনাহূম নগরের সান্নিধ্য কোন সুবিজ্ঞাত পর্ব্বত।—Livermore.

(৩) সুখরাজ্য, সুখধাম, বৈকুণ্ঠ, কৈবল্যধাম, ঈশ্বরীয় রাজ্য, এবং স্বর্গ প্রভৃতি শব্দ ধার্ম্মিকদের পরমসুখের অবস্থা প্রতিপাদনার্থ প্রয়োজিত হইয়াছে।

(৪) যাঁহারা স্বীয় স্বীয় আত্মার অভাব উপলব্ধি করেন,

লোকেরা (৫) ধন্য, যেহেতু তাঁহারা সান্ত্বনা পাইবেন। বিনীত লোকেরা (৬) ধন্য, যেহেতু তাঁহারা বসুন্ধরার স্বামিত্ব প্রাপ্ত হইবেন (৭)। সত্য (৮) নিমিত্ত যাঁহারা ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য; কারণ তাঁহারা পরিতৃপ্তি পাইবেন। দয়াবান্ ব্যক্তিরা (৯) ধন্য; কারণ পরমেশ্বরও তাঁহাদের প্রতি দয়া করিবেন। নির্ম্মলচিত্তেরা (১০) ধন্য; কারণ তাঁহারা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন (১১)।

তাঁহারাই তাহা পূর্ণ করিবার অভিলাষে যিশু প্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া সুখাধিকারী হইবেন; জ্ঞানাভিমানীরা নহে।

(৫) যাঁহারা পাপাদি জন্য শোক করেন।

(৬) নম্র, যাঁহারা উদ্ধত স্বভাব নহেন। নির্বেদী হইতে বলা খৃষ্টের অভিপ্রায় নহে।

(৭) অত্যুৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হইবেন। মূলের অবিকল ভাব এই 'তাঁহারা দেশাধিকার করিবেন।' যিহূদীরা কৈনান বা যিহূদা দেশের অধিকারকে সুখের এক শেষ বলিয়া জ্ঞান করিত, তদনুযায়ী সুখাধিকার অর্থে 'দেশাধিকার' একটী প্রচলিত বাক্য হইয়া যায়।—Norton.

(৮) সত্যাচরণ; পবিত্র চরিত্র না হইলে মঙ্গল নাই, ইত্যাকার যাঁহারদের দৃঢ় জ্ঞান হইয়াছে।

(৯) যাঁহারা নিষ্ঠুর নহেন, প্রত্যুত পরের দুঃখে দুঃখী হয়েন।

(১০) পরিশুদ্ধ প্রশস্ত চিত্ত লোক সকল।

(১১) আত্মিক সাক্ষাৎকার; পরিষ্কৃতরূপে নিরাকার পরমেশ্বরের বিদ্যমানতা উপলব্ধি।

শান্তিপ্রচারকেরা (১২) ধন্য; যেহেতু তাঁহারা অমৃত-পুরুষের পুত্র (১৩) বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। সত্যাবলম্বী (১৪) হইয়া যাঁহারা ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহারা ধন্য; কারণ সুখরাজ্যে তাঁহার-দের অবশ্য অধিকার। আমার অনুগামী (১৫) হইয়াছ বলিয়া লোকে যখন তোমাদের মিথ্যা দুর্নাম করিবে, এবং তোমারদিগকে তিরস্কৃত ও নিপীড়িত করিবে, তখন তোমরা ধন্য হইবে। [হে সৌম্য সকল!] আনন্দোৎফুল্ল হও; কারণ সুখ-

(১২) যাঁহারা আপনারা শান্ত স্বভাব, এবং পৃথিবীতে কলহ বিগ্রহাদির পরিবর্ত্তে শান্তি সুখ প্রচারার্থ যত্নবান্।

(১৩) যাঁহারা পরমেশ্বরের মাঙ্গল্য স্বভাব অনুকরণে চেষ্টা করেন, যাঁহারা পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী চলেন, যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা ইব্রিয় ও অন্য কোন কোন ভাষায় 'ঈশ্বরের পুত্র' বলিয়া উক্ত হন। এই ভাবেই যিশু 'ঈশ্বরের পুত্র' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; তবে বারম্বার অথবা বিশেষরূপে তাঁহাকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তিনি বিশেষ রূপে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী বলিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন।

(১৪) ইচ্ছা পূর্ব্বক অত্যাচরিত হইবার চেষ্টা করিবে, এমত নহে; কিন্তু সত্যাচরণ করিলে যদি সমস্ত পৃথিবী ও বিরুদ্ধ হয়, তথাপি সত্যাচরণ ত্যাগ করিবে না; কারণ ধার্ম্মি-কের পুরস্কর্ত্তা এক সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর আছেন।

(১৫) আমি যে সত্যাবলম্বী, আমার ন্যায় সত্যাবলম্বন করিয়াছ বলিয়া। পৃথিবীর সুখ দুঃখ অচিরস্থায়ী; যে নিত্য সুখের অভিলাষ রাখিবে, সে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী চলিবে।

ধামে তোমারদের অশেষ পুরস্কার সঞ্চিত রহিয়াছে। (১৬) পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা সত্যাবলম্বন নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

২। তোমরা পৃথিবীর লবণ স্বরূপ (১৭)। কিন্তু লবণ তেজোবিহীন হইলে (অন্ন) কি রূপে লবণাক্ত হইবে? তেজোবিহীন লবণ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়া পদ দ্বারা মর্দ্দিত হয়। তোমরা পৃথিবীর জ্যোতিঃ স্বরূপ (১৮)। পর্ব্বতোপরিস্থ নগর (১৯) কদাপি গুপ্ত থাকে না। করণ্ডিকার তলে রাখিবার জন্য দীপকে প্রজ্বলিত করা যায়

(১৬) পৃথিবীর সাধারণ লোকেরা এমত কুসংস্কারপরতন্ত্র, যে মহাত্মারা পরমসত্য উপদেশ প্রচার করিলেও তাহা কেবল নূতন এবং তাহারদের ভ্রান্ত মতের সহিত ঐক্য নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করে, এবং উপদেষ্টাদের শত্রু হয়। যিশু প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে লোকের এই ভাব দেখিয়াছিলেন, আমরা ও এক্ষণে তাহাই দেখিতেছি। মনুষ্য যদি সকল বিষয় প্রণিধান করিয়া বুঝিত, তবে পৃথিবীতে কলহ বিগ্রহের কত অল্পতা হইত!

(১৭) লবণের তিন গুণ: তীক্ষ্ণত্ব, স্বাদুকরত্ব, ও পূতিনিরাসকত্ব; তদনুসারে শিষ্যেরা তেজস্বী হইবে, অর্থাৎ সত্য ধর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিবে না, অথচ লোকের প্রিয়কর হইবে, এবং উপদেশাদির দ্বারা লোকদিগকে ভ্রষ্ট হইতে দিবেক না।

(১৮) তোমরা জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিবে।

(১৯) নগর যেমত লোক সমক্ষে বিস্তৃত থাকে, তোমারদের চরিত্র ও তদ্রূপ হওয়া উচিত।

না (২০); প্রত্যুত, গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তী সকলেই আলোক পাইতে পারে, এজন্য সেই দীপ দীপবৃক্ষের উপর রক্ষিত হয়। তদ্রূপে মানবগণ সমক্ষে তোমারদের আলোক কিরণ বিস্তার করুক; মনুষ্য বৃন্দ তোমারদের সৎকার্য্য সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গস্থ পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করুক।

৩। এমত ভাবিও না যে আমি ধর্ম্মশাস্ত্র (২১) ও ভবিষ্যশাস্ত্র (২২) প্রলোপ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি লোপ করিবার জন্য আসি নাই, প্রত্যুত সম্পূর্ণ করণার্থ আসিয়াছি (২৩)। যথার্থ কহিতেছি, যাবৎ আকাশ ও ভূমণ্ডলের প্রলয় না হইতেছে, তাবৎ অসম্পন্ন থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের

---

(২০) যেমত লোকদিগকে দেখাইবার জন্য সদাচরণের আড়ম্বর করিবে না, সেই রূপ লোক ভয়ে ও স্বীয় ধর্ম্মকে গুপ্ত রাখিবে না।

(২১) মুসা প্রণীত ধর্ম্মসংহিতা।

(২২) যিহূদা দেশীয় ভবিষ্যদ্বক্তা ঋষিদের প্রণীত গ্রন্থচয়।

(২৩) 'তাঁহার অভিপ্রায় এই—যথার্থ ঐশিক নিয়মরূপ যে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক তত্ত্ব সকল, যাহা তোমরা বিশ্বাস কর, সে সকলের অবমাননা করিতে আসিয়াছি, এমত বিবেচনা করিও না; বরঞ্চ স্পষ্টতর এবং পূর্ণতর রূপে সে সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যান নিমিত্ত এবং তাহারদের আবশ্যকতা প্রতিপাদনার্থ আসিয়াছি। সে সকল তত্ত্ব অপরিবর্ত্তনীয়।'—Norton.

একটি বিন্দু বিসর্গ ও লুপ্ত হইবে না (২৪)। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাজ্ঞা লংঘন করিয়া তদ্রূপ ব্যবহারে লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়, সে পরলোকে ক্ষুদ্র পদ পাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে চলিয়া লোকদিগকে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিবেন, তিনিই সুখধামে মহত্তর হইবেন। আমি বলিতেছি, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক ও ফিরুসিদিগের (২৫) অপেক্ষা তোমাদের সত্য ব্যবহার যদি উৎকৃষ্টতর না হয়, তবে তোমরা সুখধামে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

৪। তোমরা শুনিয়াছ, প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন যে 'নরহত্যা করিবে না;' এবং 'যে বক্তি নরহত্যা করিবে, সে বিচারকের দ্বারা দণ্ড পাইবে।' কিন্তু আমি বলিতেছি, কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার (২৬) প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারকের দ্বারা দণ্ডিত হইবে; যে ব্যক্তি ভ্রাতাকে নির্ব্বোধ বলিবে, ধর্ম্মসমাজ তাহার প্রতি দণ্ড বিধান করিবেন; এবং যে ভ্রাতাকে পাপী বলিবে, সে নিরয়াগ্নিতে

(২৪) এই সকল শাস্ত্রে পরমেশ্বরের যে অভিপ্রায় দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে।—Livermore.

(২৫) ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক ও ফিরুসি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ন্যায় লোক সকল, যাহারা ধার্ম্মিকাভিমানী, অথচ যথার্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না।

(২৬) ভ্রাতা, সহসৃষ্ট মনুষ্য মাত্র।

যাতনা পাইবে (২৭)। অতএব যজ্ঞবেদীতে যদি নৈবেদ্য আন, এবং তথায় স্মরণ হয় যে ভ্রাতার প্রতি কোন অপরাধ করিয়াছ, তবে বেদীর উপরে নৈবেদ্য রাখিয়া প্রস্থান কর; অগ্রে ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব কর, পশ্চাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও। যাহার প্রতি অপরাধ করিয়াছ, তাহার সহিত এক পথে থাকিতে থাকিতেই (২৮) সত্বর সদ্ভাব কর, নতুবা সে তোমাকে বিচারকের সমক্ষে আনয়ন করিতে পারে, তিনি তোমাকে কারারক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, এবং সে তোমাকে বন্দিশালায় বদ্ধ করিতে পারে। আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমার উত্তমর্ণের প্রাপ্য শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত যাবৎ প্রত্যর্পণ না করিবে (২৯) তাবৎ কারামুক্ত হইবে না।

---

(২৭) 'খৃষ্টের বাক্যের তাৎপর্য্য এই: কিন্তু আমি তোমারদিগকে শিক্ষা দিতেছি যে যে কেহ কুবৃত্তি বশতঃ বিনা কারণে ভ্রাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে ব্যবস্থা দ্বারা দণ্ডার্হ অপরাধীর তুল্য অপরাধী হইবে; যে কেহ কুবৃত্তিবশতঃ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিবে, সে ধর্ম্মসমাজ অর্থাৎ যিহূদীদের প্রধান বিচারসভার দ্বারা দণ্ডার্হ যে কঠিনতর অপরাধবিশিষ্ট ব্যক্তি, তত্তুল্য অপরাধী হইবে; এবং যে কেহ ঈর্ষাবশতঃ ভ্রাতাকে পাপী বলিবে, সে অত্যন্ত কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হইবে।'—Norton.

(২৮) এক পথে থাকিতেই, অর্থাৎ বিচারিত হইবার পূর্ব্বেই।

(২৯) অপরাধ ঋণের সহিত উপমিত হইয়াছে। যাবৎ অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ না করিবে।

৫। 'তোমরা শুনিয়াছ, প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন 'ব্যভিচার করিবে না।' কিন্তু আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি কামাতুর হইয়া পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করে সে মনে মনে ব্যভিচার করে(৩০)। যদিস্যাৎ তোমার দক্ষিণনেত্র পাপপ্রবৃত্তির কারণ হয়, তবে তাহাকে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর (৩১): তোমার সমস্ত শরীর নিরয়পতিত হইবার অপেক্ষা এক অঙ্গের বিনাশ হওয়া উত্তম। তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমাকে পাপে লইয়া যায়, তবে তাহা কর্ত্তন করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর; তোমার সমস্ত শরীর নিরয়পতিত হইবার অপেক্ষা এক অংশ নষ্ট হওয়া শ্রেয়ঃ কল্প। শাস্ত্রে কথিত আছে যে যে ব্যক্তি পত্নী হইতে পৃথক্ হইতে চাহিবে, সে স্ত্রীকে এক বিয়োগ পত্র লিখিয়া দিবে। কিন্তু আমি কহিতেছি, যে ব্যক্তি অব্যভিচারিণী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহার ব্যভিচারিণী হইবার কারণ হয়; এবং

(৩০) যিহূদীদের মত এই যে কার্য্যতঃ পাপ না করিয়া কেবল মনে মনে পাপ চিন্তা করিলে প্রত্যবায় নাই; কিন্তু যিশু বলিতেছেন, অন্তঃকরণ হইতে ও পাপপ্রবৃত্তির উন্মূলন করিবে।

(৩১) অর্থাৎ তোমার প্রিয়তম পদার্থ বা ব্যক্তি যদি তোমাকে পাপপরায়ণ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে পরিত্যাগ কর।

যে ব্যক্তি স্বামিপরিত্যক্তা স্ত্রীকে গ্রহণ করে, সে ব্যভিচারী হয়।

৬। তোমরা শুনিয়াছ, ইহা কথিত আছে, 'তোমার প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি কর, কিন্তু শত্রুকে ঘৃণা কর'। কিন্তু আমি বলিতেছি, শত্রুদের প্রতি প্রীতি কর; যাহারা তোমাকে অভিশাপ দায়, তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাহারদের উপকার কর; যাহারা তোমাকে যন্ত্রণা ও পীড়া দায়, তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর; ইহা হইলে তোমরা পরমপিতার উপযুক্ত পুত্র স্বরূপ হইবে (৩২)। তিনি স্বীয় সূর্য্যকে উত্তম অধম

(৩২) সংসারপরতন্ত্র লোকেরা এই সকল মহাবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না; কিন্তু ইহা খৃষ্টের পরম গৌরবের বিষয় যে তিনি শত্রুর মঙ্গল প্রার্থনা করিবার আদেশ করিয়াছেন। এরূপ অলৌকিক আদেশ সহজে অন্যত্রে দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণুপুরাণে (১ ম অংশে ১৯ শ অধ্যায়ে) প্রহ্লাদের বাক্য বলিয়া ইহা লিখিত আছে যে

সর্ব্ব ভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ?

'হে তাত! জগন্ময়, জগন্নাথ, এবং সর্ব্বভুতাত্মক পরমাত্মা স্বরূপ যে গোবিন্দ, তাঁহাতে আর শত্রুমিত্র কি?' যদি ও অপকারী হইবার অপেক্ষা নির্লিপ্ত ভাবাপন্ন হওয়া প্রশংসনীয় বটে, তথাপি এস্থলে শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার আদেশ দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, যিশু খৃষ্ট পরমেশ্বর বিষয়ে যেরূপ পরিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয়, তৎপূর্ব্বে এমত ভাব আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি পরমেশ্বরকে পিতা

সর্ব্ববিধ লোকের প্রতি উদয় করাইতেছেন, এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সকলের প্রতিই সমানরূপে বৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন। যাহারা তোমারদের প্রতি প্রীতি করে, যদি কেবল তাহারদেরই সহিত সৌহার্দ্দ রাখ, তবে তোমারদের বিশেষ পুরস্কারে আর অধিকার কি? ইতর করগ্রাহকেরাও (৩৩) কি তাহা করে না? যদি আত্মীয়লোকদিগকেই কেবল নমস্কার কর, তবে আর সে কার্য্যের গৌরব কি? বর্ব্বরেরাও কি তাহা করে না? অতএব তোমাদের পরমপিতা যাদৃশ পূর্ণ স্বরূপ, তোমরা ও তাদৃশ পূর্ণ হও।

৭*। তোমারদের কৃত কার্য্য সকল সাধারণ লোকের দৃশ্য হইবে, এজন্য উৎসুক হইও না; হইলে পরমপিতা হইতে পুরস্কার পাইবার অযোগ্য হইবে। ভণ্ডতাপসেরা সুখ্যাতি লাভ নিমিত্ত দেবালয় বা পথিমধ্যে তূরীবাদন পূর্ব্বক যেমন দান ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তোমরা সে রূপ করিও না।

বলিতেছেন। পুত্র যেমত সহজে পিতার চরিত্র অভ্যাস করে, সেই রূপ পরমপিতার চরিত্রকে আমারদের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

(৩৩) করগ্রাহক, শৌল্কিক, ভূপতির পক্ষ হইয়া যাহারা কর আদায় করিত। যিহূদীরা এই বৃত্তিকে নিতান্ত নীচ বলিয়া বিবেচনা করিত।

* মথি ৬ ঠ অ।

আমি যথার্থ বলিতেছি, তাহারা আপনারদের উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে। কিন্তু তোমারদের দান করিবার সময় তোমার দক্ষিণ হস্তের কার্য্য যেন বাম হস্ত জানিতে না পারে; গোপনে দান করিবে বটে, কিন্তু তোমারদের সর্ব্বান্তর্যামী পিতা প্রকাশ্যরূপে পুরস্কার দিবেন।

৮। অপিচ, লোকপ্রদর্শনার্থ ভণ্ডতাপসেরা দেবালয় বা পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান্ হইয়া যেমন স্তোত্র পাঠ করে, তোমরা সেরূপ করিও না। আমি যথার্থ বলিতেছি, ভণ্ডতাপসদের উপযুক্ত পুরস্কার আছে। কিন্তু তোমরা স্তোত্রপাঠ করিবার সময় কুটীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া তোমারদের সর্ব্বান্তর্যামী পিতার আরাধনা কর; তোমারদের যে পিতা গোপনকৃত কার্য্য সকল প্রত্যক্ষ করেন, তিনি প্রকাশ্যরূপে পুরস্কার দিবেন। ঈশ্বরোপাসনার সময় ম্লেচ্ছদের (৩৪) ন্যায় তোমরা কেবল বৃথা পুনঃ পুনঃ নাম

---

(৩৪) যিহূদী ভিন্ন লোক। পৃথিবীর লোকে এমত অন্ধ যে আপনারদের জাতিকে আর্য্য, তদ্ভিন্ন অপরাপর জাতিকে ম্লেচ্ছ বর্ব্বরাদি শব্দ দ্বারা বাচ্য করে। প্রাচীন যবন (গ্রীক) প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই ঘৃণার্হ রীতি ছিল, এবং অদ্যাপি হিন্দু, যিহূদী, চীন প্রভৃতি জাতির মধ্যে ইহা বলবতী রহিয়াছে। যিশু কেবল দেশীয় রীত্যনুযায়ী অন্য জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিতেছেন; কিন্তু কোন জাতিকে যে নীচ জ্ঞান করিতেন না, তাহার বহু প্রমাণ দিয়াছেন।

জপ করিও না; তাহারা মনে করে বারম্বার ডাকিলে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইবেন। তাহারদের ন্যায় হইও না; তোমারদের যাহা আবশ্যক, পরমপিতা প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বাবধিই তাহা জানেন। তোমরা এই রূপে প্রার্থনা কর:—হে পরমপিতঃ তুমি আরাধ্যমান্ হও। তোমার রাজত্ব (৩৫) সমাগত হউক; অমরলোকে তোমার ইচ্ছা যেমন সিদ্ধ হইতেছে, মর্ত্ত্যলোকে ও তদ্রূপ হউক। অদ্য আমারদের আবশ্যক উপজীব্য প্রদান কর। আমরা অপরাধীদিগকে মার্জ্জনা করি, তুমি ও আমারদের অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমারদের যেন পাপে প্রবৃত্তি না হয়; আমারদিগকে পাপ হইতে দূরে রাখ। যেহেতু তোমার ঐশ্বর্য্য, শক্তি, ও মহিমা সর্ব্বকাল বিরাজমান্ আছে; তথাস্তু (৩৬)। যদি তোমরা লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে পরমপিতা ও তোমারদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন; কিন্তু তোমরা যদি পরের অপরাধ মার্জ্জনা না কর, তবে পরমপিতা ও তোমারদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন না।

৭। উপবাসকালে ভণ্ডতাপসদের ন্যায় শোক-

---

(৩৫) লোকের মনে। লোকে যথার্থরূপে তোমাকে অধীশ্বর রূপে বিশ্বাস করুক, এবং তদনুযায়ী আচরণ করুক।

(৩৬) মূলের শব্দ 'আমেন্।'

বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইও না; তাহারা লোককে দেখাইবার নিমিত্ত মুখাচ্ছাদন করে। যথার্থ, বলিতেছি, তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার আছে। কিন্তু উপবাসের সময় তোমরা মুখ প্রক্ষালন করিয়া অঙ্গরাগ করিও (৩৭); তোমরা উপবাস করিতেছ, ইহা সর্ব্বান্তর্যামী পিতা ব্যতীত লোকে যেন না জানিতে পারে; সেই সর্ব্বজ্ঞ পিতা তোমাদের পুরস্কার দিবেন।

১০। যে পৃথিবীতে কীটাদি দ্বারা নষ্ট বা তস্করের দ্বারা অপহৃত হইতে পারে, এমত স্থানে তোমারদের ধন রক্ষা করিও না। কিন্তু অমরলোকে তোমারদের ধন রক্ষা কর, (৩৮) যেখানে তাহা কীটাদি দ্বারা ও নষ্ট হইবে না, এবং তস্করের দ্বারা ও অপহৃত হইবে না। যেখানে তোমাদের ধন সেই খানেই অবশ্য মন থাকিবে।

১১। চক্ষু শরীরের আলোক (৩৯) স্বরূপ; যদি তোমার চক্ষু পরিষ্কৃত থাকে, তবেই তোমার শরীর আলোক পূর্ণ হইবে; প্রত্যুত, চক্ষু অপরিষ্কার থা-

---

(৩৭) অর্থাৎ তোমাদের প্রাত্যাহিক ব্যবহারের অন্যথা করিও না; লোক প্রদর্শনার্থ ধর্ম্মাচরণ করিও না।

(৩৮) অর্থাৎ সদ্ব্যয় কর।

(৩৯) জ্ঞানচক্ষু এবং জ্ঞানালোক উদ্দেশে ইহা উক্ত হইয়াছে।

কিলে সমস্ত শরীর অন্ধকারাবৃত বোধ হইবে। অত-এব, যদিস্যাৎ তোমার অন্তর্ব্বর্ত্তী আলোক তমসাচ্ছন্ন (৪০) হয়, তবে সে তিমির কি প্রগাঢ়! কোন এক ব্যক্তি দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না; কারণ, সে এক জনকে ঘৃণা করে, ও অপরকে ভক্তি করে: অথবা এক জনকে সমাদর করে, ও অপরকে অবজ্ঞা করে। তোমরা পরমেশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না।

১২। অতএব আমি বলিতেছি, জীবনের নিমিত্ত অন্ন ও শরীরের নিমিত্ত বস্ত্র কি রূপে পাইবে, এই চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইও না। অন্নের অপেক্ষা জীবন কি মহত্তর নহে? বস্ত্রের অপেক্ষা শরীর কি মহত্তর নহে? বিহঙ্গমকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা রোপণ করে না, সংগ্রহ করে না, সঞ্চয় ও করে না; তথাপি পরমপিতা তাহারদিগকে অন্ন দিতেছেন। তাহার-দের অপেক্ষা তোমরা কি মহত্তর নহ? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা উৎকণ্ঠিত হইয়া শরীরের দীর্ঘতাকে এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পারে? তোমরা বস্ত্রের জন্যইবা ব্যস্ত কেন? দেখ, সরোবরে কমলিনীকদম্ব কেমন বর্দ্ধিতা হইতেছে! তাহারা শ্রমও করে না, বয়নও করে না; কিন্তু তথাপি স্থলিমান্ (৪০*) স্বীয় সমস্ত

(৪০) তমসাচ্ছন্ন, ভ্রমাচ্ছন্ন। (৪০*) যিহূদাদেশীয় রাজা।

বিভবৈশ্বর্য্যপরিবৃত হইয়াও ইহার একটির তুল্য সুসজ্জিত হয়েন নাই। যদি পরমেশ্বর সরোবরজাত এমত পদার্থ, যাহা অদ্য আছে, কল্য চুল্লীমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে ঈদৃশ পরিচ্ছদ দেন, তবে, হে শ্রদ্ধাহীন লোক সকল! তোমারদিগকে কি অধিকতর সুসজ্জিত করিবেন না? অতএব কি আহার করিব? কি পান করিব? কি পরিধান করিব? এই বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না (৪১)। অজ্ঞানলোকে এমত ব্যবহার করিয়া থাকে। পরমপিতা ইহা জানেন যে সে সকল পদার্থে তোমারদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ্যের নিমিত্ত ও ঈশ্বরের অভিলষিত সত্যব্যবহার নিমিত্ত যত্ন কর; অন্ন বস্ত্র সহজেই প্রাপ্ত হইবে। আগামী দিবসের জন্য চিন্তিত হইও না, কারণ আগামী দিবস নিজেই আপনার তত্ত্বাবধারণ করিবে। প্রত্যেক দিনে যে কষ্ট আছে, তাহা তৎপক্ষে যথেষ্ট জানিবে।

১৩*। পরের দোষ চর্চ্চা করিও না, পশ্চাৎ নিজে দোষী হইয়া পড়; কারণ পরের বিষয় যে রূপে বিচার করিবে, তোমার নিজের বিষয় ও সেই রূপে

(৪১) এই সমুদায় বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে সংসার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পরমতত্ত্বকে বিস্মৃত হইও না।

* মথি, ৭ ম অ।

বিচারিত হইবে? যে মানে তোমরা অন্যকে দ্রব্য দিবে, সেই মানে আপনারা পাইবে। তোমার নিজের নেত্রে কাষ্ঠ খণ্ড রহিয়াছে, তথাপি কি বলিয়া তোমার ভ্রাতার নেত্রস্থ তৃণ খণ্ডকে দেখিতেছ? (৪২) কি রূপেই বা ভ্রাতাকে বল যে 'তোমার চক্ষু হইতে তৃণ বাহির করিয়া দি,' যখন তোমার নিজের চক্ষুতে এক প্রকাণ্ড কাষ্ঠ রহিয়াছে? হে ভণ্ডতাপস! অগ্রে নিজের চক্ষুর কাষ্ঠকে বহির্গত কর, পরে পরিষ্কার দেখিয়া ভ্রাতার চক্ষুস্থ তৃণ বাহির করিতে পারিবে।

১৪। পবিত্র বস্তু কুক্কুরকে দিও না, শূকরের সম্মুখে ও মুক্তা বিকীর্ণ করিও না; পশ্চাৎ তাহারা লব্ধ বস্তুকে পদ দ্বারা মর্দ্দন করে, ও ফিরিয়া তোমারদিগকে আঘাত করে।

১৫। প্রার্থণা কর, প্রাপ্ত হইবে; অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে; আঘাত কর, দ্বার মুক্ত হইবে। যে কেহ প্রার্থনা করে, সে প্রাপ্ত হইবে; যে কেহ অনুসন্ধান করে, সে দেখিতে পাইবে; এবং যে কেহ আঘাত করে, তাহার নিমিত্ত দ্বার মুক্ত হইবে।

(৪২) "নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণিপশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।—গরুড়-পুরাণে। 'নীচ ব্যক্তি পরের সর্ষপতুল্য ছিদ্রকেও দেখে, কিন্তু আপনার বিল্বপ্রমাণ ছিদ্রকে দেখিয়াও দেখে না।

তোমারদের মধ্যে কাহার ও পুত্র যদি অন্ন চায়, তাহাকে কি প্রস্তর দিয়া থাক? কিম্বা সে যদি মৎস্য চায়, তাহাকে কি সর্প দিয়া থাক? তোমরা মন্দ স্বভাব হইয়া ও যদি পুত্রদিগকে উত্তম বস্তু দিতে জান, তবে প্রার্থনাকারীকে পরমপিতা কি উৎকৃষ্ট-তর বস্তুই প্রদান করিবেন! অতএব পরে তোমার প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করিলে তুষ্ট হও, পরের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার কর; কারণ, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভবিষ্যশাস্ত্রের মর্ম্ম এতাবন্মাত্র।

১৬। অপ্রসারিত দ্বার দিয়া প্রবেশ কর (৪৩)। বিনাশের দ্বার ও পথ অতি প্রসারিত; অনেকেই তদ্দ্বারা প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু জীবনের পথ অতি সরল ও অপ্রসারিত; অল্প লোকে সে পথ দেখিতে পায়।

১৭। অন্তরে নিষ্ঠুর বৃক স্বরূপ, অথচ বাহিরে মেষের বেশ (৪৪) ধারণ করিয়া আইসে যে প্রতারক সকল, তাহারদের বিষয়ে সাবধান হও। ফল দ্বারা তাহারদের পরিচয় পাইবে। কণ্টকবন হইতে কি দ্রাক্ষা আহৃত হয়? না শৃগালকণ্টকে উডুম্বর

---

(৪৩) পৃথিবীর বর্ত্তমান্ অবস্থা এই রূপই বটে যে অধিক লোক পাপানুষ্ঠান করে, অল্পেই ধর্ম্মপরায়ণ হয়। অতএব অনেক লোক কোন বিষয়কে মান্য করিলেই যে তাহা যথার্থতঃ মান্য, এমত নহে।

(৪৪) মেষের বেশ অর্থাৎ নম্র নির্দ্দোষ ভাব।

পাওয়া যায়? উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফলই ফলে, আর মন্দ বৃক্ষের প্রমাণ মন্দ ফল। উত্তম বৃক্ষ নিকৃষ্ট ফল উৎপাদন করে না, এবং নিকৃষ্ট তরুও উত্তম ফল উৎপাদন করে না। নিকৃষ্ট ফল ধারণ করে, এমত বৃক্ষ নির্ম্মূলিত হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব তোমরা ফলের দ্বারা তাহারদিগকে জানিবে।

১৮। যে আমাকে কেবল প্রভু প্রভু বলে, সে সুখধামে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু যিনি আমার পরমপিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, সুখধামে তাঁহারই অধিকার। অনেকে কোন সময়ে আমাকে বলিবে, 'প্রভো! প্রভো! আপনার নামে আমরা ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছি, আপনার নামে আমরা ভূতাবিষ্টদিগকে বিমুক্ত করিয়াছি, ও আপনার নামে আমরা কত অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছি।' আমি তাহারদিগকে বলিব: 'আমি তোমারদিগকে জানি না; হে মন্দকারী লোকসকল! অন্তর হও।'

১৯। যে ব্যক্তি আমার উপদেশ শ্রবণ করেন, ও তদনুযায়ী ব্যবহার করেন, সে ব্যক্তি অতি বুদ্ধিমান্; তিনি পর্ব্বতোপরি গৃহ নির্ম্মাণ করেন; যখন বর্ষা আগত হওয়াতে স্রোত বহে, ও বাত্যা উপস্থিত হইয়া গৃহোপরি বহমানা হয়, তখন সে গৃহ পতিত

হয় না; কারণ তাহা পর্ব্বতোপরি স্থাপিত হইয়াছে (৪৫)। আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশ শুনিয়া তদনুসারে না চলে, সে অতি নির্ব্বোধ; সে ব্যক্তি বালুকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করে; যখন বর্ষা আসিবাতে স্রোত বহে, ও বাত্যা উপস্থিত হইয়া গৃহোপরি বহমানা হয়, তখন তাহা পতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া থাকে। যিশু উপদেশ শেষ করিলে লোক সকল বিস্মিত হইল; যেহেতু তিনি শাস্ত্রাধ্যাপকদের ন্যায় উপদেশ দিলেন না; তাঁহার কথা দ্বারা তাঁহাকে এক ক্ষমতাবান্ লোকের ন্যায় বোধ হইল।

২০*। একদা যিশু গৃহ মধ্যে ভোজন করিতেছিলেন, তৎকালে তদীয় শিষ্যবর্গ এবং বহুসংখ্য করসংগ্রাহক ও পাপপীড়িত ব্যক্তি তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়াছিল। ফিরুসিরা ইহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল, 'তোমারদের গুরু যে করসংগ্রাহক ও পাপীদিগের সহিত ভোজন করিতেছেন?' কিন্তু যিশু তাহারদের প্রশ্ন আকর্ণন করিয়া বলিলেন, রোগীদিগের নিমিত্তই চিকিৎসকের প্রয়োজন, অরোগীদিগের নিমিত্ত নহে।

(৪৫) অর্থাৎ ধর্ম্ম মনে বদ্ধমূল হইলে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বিপদ্‌কে তুচ্ছীকৃত করা যায়।

* মথি ৯ ম ১০ শ্লো।

'আমার দাক্ষিণ্যে প্রয়োজন, বলিদানে নহে' (৪৬) এই শাস্ত্রোক্তির মর্ম্ম তোমরা গিয়া অবগত হও। আমি কুচরিত্রদিগকে অনুতাপপ্রবৃত্তি দিতে আসিয়াছি, কিন্তু সাধুসকলকে দিবার নিমিত্ত আসি নাই।

২১। কিয়ৎকাল পরে, যোহনের (৪৭) শিষ্যেরা আসিয়া কহিল, 'ফিরুসিরা এবং আমরা সর্ব্বদা উপবাস করিয়া থাকি, আপনার শিষ্যেরা কেন উপবাস না করে?' যিশু উত্তর করিলেন, যাবৎ বর সঙ্গে থাকে, তাবৎ তাহার সহচরেরা কি শোক করিবার অবকাশ পায়? কিন্তু এমত সময় আসিতেছে, যখন বর তাহারদের সহিত থাকিবে না, তখন তাহারা উপবাস করিবে (৪৮)। পুরাতন পরিচ্ছদে কেহ নূতন

---

(৪৬) পরমেশ্বরের উক্তি রূপে কথিত; অর্থ এই যে পরমেশ্বর দয়াধর্ম্মাদি সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রসন্ন হন, কেবল যজ্ঞহোমাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রসন্ন হন না।

(৪৭) যোহন, সিখরিয় নামক ঋত্বিকের ঔরসে এবং ইলীশেবার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন; তিনি যিশু খৃষ্টের কুটুম্ব। যিশুর ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বাবধি তিনি বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন, এবং দীক্ষাকালে লোকদিগকে যর্দ্দন নদে স্নান করাইতেন বলিয়া 'নিমজ্জক' বা 'অবগাহক' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।

(৪৮) উপবাস কষ্ট প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ; অতএব যিশুর উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে যাবৎ আমি স্বকীয় শিষ্যদের

বস্ত্রের তালিকা দায় না, যেহেতু সেই নব বস্ত্র খণ্ড পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অধিকতর প্রসারিত ছিদ্র করে। নূতন মদ্য কেহ পুরাতন কুপিকায় রাখে না, কারণ কূপিকা বিদীর্ণ হইয়া মদ্য ও সেই আধার উভয়ই নষ্ট হয়; নূতন মদ্য নূতন আধারে রাখে যে তদ্দ্বারা উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে (৪৯)।

২২*। দেখ, মেষস্বরূপ (৫০) যে তোমরা, তোমারদিগকে আমি বৃক বৃন্দের (৫১) মধ্যে প্রেরণ করিতেছি। অতএব সর্পের ন্যায় চতুর, অথচ কপোতের ন্যায়

সঙ্গে আছি, তাবৎ তাহারদের কষ্ট পাইবার কারণ নাই; আমার অবর্ত্তমানে যখন কষ্ট পাইবে, তখন উপবাস করিতে পারে।—Livermore.

(৪৯) পুরাতন বস্ত্র ও পুরাতন কুপিকা পূর্ব্বার্জিত সংস্কারের প্রতিপাদক, এবং নূতন বস্ত্র ও নূতন মদ্য যিশু প্রণীত অভিনব ধর্ম্মের প্রতিপাদক; অতএব যিশুর বলিবার অভিপ্রায় এই যে যোহন কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই, সুতরাং লোকের রীতি পরিবর্ত্তনের ও চেষ্টা করেন নাই; যদ্যপি কুসংস্কারের প্রত্যাখ্যান না করিয়া রীতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেন, তথাপি কৃতকার্য্য হইতেন না। আমি কুসংস্কার নিরাকরণ করিতেছি, সুতরাং নূতন রীতিও প্রচলিত করিতেছি।

(৫০) নির্দ্দোষ স্বভাব।

(৫১) নিষ্ঠুরস্বভাব লোক।

*মথি ১০ ম অ ১৬ শ্লো।

নিরীহ হও। মনুষ্যদিগের বিষয়ে সাবধান! তাহারা তোমারদিগকে বিচারালয়ে অর্পণ করিবে, ও সমাজ মধ্যে যন্ত্রণা দিবে। আমার অনুগামী বলিয়া তোমরা রাষ্ট্রাধিপতি ও নৃপগণ সমক্ষে তাহারদের ও বর্ব্বরদের প্রতি সাক্ষ্য স্বরূপে আনীত হইবে (৫২)। যখন লোকেরা তোমারদিগকে এই রূপে অর্পণ করিবে, তখন কি কহিবে, কি রূপে কহিবে, এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইও না; কারণ, তৎকালে যাহা বলা উপযুক্ত, তাহা বলিবার ক্ষমতা সেই সময়েই প্রদত্ত হইবে; তৎকালে তোমরা কহিবে না, কিন্তু তোমারদের পরমপিতা তোমারদের দ্বারা বলিবেন (৫৩)।

২৩। ভ্রাতা ভ্রাতাকে মৃত্যু মুখে অর্পণ করিবে, পিতা পুত্রকে অর্পণ করিবে, পুত্রেরা পিতা মাতার বিরুদ্ধ হইয়া তাঁহারদের মৃত্যুর কারণ হইবে। আমার অনুগামী বলিয়া সকলেই তোমারদিগকে

(৫২) অর্থাৎ আমার প্রণীত ধর্ম্মের সত্যতার সাক্ষী স্বরূপে আনীত হইবে; তোমরা লৌকিক মতের বিরুদ্ধ বলিয়া শাসনকর্ত্তাদের সমক্ষে আনীত হইবে, কিন্তু তখন এই ধর্ম্মের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে।

(৫৩) লোক সমাজে যাহারা ইতর বলিয়া খ্যাত, সেইরূপ লোকসকলকেই যিশু শিষ্য করিতে আরম্ভ করেন; সুতরাং তাহারা অকৃতবিদ্য এবং অবাক্‌পটু ছিল; অতএব যিশু ভরসা দিতেছেন যে তোমরা ধর্ম্মরূপ যে পদার্থ লাভ করিয়াছ, তাহার বলেই উত্তম বক্তৃতা করিতে পারিবে।

ঘৃণা করিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যিনি সহিষ্ণু থাকিবেন, তিনিই সুখী হইবেন। যখন এক নগরে তোমারদের উপর অত্যাচার করিবে, তখন নগরান্তরে প্রস্থান করিবে; সেই নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলে তোমরা পুনঃ অন্য নগরে গমন করিবে (৫৪)। যথার্থ বলিতেছি, ইস্রায়েলের সমুদায় নগরে এই রূপে যাইতে না যাইতেই নরাত্মজ (৫৫) প্রত্যাবর্ত্তন করি-

(৫৪) যিশু ইহা স্পষ্টই জানিয়াছিলেন যে তিনি যে অভিনব ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, তাহা কদাপি অবিরোধে মনুষ্যগণ দ্বারা গৃহীত হইবে না। উপরে নবধর্ম্মাবলম্বীদের অবস্থা যে রূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা সংস্কারপরবশ লোকদের মতে নিভান্ত দুর্ভাগ্য জন্য; বস্তুতঃ যদি ইহ লোকেই আমারদের সুখ দুঃখের শেষ হইয়া মৃত্যুর সহিত আত্মার ধ্বংস হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম জন্য কষ্ট পাওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্যের চিহ্ন হইত। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে আত্মার ধ্বংস নাই; যদি ধর্ম্মাচরণ জন্য পৃথিবীতে শতবর্ষ দারুণ কষ্ট পাওয়া যায়, তথাপি পরলোকে অনন্ত কাল পরমেশ্বরসহবাসসুখের অধিকারী হওয়া যাইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির আর এক প্রবোধের বিষয় এই যে তত্ত্বজ্ঞানশূণ্য লোকেই তাঁহার পীড়নকারী হয়। শুকদেব ব্যাঘ্র নখাঘাত প্রাপ্ত হইলেও কি স্বীয় মহত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হন?

(৫৫) নরাত্মজ, নরপুত্র শব্দ যিশু আপনার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহা সম্ভবতঃ ইব্রীয় ভাষার এক বিশেষ রীতি। ইহা ও দৃষ্ট হয় যে যিশু অনেক স্থলে স্বীয় প্রচারিত ধর্ম্মকে আপনার সহিত অভেদ করিয়া বলিয়াছেন; এতদনুযায়ী 'নরাত্মজ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন' ইহার অর্থ বক্ষ্যমাণ রূপ হইতে পারে: আমার প্রণীত ধর্ম্ম লোকের মনে সংস্থাপিত হইবে।

বেন। গুরুর অপেক্ষা শিষ্য মান্য নহে; প্রভুর অপেক্ষা ও ভৃত্য মান্য নহে; শিষ্য যদি গুরুর ন্যায়, ভৃত্য যদি প্রভুর ন্যায় মান্য হয়, তবেই যথেষ্ট। গৃহের অধিপতিকে যদিলোকে বাল্‌সিবূব কহে, তবে গৃহের অপরাপর ব্যক্তিদিগকে কত অধিক পরুষ বাক্য না বলিবে? (৫৬) অতএব তাহারদিগকে ভয় করিও না। প্রকাশ হইবে না, এমত আচ্ছাদিত বিষয় কিছুই নাই; জানা যাইবে না, এমত রহস্য ব্যাপার কিছুই নাই। আমি যাহা তোমারদিগকে অন্ধকারে বলিতেছি, তাহা তোমরা আলোকে ব্যক্ত কর; আমি যাহা তোমারদিগকে গোপনে বলিতেছি, তাহা গৃহের লামকোপরি দণ্ডায়মান্ হইয়া প্রচার কর (৫৭)।

(৫৬) অর্থাৎ লোকে আমাকে যখন বালসিবূব্ অর্থাৎ প্রেতের অধিপতি বলিতেছে, তখন তোমারদিগকে কটু বাক্য বলিবে, আশ্চর্য্য কি?

(৫৭) অর্থাৎ আতপ যেমত পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের নিমিত্ত আবশ্যক, আমার প্রনীত ধর্ম্ম ও সেই রূপ; ইহা কতকগুলীন বিশেষ ব্যক্তির উপকারার্থ প্রচারিত হইতেছে না; ঈদৃশ অভিপ্রায় হইলে অন্যান্য ধর্ম্মসংস্থাপকের ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্বকে নিগূঢ় রাখা যাইত; কিন্তু জ্ঞানসমুদ্র মন্থন দ্বারা আমি যে ধর্ম্মামৃত লাভ করিয়াছি, আপামরসাধারন সকল লোকেই তাহা পান করিতে পাইবে; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বকে গুপ্ত রাখা যাইবে না।

২৪। যাহারা কেবল শরীরকেই বধ করিতে পারে, কিন্তু আত্মা বিনাশে অসমর্থ, তাহারদিগকে ভয় করিও না; বরং কেবল তাঁহাকেই ভয় কর, যিনি আত্মা ও শরীর উভয়কেই নিরয়ে নিক্ষেপ করিতে পারেন। দুইটা চটক কি এক পণে বিক্রীত হয় না? কিন্তু তন্মধ্যে একটি ও তোমারদের পরমপিতার অজ্ঞাতসারে ভূমে পতিত হয় না। তোমারদের মস্তকের সমুদায় কেশ তাঁহার নিকট সংখ্যাত আছে। অতএব ভয় করিও না; অনেক চটকের অপেক্ষা তোমরা অধিক মূল্যবান্ পদার্থ। যে ব্যক্তি সাধারণ সমক্ষে আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, আমার শিষ্য বলিয়া আমি পরম-পিতার নিকট তাহার পরিচয় দিব; কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণ সমক্ষে আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে না পারিবে, সে আমার শিষ্য নয় বলিয়া আমি পরমপিতার নিকট পরিচয় দিব। পৃথিবীতে সম্প্রীত আনিতে আসিয়াছি, এমত মনে করিও না; আমি শান্তি আনি নাই, কিন্তু তরবারি আনিয়াছি (৫৮); তদ্দ্বারা পুত্র পিতার বিরুদ্ধ হইবে, কন্যা মাতার বিরুদ্ধ হইবে, পুত্রবধূ শ্বশ্রূর বিরুদ্ধ হইবে; এই রূপে

(৫৮) তরবারি কলহযুদ্ধের প্রতিপাদক।

এক গৃহের মধ্যেই পরস্পর শত্রু হইবে (৫৯)। আমার অপেক্ষা (৬০) যে ব্যক্তি পিতা মাতার প্রতি অধিক

(৫৯) যিশু এস্থলে পুনর্ব্বার আপনার পরিষ্কৃত দূরদর্শিতা প্রকাশ করিতেছেন। মনুষ্য বাল্যাবস্থাবধি যে কোন সংস্কার অর্থাৎ মতকে মনে আশ্রয় দায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না; যদি তাহার ন্যায়পরতা বৃত্তি প্রবল থাকে, তবে বিচার দ্বারা স্বীয় ভ্রম প্রতীত হইলে পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া নূতন মত গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যদিস্যাৎ আত্মাদর বৃত্তি প্রবল থাকে, তবে কোন নূতন মত দেখিলে তাহার মনে এই অভিমান উপস্থিত হয় যে 'আমি এতকাল যে মতকে সত্যমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা অলীক, আর এই নূতন মত সত্য, এরূপ কখনই হইবে না।' ঈদৃশ ব্যক্তি যদি মহাভ্রান্তিমূলক সংস্কারকে ও মনে আশ্রয় দিয়া থাকে, তথাপি পরম সত্য মতকে কেবল অজ্ঞাতপূর্ব্ব বলিয়া গ্রহণ করে না; বরঞ্চ অন্য কেহ নূতন মত গ্রহণ করিলে তাহার মনে ক্রোধোৎপত্তি হয়; সে মনে করে যে 'এ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিখ্যাত হইবে, এমত চেষ্টা করিতেছে।' কোন গৃহস্থ রজনীতে অপরিজ্ঞাত অথচ পরম সাধুস্বভাব অতিথির পরিচয় না লইয়া চৌর জ্ঞানে গৃহে অবস্থিতি করিতে দেন না; অথচ গৃহস্থিত ভৃত্যেরা তাঁহার সর্ব্বস্বাপহরণ করিতেছে। অপিচ কোন প্রতিবাসী সেই অতিথির সৎকার করিলে বলেন 'এ ব্যক্তি তস্করকে আশ্রয় দিতেছে।' এখন, কোন কুসংস্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি যদি স্বীয় পুত্র, বা কন্যা, বা মাতাকে কোন নূতন মত গ্রহণ করিতে দেখে, তবে সহজেই তাহার বিরোধী হয়। অতএব, যিশু অতি বিজ্ঞতার সহিত বলিতেছেন যে আমার ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে এক গৃহের মধ্যেই লোকে পরস্পর বিরোধী হইবে।

(৬০) মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছি যে আমি, আমার অপেক্ষা।

প্রীতি করে, সে আমার উপযুক্ত নহে; যে পুত্র কন্যাকে আমার অপেক্ষা অধিক প্রিয় বোধ করে, সে আমার উপযুক্ত নহে (৬১); যে ব্যক্তি ক্রুশ (৬২) ধারণ করিয়া আমার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী না হয়, সে আমার উপযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন জীবন রক্ষার্থ

(৬১) কোন ব্যক্তি শুভাদৃষ্ট বশতঃ যদি প্রকৃত ধর্ম্মামৃতকে প্রাপ্ত হয়, এবং তজ্জন্য তাহার পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ বিরোধী হইয়া উঠে, তবে আত্মীয় লোকদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা উচিত, কিম্বা ধর্ম্মকে রাখিতে গেলে যদি আত্মীয় লোকের সহিত অসদ্ভাব জন্মে, তাহাও স্বীকার কর্ত্তব্য? যিশু উত্তর করিতেছেন, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না; কারণ সুখাভিলাষী যে আমরা, আমরা ধর্ম্মামৃত পান ব্যতীত নিত্যসুখ পাইতে পারি না।

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতাচ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারাবো ন জ্ঞাতিধর্ম্মাস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥—মহাভারত?

'পর লোকে সহায়ার্থ পিতা, মাতা, পুত্র, স্ত্রী, অথবা জ্ঞাতি কেহই থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন।' ধর্ম্মপ্রতিপাদ্য পরমেশ্বর, পিতাপুত্রাদি সর্ব্ব বস্তুর অপেক্ষা প্রিয়, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে, যথা: 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।'

(৬২) ক্রুশ ✝ ইত্যাকার কাষ্ঠময় যন্ত্র; যিহূদীরা অপরাধীদিগকে সেই যন্ত্রে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিত, এবং অপরাধী স্কন্ধে করিয়া সেই যন্ত্রকে বধস্থানে লইয়া যাইতে বাধ্য হইত; সুতরাং তাহা সাংসারিক কষ্টের চিহ্ন স্বরূপ হইয়াছে। ক্রুশ ধারণ করিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ঘোর সাংসারিক বিপদ্‌কে সম্মুখস্থ দেখিয়াও ধর্ম্মাচরণে বা ধর্ম্মপ্রচারে ভীত হইবে না।

উৎকণ্ঠিত, তাহার জীবন নষ্ট হইবে (৬৩); আমার নিমিত্ত যে জীবন দায়, সে জীবন প্রাপ্ত হইবে।

২৫। যে তোমারদিগকে সৎকার করিবে, সে আমার সৎকার করিবে; এবং যে আমাকে সৎকার করিবে, সে আমার প্রেরয়িতাকে সৎকার করিবে। পরমেশ্বরের প্রেরিত বলিয়া যে কেহ কোন উপদেষ্টাকে সৎকার করে, সে উপদেষ্টার তুল্য পুরস্কার পায়; সৎস্বভাব বলিয়া যে কেহ কোন সদ্ব্যক্তিকে সৎকার করে, সে সদ্ব্যক্তির তুল্য পুরস্কার পায়; এবং আমার শিষ্য বলিয়া যে কেহ আমার ক্ষুদ্রতম শিষ্যকে এক গণ্ডূষ শীতল জল পান করিতে দিবে, যথার্থ বলিতেছি, তাহার পুরস্কারের অন্যথা হইবে না।

২৬*। সেই সময়ে যিশু কহিলেন, হে পিতঃ হে পৃথিবী ও ত্রিদিবপতি! তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ।

---

(৬৩) যে জীবনে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সুখের ভোগ হয়, সেই জীবনই জীবন; তদ্ভিন্ন জীবন মৃত্যু তুল্য। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী চলে, সে নিত্য সুখ প্রাপ্ত হইবে; এবং যে ব্যক্তি ইহ লোকের ইন্দ্রিয়সুখাদির প্রতি অনুরাগ বশতঃ পরত্র অজস্র সুখকে অবহেলা করিবে সে যথার্থ সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে।

* মথি ১১ শ অ ২৫ শ্লো।

তুমি জ্ঞানাভিমানি এবং বিবেকাভিমানি ব্যক্তিগণ হইতে যাহা (৬৪) প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ, তাহা সরলচিত্ত লোকদের নিকট ব্যক্ত করিতেছ! হাঁ পিতঃ তোমার করুণা ঈদৃশীই বটে। পিতা আমাকে সর্ব্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। পিতা ব্যতীত পুত্রকে আর কেহ জানে না, এবং পুত্র ব্যতীত ও কেহ পিতাকে জানে না (৬৫); কেবল পুত্র যাহার নিকট প্রকাশ করিবেন, সেই ব্যক্তিই পিতাকে জানিতে পারিবে। হে ভারগ্রস্ত লোক সকল! আমার সন্নিধানে আগত হও; আমি বিশ্রাম দিব। আমি যে ভার দিতেছি, তাহা গ্রহণ কর; আমার নিকট শিক্ষা কর। আমি নম্র ও বিনীত স্বভাব; তোমরা আত্মবিশ্রাম প্রাপ্ত হইবে। আমার ভার লঘু ও অক্লেশবহনীয়।

২৭*। একদা যিশু বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া গমন করিতেছিলেন, তাঁহার বুভুক্ষিত শিষ্যেরা শস্যমঞ্জরী চয়ন করিয়া অভ্যবহার করিতে লাগিল। ফিরুসিরা ইহা অবলোকন করত তাঁহাকে কহিল

---

(৬৪) অর্থাৎ মুক্তির পথ স্বরূপ সত্যধর্ম্ম।

(৬৫) পিতা, পরমেশ্বর; পুত্র, যিশু। খৃষ্টের বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে আমি যেরূপ সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, তাহা পরমেশ্বরই জানেন। আমি তাঁহার যে মঙ্গলময় মধুরভাব উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা অন্য কেহ প্রাপ্ত হয় নাই।

* মথি ১১ শ অ।

'দেখ, বিশ্রামবারে যে কার্য্য নিষিদ্ধ, তোমার শিষ্যেরা তাহাই করিতেছে।' তিনি উত্তর করিলেন, দাউদ (৬৬) ও তদীয় পার্ষদেরা বুভুক্ষিত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? ইহা কি জান না যে তিনি দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া যে দর্শনীয়রোটিকা (৬৭) ব্যবস্থানুসারে যাজকগণ ব্যতীত তাঁহার কিম্বা তাঁহার পার্ষদদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন? অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রে তোমরা কি পাঠ কর নাই যে ঋত্বিকেরা বিশ্রামবারে দেবায়তনমধ্যে অবিদূষ্যরূপে বিশ্রামবারনিষিদ্ধ কার্য্য করে? (৬৮) আমি বলিতেছি, এখানে দেবায়তনের অপেক্ষা মহত্তর এক পদার্থ বিদ্যমান্ আছে (৬৯)। 'আমি লোকদের নিকট দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করি, বলিদান নহে' এই কথার মর্ম্ম যদি তোমরা বুঝিতে, তবে আর নিরপরাধীলোকদিগকে দূষিত

(৬৬) যিহুদাদেশীয় প্রাচীন রাজা।

(৬৭) নৈবেদ্য বিশেষ।

(৬৮) অর্থাৎ যদি ঋত্বিকেরা বিশ্রামবারে হোম বলিদানাদি করিতে পারে, তবে আমার শিষ্যেরা আত্মরক্ষার্থ কেন শস্য চয়ন করিয়া আহার না করিবে?

(৬৯) তাৎপর্য্য—মন্দিরের সংস্রবে বিশ্রামবারনিষিদ্ধ কার্য্য করাতে যদি দোষ নাই, তবে মন্দিরের অপেক্ষা বহুগুণ পবিত্রতর যে আমি, শিষ্যেরা আমার নিকট রহিয়াছে; কিম্বা, শিষ্যদের আত্মাই মন্দিরের অপেক্ষা পবিত্রতর।

করিতে না। নরপুত্রকে বিশ্রামবারেরও প্রভু বলিয়া জানিবে (৭০)।

২৮। তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক তিনি তাহারদের ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক গলিতহস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সমাজস্থ লোকেরা যিশুকে স্পষ্টরূপে অপবাদ দিবার কারণপ্রাপ্তি নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিল, 'বিশ্রামবারে রোগ প্রতিক্রিয়া কি ব্যবস্থাসিদ্ধ?' যিশু উত্তর করিলেন, তোমারদের মধ্যে যদি কাহারও মেষ থাকে, ও একটি মেষ বিশ্রামবারে গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে তাহাকে ধরিয়া কি উত্থিত করে না? একটা মেষের অপেক্ষা এক মনুষ্য কত শ্রেষ্ঠ পদার্থ! অতএব বিশ্রামবারেও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তদনন্তর তিনি সেই ব্যক্তিকে কহিলেন, হস্ত প্রসারিত কর। সে হস্ত প্রসারিত করিল ও তাহা অপর হস্তের ন্যায় নীরোগ হইল। যে ব্যক্তি আমার সহগামী নয়, সে আমার বিপক্ষ; ও আমার সহিত যে ব্যক্তি পর্য্যাহার না করে, তাহার বিক্ষেপণ করা হয়।

---

(৭০) কোন দিবস কিম্বা বস্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তির অপেক্ষা মহত্তর নহে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি কোন দিবস বা বস্তুকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বলিয়া মান্য না করেন, তাহাতে প্রত্যবায় নাই।

২৯। অতএব আমি ব্যক্ত করিতেছি, যদিও অপর সর্ব্বপ্রকার পাপ ও নিন্দার মার্জনা হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার নিন্দার মার্জনা হইবে না। নরপুত্রের বিরুদ্ধে যে কেহ কহিবে, তাহার পাপের ক্ষমা হইতে পারে; কিন্তু পরমাত্মার বিরুদ্ধে যে কেহ কহিবে, ইহ কি পরলোকে তাহার পাপ বিমোচিত হইবে না। যদি বৃক্ষকে উত্তম বল, তবে তাহার ফলকে ও উত্তম কহ; অথবা, যদি বৃক্ষকে অপকৃষ্ট কহ, তবে তাহার ফলকেও মন্দ বল; কারণ ফলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। হে সর্পতুল্য খল লোকসকল! তোমরা অধম হইয়া কি রূপে উত্তম কহিবে? কারণ, মনেতে যাহা প্রচুর থাকে, তাহাই মুখের দ্বারা ব্যক্ত হয় (৭১)। উত্তম ব্যক্তি স্বকীয় উত্তম কোষ হইতে উত্তম পদার্থ নির্গত করেন; এবং অসদ্ব্যক্তি স্বকীয় অসৎ কোষ হইতে অসৎ পদার্থ নির্গত করে। কিন্তু আমি বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অসদ্বাক্য কহুক না কেন, এক বিচার দিবসে তাহারদিগকে কার্য্যাকার্য্যের বিবরণ উপস্থিত করিতে হইবে। তোমার বাক্যানুসারেই তুমি ভদ্র

---

(৭১) বাক্য, মনের অভিপ্রায়প্রতিপাদক; বাক্যের উত্তমতা বা অধমতা দ্বারা অভিপ্রায়ের উত্তমতা বা অধমতা প্রকাশ পায়।

বলিয়া বিবেচিত হইবে—তোমার বাক্যানুসারেই তুমি অভদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩০। তিনি লোকদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন, এমত কালে তাঁহার মাতা ও জ্ঞাতিরা তাঁহার সহিত কথোপকথনার্থ বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান্ হইয়াছিলেন। কেহ আসিয়া কহিল 'কথাবার্ত্তার অভিলাষ করিয়া আপনার মাতা ও জ্ঞাতিরা বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান্ আছেন।' তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার মাতা কে? জ্ঞাতিই বা কে? তখন শিষ্যদের দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, এই আমার মাতা ও জ্ঞাতিদিগকে দেখ! যে ব্যক্তি আমার পরমপিতার অভিপ্রায়ানুযায়ী চলে, সেই আমার মাতা, কুটুম্ব ও কুটুম্বিনী।

৩১*। সেই দিবস যিশু গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সরোবরতীরে উপবেশন করিলেন; এবং এত লোকের সমাগম হইল যে তিনি নৌকার উপরে গিয়া বসিতে বাধ্য হইলেন; সমস্ত লোক তীরে দণ্ডায়মান্ রহিল। তিনি উপমাবাক্য দ্বারা উপদেশ দিতে লাগিলেন। দেখ, এক বীজবাপক বীজ বপনার্থ গমন করিল; বপন করিতে করিতে কতক-

---

* মথি ১৩ শ অ।

গুলি বীজ পথিপার্শ্বে পতিত হইয়া পক্ষীগণ কর্ত্তৃক প্রত্যবসিত হইল। অপিচ কতকগুলি বীজ অল্প মৃত্তিকা বিশিষ্ট প্রস্তরময় ভূমিতে পড়িল; মৃত্তিকার গভীরতা না থাকাতে বীজসকল ত্বরায় অঙ্কুরিত হইল বটে, কিন্তু দিবাকর উদিত হইয়া সেই মূলবিহীন অঙ্কুরসকলকে দগ্ধীভূত এবং শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন। কতকগুলি বীজ কণ্টকবনে পতিত হইল; কণ্টক সকল উন্নত হইয়া বীজদিগকে বর্দ্ধিত হইতে দিল না। কিন্তু কতকগুলি বীজ উর্ব্বরা মৃত্তিকায় পতিত হইয়া কোথাও শত গুণ, কোথা ও ষষ্টিগুণ, কোথাও বা ত্রিশগুণ শস্য উৎপাদন করিল। যাহার কর্ণ আছে, শ্রবণ করুক।

৩২। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি উপমাবাক্যে ইহারদিগকে কহিতেছেন কেন?' তিনি উত্তর করিলেন, স্বর্গরাজ্যের যে অভিনব উপদেশ, তাহা বুঝিতে তোমারদেরই অধিকার আছে, উহারদের নাই (৭২)। যাহার কিছু সঞ্চয় আছে, তাহাকেই অধিক প্রদত্ত

---

(৭২) যিশুর বাক্যের এই রূপ তাৎপর্য্য হইতে পারে: আমি উহারদিগকে পুনঃ পুনঃ স্পষ্টরূপে উপদেশ দিয়াছি; তাহা শুনা দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে; অতএব উহাদের পরমার্থতত্ত্বে অধিকার নাই বলিলে হয়। এখন আমি উপমা বাক্য দ্বারা উপদেশ দিতেছি,

হইবে; এবং তাহার অধিকার প্রচুর হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা কিছু আছে, তাহাও গৃহীত হইবে (৭৩)। তাহারা দেখিয়া দেখে না, শুনিয়া শুনে না ও বুঝে না, এই নিমিত্ত আমি রূপক-বাক্যে উপদেশ দিতেছি। তাহারদের দ্বারা অভিনব রূপে যিশায়িয়ের (৭৪) ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ হইয়াছে: 'তোমরা শুনিবে বটে, কিন্তু বুঝিবে না; এবং দেখিবে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিবে না। এই জাতির মন অতি স্থূল হইয়াছে, ইহারদের কর্ণ বধির হইয়াছে, এবং ইহারা চক্ষু নিমীলিত করিয়াছে; পশ্চাৎ ইহারা চক্ষুর দ্বারা দেখে, কর্ণ দ্বারা শুনে, ও মনের দ্বারা বুঝে, এবং আপনারদের বিপথ হইতে বিমুখ হয়, এবং আমি উহারদিগকে নীরোগ করি।' কিন্তু তোমারদের নয়ন ও শ্রবণ ধন্য, কারণ তাহারা দেখিতেছে ও শুনিতেছে। যথার্থ বলিতেছি, যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা দেখিবার ও শুনিবার নিমিত্ত অনেক আচার্য্য ও

উহারদের যদি ধর্ম্ম প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তবে আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে যত্ন করুক।

(৭৩) তাৎপর্য্য—যাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিক আছে, অনুশীলন দ্বারা তাহার অধিকতর হইবে; এবং যাহার অল্প আছে, চর্চ্চাহীনতা দ্বারা তাহা থাকিবে না।

(৭৪) ভবিষ্যদ্বক্তা ঋষিবিশেষ।

ধার্ম্মিকমনুষ্য স্পৃহা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু দেখিতে পান নাই—শুনিতেও পান নাই।

৩৩। বীজ বাপক বিষয়ক রূপকের ম শুন। কোন ব্যক্তি সুখরাজ্যের উপদেশ শুনে, কিন্তু হৃদঙ্গম করে না; তদীয় হৃদয়রোপিত বীজকে পাপ আসিয়া অপহরণ করে; এই ব্যক্তি পথিপার্শ্বে বীজ প্রাপ্ত হয়। কোন ব্যক্তি আবার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করে; কিন্তু সেই উপদেশ তাহার মনে বদ্ধমূল হয় না, কেবল কিয়ৎকাল জীবিত থাকে; অর্থাৎ উপদেশের হেতুক ক্লেশ বা বিপত্তি উপস্থিত হইলেই সে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া উঠে; এই ব্যক্তি প্রস্তরময় স্থানে বীজ প্রাপ্ত হয়। অপিচ কোন ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ শুনে বটে, কিন্তু সংসারভারে ভারাক্রান্ত ও ধনের দ্বারা প্রবঞ্চিত, সুতরাং নিষ্ফলবান্ হইয়া পড়ে; এই ব্যক্তি কণ্টকবনে বীজ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, এবং ফলবান্ হইয়া শত গুণ, কি ষষ্টি গুণ, কিম্বা ত্রিশ গুণ ফল উৎপন্ন করে, সেই ব্যক্তিই উত্তম ভূমিতে বীজ প্রাপ্ত হয়।

৩৪। তিনি আর একটি রূপকবাক্য তাহারদের প্রতি উল্লেখ করিলেন। ধর্ম্মরাজ্য কোন এক ব্যক্তির সদৃশ, যিনি স্বীয় ক্ষেত্রে উত্তম

বীজ (৭৫) বপন করিলেন; কিন্তু তাঁহার ভৃত্যদের বিনিদ্রিতাবস্থায় কোন শত্রু (৭৬) আসিয়া গোধূম বীজ মধ্যে উশীরী বীজ রোপণ করিয়া গেল। দল বহির্গত হইয়া শস্য উৎপন্ন হইবার সময় বর্দ্ধিত উশীরীও দৃষ্ট হইল। অতএব গৃহস্থের ভৃত্যেরা আসিয়া নিবেদন করিল 'মহাশয়, আপনি কি স্বীয় ক্ষেত্রে উত্তম বীজ রোপণ করেন নাই? কোথা হইতে উশীরী তৃণ আইল?' তিনি বলিলেন, 'কোন শত্রুতে ইহা করিয়াছে।' ভৃত্যেরা কহিল 'আমরা গিয়া উশীরী সকল ছেদ করি; আপনার কি আজ্ঞা হয়?' তিনি উত্তর করিলেন, 'না; উশীরী ছেদ করিতে করিতে গোধূম তৃণও ছেদ করিতে পার। শস্য সংগ্রহ সময় পর্য্যন্ত উভয় তৃণকেই বর্দ্ধিত হইতে দাও; তৎকালে আমি সংগ্রাহকদিগকে বলিব: 'প্রথমতঃ উশীরীসকল কর্ত্তন পূর্ব্বক দগ্ধ করিবার নিমিত্ত গুচ্ছ করিয়া বন্ধন কর; আর গোধূম শস্য গৃহসাৎ কর।'

৩৫। তিনি পুনর্ব্বার রূপকবাক্য দ্বারা কহিলেন, ধর্ম্মরাজ্য একটি অতসীবীজ তুল্য, তাহা এক ব্যক্তি

---

(৭৫) অর্থাৎ যিশুপ্রণীত ধর্ম্ম।
(৭৬) সয়তান্; যিহূদীয়দের মতে যাহা হইতে পাপের উৎপত্তি হয়।

স্বীয় ক্ষেত্রে বপন করিল। ঐ বীজ সর্ব্ববীজাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম বটে, কিন্তু বর্দ্ধিত হইলে তাহা শাকদের মধ্যে বৃহত্তম ও বৃক্ষ তুল্য হয়—এমত যে তাহার শাখায় বিহঙ্গমগণ আসিয়া নীড় প্রস্তুত করিতে পারে।

৩৬। তিনি আর একটি রূপকবাক্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ্য তালকীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রী তিন মান অন্নের সহিত মিশ্রিত করাতে সমুদায় রসাক্ত হইয়া গেল। যিশু লোকদিগকে এই রূপ রূপকবাক্যের দ্বারা উপদেশ দিতে লাগিলেন; রূপক ব্যতীত অন্য রূপ প্রসঙ্গ করিলেন না; এতদ্দ্বারা ভবিষ্যদ্বক্তার এই বাক্য সম্পূর্ণ হইল 'আমি রূপকবাক্য ব্যক্ত করিব, এবং পৃথিবীর আদিমাবস্থাবধি যে যে বিষয় রহস্য স্বরূপ রহিয়াছে, তাহা আমি প্রচার করিব।'

৩৭। তদনন্তর যিশু লোকসকলকে বিদায় দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং শিষ্যেরা আসিয়া নিবেদন করিল 'ক্ষেত্রস্থ উশীরী তৃণের অর্থ আমারদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।' তিনি বলিলেন, যিনি উত্তম বীজ বপন করেন তিনি নরপুত্র; পৃথিবী ক্ষেত্র স্বরূপ; ধার্ম্মিকেরা উত্তম বীজ স্বরূপ; কিন্তু অধার্ম্মিকেরা উশীরী বীজ তুল্য; পাপপুরুষ শত্রু স্বরূপ হইয়া তাহারদিগকে রোপণ করে। পৃথিবীর শেষা-

বস্থা সংগ্রহকাল স্বরূপ; এবং দেবতারা (৭৭) সংগ্রাহক। উশীরী সকল উৎপাটিত হইয়া যেমন দহনার্থ অগ্নি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, প্রলয় সময়েও সেই রূপ হইবে। নরপুত্র স্বীয় অধীন দেবতাদিগকে প্রেরণ করিবেন, এবং তাঁহারা পাপকারী দুরাত্মা লোকদিগকে একত্রিত করিয়া মহান্ অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিবেন; তথায় দশনঘর্ষণ ও রোদন ধ্বনি শ্রুত হইবে। তৎকালে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা পরম পিতার সুখরাজ্যে প্রভাকর তুল্য প্রভা প্রকাশ করিবেন। যাহাদের কর্ণ আছে, শ্রবণ করুক।

৩৮*। একদা যিরূসালেমের ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ও ফিরূসিরা আসিয়া যিশুর নিকটে প্রস্তাব করিল, 'প্রাচীনদের শ্রুতিবাক্যকে তোমার শিষ্যেরা কেন লঙ্ঘন করে? কারণ ভোজন সময়ে তাহারা হস্ত ধৌত করে না। তিনি উত্তর করিলেন, শ্রুতির মান রক্ষা করিতে গিয়া তোমারা কেন পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর? কারণ পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা আছে যে, 'পিতা মাতাকে ভক্তি কর; যে ব্যক্তি

(৭৭) দেবতা, অমরগণ, খৃষ্টীয় মতে মনুষ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব বিশেষ; তাঁহারা পরমেশ্বরের সহবাস করেন।

* মথি ১৫ শ অ।

পিতা মাতাকে অভিশাপ দায়, তাহার মৃত্যু হউক।' কিন্তু তোমরা বল 'যে পিতা মাতাকে বলিবে, "যাহা দিলে তোমারদের উপকার হইতে পারিত, তাহা উপযাচিত হইয়াছে" তাহার পিতা মাতাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন নাই।' এই রূপে শ্রুতির দ্বারা তোমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বৈয়র্থ্যাপত্তি করিয়াছ। হে ভণ্ডতাপস সকল! তোমারদের বিষয়ে যিশায়িয় উত্তম ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়া গিয়াছেন, 'এই লোকে মুখ লইয়া আমার যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী হয়, এবং ওষ্ঠের দ্বারা আমাকে ভক্তি করে; কিন্তু তাহারদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে রহিয়াছে। তাহারদের পূজা বৃথা; মনুষ্যের আজ্ঞাকে তাহারা ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া প্রচার করে।'

৩৯। তিনি লোক সকলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শ্রবণ এবং হৃদয়ঙ্গম কর; কোন দ্রব্য মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যকে অপবিত্র করে না; কিন্তু যাহা মুখ হইতে বহির্গত হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে। তদনন্তর তদীয় শিষ্যেরা আসিয়া কহিলেন 'এই বাক্য শুনিবার পর ফিরুসিরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আপনি জানেন?' কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, যে বৃক্ষ পরমপিতার রোপিত নয়, তাহা নির্মূলিত হইবে। তাহারদিগকে পৃথক্

থাকিতে দাও; তাহারা অন্ধদিগের অন্ধ পথপ্রদর্শক স্বরূপ; অন্ধকে অন্ধ লইয়া গেলে উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয়। পিতর কহিলেন 'এই রূপকের অর্থ ব্যাখ্যা করুন।' যিশু উত্তর করিলেন, তোমরাও কি এত নির্ব্বোধ? ইহা কি বুঝনা যে যাহা মুখমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা উদরে যায়, এবং পশ্চাৎ বহির্গত হইয়া পড়ে; কিন্তু যাহা মুখ হইতে বহির্গত হয়, তাহা হৃদয় হইতে আইসে, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্য অশুচি হয়। অন্তঃকরণ হইতেই কুচিন্তা, হত্যা, ভ্রষ্টতা, ব্যসন, চৌর্য্য, কূটসাক্ষ্য, দেবনিন্দা, প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে অশুচি করে; কিন্তু অধৌত হস্তে ভোজন করিলে মনুষ্য অপবিত্র হয় না।

৪০*। একদা তাঁহার শিষ্যেরা পারান্তরে উপস্থিত হইয়া প্রতীত হইল যে বিস্মৃতিক্রমে রোটিকা আনয়ন করা হয় নাই। যিশু তাহারদিগকে কহিলেন, ফিরুসি ও সিদ্দুকিদের যে তালকী, তদ্বিষয়ে সাবধান। শিষ্যেরা এই বলিয়া পরস্পর বিতর্ক করিতে লাগিল 'আমরা রোটিকা আনয়ন করি নাই বলিয়া কি এমত কহিতেছেন?' যিশু তাহাদের বিতর্ক শুনিয়া কহিলেন, হে শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তিগণ! রোটিকা আনয়ন

* মথি, ১৬ শ অ ৫ ম শ্লোক।

কর নাই, তজ্জন্য বিতর্ক করিতেছ কেন? কি আশ্চর্য্য! আমি তোমারদিগকে রোটিকার কথা না কহিয়া ফিরূসি ও সিদুকিদিগের তালকীর কথা কহিতেছি, ইহাও বুঝ না? তখন তাহারা বুঝিলেক যে তিনি রোটিকার কথা কহেন নাই, কিন্তু ফিরূসি ও সিদুকিদিগের উপদেশের কথা উদ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন।

৪১। যিশু একদা কেশরীয়ফিলিপি তটে উপস্থিত হইয়া, শিষ্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে? তাহারা কহিল, 'কেহ বলে আপনি যোহন নিমজ্জক; কেহ বলে এলিয়, কেহ বা বলে যিরিমিয় বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে এক জন।' তখন তিনি জিজ্ঞাসিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? তাহাতে সিমোন পিতর উত্তর করিলেন, 'আপনি সর্ব্বত্রবিদ্যমান্ পরমেশ্বরের পুত্র খৃষ্ট।' তিনি কহিলেন, যূনসাত্মজ সিমোন! তুমি ধন্য; রক্ত মাংস একথা তোমাকে বলিয়া দায় নাই, পরমপিতাই বলিয়া দিয়াছেন (৭৮)। আমি বলিতেছি, তুমি পিতর (প্রস্তর) ই বট; এবং এই প্রস্তরের উপর আমি স্বীয় সম্প্রদায় স্থাপন করিব; নিরয়ের দ্বারপালেরা তাহার কিছু

(৭৮) অর্থাৎ মানবিক বুদ্ধিতে একথা তোমার মনে উদয় হয় নাই।

অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে ধর্ম্ম-রাজ্যের কুঞ্জিকা প্রদান করিব, এবং তুমি ইহলোকে যাহা বন্ধ করিবে, তাহা পরলোকে বন্ধ হইবে; ও ইহলোকে যাহা মুক্ত করিবে, তাহা পরলোকেও মুক্ত হইবে (৭৯)। তৎপর যিশু বলিলেন, আমি যে খৃষ্ট যিশু, ইহা কাহাকেও বলিও না।

৪২। সেই সময়াবধি যিশু, যিরুশালেমে গিয়া প্রাচীনবর্গ, যাজকগণ, ও অধ্যাপকদের দ্বারা অত্যাচরিত ও নিহত হইবেন, এবং তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিবেন, এই সকল কথা শিষ্যদের নিকট ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পিতর তাঁহার কথা ধরিয়া ভৎর্সনা করিলেন 'প্রভো! ইহা দূরে থাকুক, তোমার পক্ষে ইহা কদাপি ঘটিবে না।' যিশু ফিরিয়া পিতরকে কহিলেন, 'রে পাপ-পুরুষ! দূর হ; তুই আমার প্রতিবাধক স্বরূপ হইতেছিস্; কারণ তুই ঐশ্বরিক কথার মান না রাখিয়া মানবিক কথার মান রাখিতেছিস্ (৮০)।

(৭৯) অর্থাৎ তুমি যাহা নিষিদ্ধ করিবে, তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থা দ্বারা নিষিদ্ধ জানিবে; এবং তুমি যাহা বৈধ করিবে, তাহা পরমেশ্বরের ব্যবস্থাসিদ্ধ জানিবে।

(৮০) পিতরের বাক্য দ্বারা তাঁহার বিষয়াসক্তি প্রকাশ পাইতে ছিল; কারণ তিনি বিবেচনা করিতেছিলেন না যে অকুতোভয়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে অগ্রেই প্রাণপণ করা আবশ্যক; এই জন্য তিনি তিরস্কৃত হইলেন।

৪৩। পরে যিশু শিষ্যদিগকে সম্বোধিয়া কহিলেন, যে আমার অনুবর্ত্তী হইতে চায়, সে ভোগলালসা পরিত্যাগ করুক, এবং ক্লেশস্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ শ হস্তে আমার পশ্চাদ্গামী হউক; কারণ যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থ উৎকণ্ঠিত হইবে, তাহার জীবন নষ্ট হইবে, এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিবে, সে নিত্যজীবন প্রাপ্ত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে নষ্ট করে, তবে তাহার সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়াও লাভ কি? আত্মার বিনিময়ে কি দেওয়া যায়? এক সময়ে নরাত্মজ পরমপিতাপ্রদত্তপ্রভাবে বিভূষিত হইয়া স্বীয়াধীন দেবগণ সঙ্গে আগমন করিবেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি কর্ম্মানুযায়ী ফল বিধান করিবেন। যথার্থ বলিতেছি, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত হইবার পূর্ব্বেই নরাত্মজের স্বীয়রাজ্যে আগমন প্রত্যক্ষ করিবেক।

৪৪*। এক সময়ে যিশুর সমীপে শিষ্যেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘ধর্ম্মরাজ্যে মহত্তম ব্যক্তি কে?’ যিশু একটি শিশুকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার-দের মধ্যে আসীন করিয়া কহিলেন, যথার্থ বলিতেছি, ধর্ম্মোপদেশপ্রভাবে যে ব্যক্তি শিশুদের তুল্য সরল-

---

* মথি ১৮ শ অ।

চিত্ত না হইবে, সে সুখরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; অতএব যে ব্যক্তি আপনাকে এই ক্ষুদ্র শিশুটির তুল্য বিনীত করিবে, সেই সুখরাজ্যে মহত্তম হইবে। যে ব্যক্তি আমার নামে ঈদৃশ একটি ক্ষুদ্র শিশুর সৎকার করে, সে আমার সৎকার করে। কিন্তু অস্মৎপ্রতি শ্রদ্ধাকারী এবম্প্রকার ক্ষুদ্র নিরীহ পদার্থের মধ্যে একটিকেও যে ক্লেশ দায়, তাহার গলদেশে শিলাভারগ্রস্ত হইয়া সমুদ্রগর্ব্ভে নিমগ্ন হওয়া শ্রেয়স্কর।

৪৫। আমার মত স্থাপন পক্ষে বিঘ্নপূর্ণা যে পৃথিবী, তাহাকে ধিক্! বিঘ্ন হওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি বিঘাতী হয়, তাহাকে ধিক্! যদি তোমার হস্ত কিম্বা পদ প্রত্যূহের কারণ হয়, তবে তাহারদিগকে ছেদন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ কর; দুই হস্ত বা দুই পদ সহিত নিত্য নিরয়াগ্নিতে পতিত হইবার অপেক্ষা বিকলাঙ্গ বা খঞ্জ হইয়া কৈবল্যধামে প্রবেশ করা শ্রেয়ঃকল্প। যদি তোমার চক্ষু বিঘ্নের কারণ হয়, তবে তাহাকে উৎখাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর; দুই চক্ষু সহিত নিরয়াগ্নিতে পতিত হইবার অপেক্ষা কাণ হইয়া সুখরাজ্যে প্রবেশ করা উত্তম। সাবধান, যেন এইরূপ ক্ষুদ্র শিশুদের মধ্যে একটিকেও অবজ্ঞা করিও না; কারণ বৈকুণ্ঠে

ইহারদের রক্ষয়িতা দেবতারা পরমপিতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। নষ্ট ধনকে উদ্ধার করণার্থ নরপুত্র আসিয়াছেন। তোমারদের বিবেচনা কি? যদি কাহারও একশত মেষ থাকে, এবং তন্মধ্যে একটি সংঘ হইতে বিপথে যায়, তবে সে ব্যক্তি ঊনশত মেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত মধ্যে গিয়া কি সেই বিপথগামী মেষটিকে অনুসন্ধান করে না? যদি সেইটিকে দেখিতে পায়, যথার্থ বলিতেছি, সে ঊনশত মেষে অধিকারের অপেক্ষা সেই একটি মেষ প্রাপ্তিতে সমধিক আনন্দিত হয়। সেই রূপ ঈদৃশ একটি পদার্থও নষ্ট হয়, পরমপিতার এমত অভিপ্রায় নহে।

৪৬। যদি তোমার ভ্রাতা তোমার প্রতি কোন অপরাধ করে, তবে বিরল স্থানে গিয়া তাহার সেই অপরাধ তাহাকে বিদিত কর; যদি সে তোমার কথা শুনে, তবে তোমার ভ্রাতাকে লাভ করা হইবে; কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক জন লোক সঙ্গে লইয়া যাও, যে তদ্দ্বারা দুই তিন সাক্ষীর মুখে তোমার অভিযোগ স্থাপিত হইতে পারে। যদি তাহারদের কথাও না শুনে, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞাপন কর; কিন্তু যদি সমাজের কথাও অগ্রাহ্য করে, তবে সে তোমার সম্বন্ধে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ স্বরূপ হউক;

যথার্থ বলিতেছি, যাহা পৃথিবীতে বদ্ধ করিবে, তাহা পরলোকেও বদ্ধ হইবে; এবং যাহা এখানে মুক্ত করিবে, তাহা পরলোকেও মুক্ত হইবে (৮১)। অপিচ দুই জনে ঐকমত্য হইয়া যাহা পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহা সম্পন্ন হইবে; কারণ, আমার নামে যেখানে দুই তিন জন একত্রিত হইবে, আমি তন্মধ্যে অধিষ্ঠান করিব।

৪৭। তদনন্তর পিতর তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভো! আমার ভ্রাতা কতবার আমার প্রতি অপরাধ করিলে আমি মার্জনা করিব? সপ্তবার?' যিশু বলিলেন, আমি সপ্তবার বলি না: বরং সপ্ততিগুণ সপ্তবার ক্ষমা কর।

৪৮। অতএব সুখরাজ্যের সহিত কোন রাজার উপমা দেওয়া যায়, যিনি ভৃত্যদের প্রাপ্যাপ্রাপ্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি গণনা আরম্ভ করিলে এক ভৃত্য তাঁহার সমীপে আনীত হইল; সে দশ সহস্র মুদ্রা ঋণ লইয়াছিল। কিন্তু তাহার কিছু মাত্র দিবার ক্ষমতা ছিল না; অতএব তাহার প্রভু তদীয় স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় পূর্ব্বক ধনাদায়

(৮১) যিশু পূর্ব্বে পিতর সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এস্থলে সর্ব্ব শিষ্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেছেন; [৭৯] সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্য ভূমিতলে পতিত হইয়া স্তুতি বিনতি করিয়া কহিল 'প্রভো! কিয়ৎকাল ধৈর্য্য করুন; আমি সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিব।' তাহাতে তাহার প্রভু দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন, ও ঋণ মার্জনা করিলেন। পরে সেই ভৃত্য বহির্গত হইয়া এক সহভৃত্যকে দেখিল; সে শত মুদ্রা ঋণ লইয়াছিল; এই জন্য সে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কহিল 'তোর ঋণ পরিশোধ কর।' সেই সহভৃত্য তাহার পদ তলে পতিত হইয়া সবিনয়ে কহিল 'কিয়ৎকাল ধৈর্য্য কর; আমি সমুদায় ঋণ পরিশোধ দিব।' কিন্তু উত্তমর্ণ তাহা না শুনিয়া অধমর্ণকে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিল। তাহার সহভৃত্যেরা সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া দুঃখিত হইল, এবং সমুদায় ব্যাপার প্রভুর নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল। তখন সেই প্রভু অভিহিত ব্যক্তিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন 'রে দুরাত্মন্! তোর প্রার্থনানুসারে আমি তোর সমুদায় ঋণ মার্জনা করিয়াছি; আমার ন্যায় তোর ও কি সহভৃত্যের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়?' এ প্রকারে তিনি সাতিশয় রোষান্বিত হইয়া যাবৎ সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত দণ্ড ভোগ করিবার নিমিত্ত নিপীড়কদের

হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই রূপ তোমরা প্রত্যেকে স্বীয় ভ্রাতার অপরাধ মার্জনা না করিলে পরমপিতা ও তোমারদের প্রতি তদনুযায়ী ব্যবহার করিবেন।

৪৯*। একদা ফিরুসিরা তাঁহার পরীক্ষার্থ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'প্রত্যেক কারণে কোন ব্যক্তির পত্নী পরিত্যাগ করা কি ব্যবস্থাসিদ্ধ হয়?' তিনি উত্তর করিলেন, তোমরা কি ইহা পাঠ কর নাই যে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্ত্রী পুরুষ সৃজন করিয়া এই বিধান করিয়াছেন যে 'স্ত্রীপুরুষ একশরীর; পুরুষ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়াও স্ত্রীতে আসক্ত হইবে।' অতএব তাহারা স্বতন্ত্র নহে, প্রত্যুত অভিন্নকলেবর। যাহা পরমেশ্বর একত্রিত করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা দ্বিধা করা অবৈধ। তাহারা কহিল, 'তবে মুসা বিয়োগপত্র লিখিয়া দিয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারে এমত আজ্ঞা কেন করিয়াছেন?' তিনি উত্তর করিলেন 'তোমারদের কঠিনহৃদয়তা হেতু মূসা স্ত্রীত্যাগের বিধি দিয়াছিলেন; কিন্তু প্রথমাবধি ঈদৃশ বিধি ছিল না। আমি বলিতেছি, ব্যসন ব্যতীত অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রীকে উদ্বাহ করে, সে ব্যভিচারী হয়; এবং পতিত্যক্তা

* মথি ১৯ শ অ ৩ য় শ্লো।

নারীর পরিণেতাও ব্যভিচার অপরাধে অপরাধী হয়।

৫০। তাঁহার শিষ্যেরা কহিল, 'যদি স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ এবম্প্রকার হয়, তবে উদ্বাহ সংস্কার না হওয়াই শ্রেয়ঃ।' তিনি উত্তর করিলেন, সকলে উপরোক্ত আজ্ঞা প্রতিপালনে সক্ষম নহে; যাহারদিগকে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারাই পারে। মাতৃ গর্ভ হইতে কতক লোক ক্লীব হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; কতক লোকে মনুষ্যকরণক ক্লীব হয়; এবং কেহ বা ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন সঙ্কল্পে স্বতঃ ক্লীবত্ব স্বীকার করে। যে ব্যক্তি বিবাহ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে, সে নিবৃত্ত থাকুক।

৫১। তদনন্তর তিনি হস্তার্পণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবেন, এই উদ্দেশে কতকগুলীন শিশু আনীত হইল; কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা আনয়নকারীদের প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ করাতে তিনি কহিলেন, ক্ষুদ্র বালক-দিগকে অস্মৎ সমীপে আসিতে দাও, নিষেধ করিও না; সুখরাজ্যে ঈদৃশ ব্যক্তিরাই বাস করে। এই বলিয়া তাহারদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলেন, ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

৫২। কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল 'হে মঙ্গলালয় প্রভো! নিত্য জীবন লাভার্থে

কোন্ সৎকর্ম্ম আমার অনুষ্ঠেয়?' তিনি কহিলেন, আমাকে মঙ্গলালয় কেন বল? এক পদার্থ ব্যতীত অপর কেহ মঙ্গলালয় নহে: তিনি পরমেশ্বর। যদি নিত্যজীবন লাভার্থ বাসনা থাকে, তবে পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন কর। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল 'কোন্ আজ্ঞা?' যিশু কহিলেন, 'নরহত্যা করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, পরের দ্রব্য অপহরণ করিবে না, কূট সাক্ষ্য দিবে না; পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে, এবং প্রতিবেশীকে আত্মতুল্য প্রীতি করিবে।' যুবা কহিল 'আমি অল্পবয়স্ অবধি এই সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি; আমার আর ক্রটি কি?' যিশু কহিলেন, যদি পূর্ণ হইবার অভিলাষ রাখ, তবে তোমার বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক দরিদ্রদিগকে ধন বিতরণ কর, পরলোকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য পাইবে; এবং আমার অনুগামী হও। এই বাক্য শুনিয়া যুবা ব্যক্তি বিমর্ষ হইয়া প্রস্থান করিল; কারণ তাহার বিস্তর বিষয়সম্পত্তি ছিল।

৫৩। যিশু শিষ্যদিগকে বলিলেন, যথার্থ বলিতেছি, ধনীব্যক্তির পক্ষে সুখরাজ্যে প্রবেশ সাতিশয় দুরূহ কর্ম্ম; সূচিকার ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন করা যাদৃশ কার্য্য, ধনীব্যক্তির সুখরাজ্য প্রবেশ তদপেক্ষা কঠিনতর। শিষ্যেরা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইল,

এবং কহিল 'তবে কোন্ ব্যক্তি পরিত্রাত হইবে?' যিশু তাহারদের ভাব দেখিয়া কহিলেন, মনুষ্যের পক্ষে ইহা অসম্ভাব্য বটে; কিন্তু পরমেশ্বরের পক্ষে নয় (৮২)।

৫৪। তৎপর পিতর তাঁহাকে কহিলেন 'দেখুন, আমরা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনুগামী হইয়াছি, আমারদের কি হইবে? যিশু উত্তর করিলেন, যথার্থ বলিতেছি, দ্বিজনন কালে (৮৩) যখন নরাত্মজ ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন আমার পশ্চাদ্গামী যে তোমরা, তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের কার্য্যাকার্য্য বিচার করিবে (৮৪)। যে কেহ আমার নিমিত্ত গৃহ, কিম্বা ভ্রাতা, বা ভগিনী, বা পিতা, বা মাতা, অথবা স্ত্রী, কিম্বা পুত্র, বা ভূমি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, সে শতগুণ প্রাপ্ত হইবে, ও নিত্যজীবনে তাহার অবশ্যম্ভাবি অধিকার

---

(৮২) অর্থাৎ পরমেশ্বর ধনীব্যক্তির মনকেও ধর্ম্মপথে ফিরাইতে পারেন।

(৮৩) মনুষ্য একবার মাতৃগর্ভে জন্মে, এবং জ্ঞান সংস্কার হইলে দ্বিতীয়বার জাত হয়, ।' সংস্কারৈর্ দ্বিজ উচ্যতে।' এতদনুযায়ী যিশু বলিতেছেন যে যৎকালে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক আপনারদের পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্ম-দ্বারা সংস্কৃত হইবে।

(৮৪) অর্থাৎ তোমরাও আমার তুল্য মান্য হইবে।

রহিয়াছে। কিন্তু অনেক প্রথমাহূত ব্যক্তি নিকৃষ্ট পদ পাইবে, এবং শেষাহূতদিগের মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইবেন।

৫৫*। ধর্ম্মরাজ্য কোন গৃহস্থের সদৃশ, যিনি স্বীয় দ্রাক্ষা ক্ষেত্র কর্ষণার্থ শ্রমীর অন্বেষণে প্রাতে বহির্গত হইলেন। শ্রমীদের সহিত দৈনিক চারি পণ বেতন নির্দ্ধারিত হইলে তাহারদিগকে ক্ষেত্রে প্রস্থাপন করিলেন। পুনর্ব্বার এক প্রহর বেলায় বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে কতকগুলীন অবিনিযুক্ত লোক বিপণি স্থানে দণ্ডায়মান্ আছে; অতএব তাহারদিগকে কহিলেন 'অহে! তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়া শ্রম কর, উচিত বেতন প্রাপ্ত হইবে।' তাহারা তদনুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। গৃহস্থ পুনর্ব্বার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের সময় বহির্গত হইয়া পূর্ব্ব রূপ লোক নিযুক্ত করিলেন। পরে যখন দিবা এক হোরা মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া দেখিলেন কতকগুলীন লোক অবিনিযুক্ত রূপে দণ্ডায়মান্ আছে; অতএব তাহারদিগকে কহিলেন 'অহে লোক সকল! তোমরা নিকর্ম্ম হইয়া কেন দণ্ডায়মান্ আছ?' তাহারা উত্তর করিল 'কেহই আমারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে

* মথি ২০ অধ্য।

নাই।' তিনি কহিলেন 'তোমরা আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়া কর্ম্ম কর; উপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত হইবে।' দিবাকর অস্তগত হইলে ক্ষেত্রাধিপতি স্বীয় কর্ম্মচারীকে আহ্বান পুরঃসর কহিলেন 'শ্রমীদিগকে আহ্বান কর, এবং শেষাহূত শ্রমী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারদিগকে বেতন দাও।' এতদনুসারে যাহারা শেষ বেলায় আহূত হইয়াছিল, তাহারা প্রত্যেকে চারিপণ বেতন প্রাপ্ত হইল। ইহাতে প্রথমাহূতেরা বিবেচনা করিল তাহারা সমধিক বেতন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তাহারা প্রত্যেকে চারিপণের অধিক প্রাপ্ত হইল না। ইহাতে বিতণ্ডা করিয়া তাহারা সেই ভদ্র গৃহস্থকে কহিল 'মহাশয়! উহারা এক ঘণ্টা মাত্র শ্রম করিয়াছে; আর আমরা সমস্ত দিন রৌদ্রে ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; তথাপি আপনি উভয় দলকে তুল্য করিলেন?' গৃহস্বামী তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে সম্বোধিয়া কহিলেন 'ভাই! আমি তোমার কিছু ক্ষতি করিতেছি না; দৈনিক চারিপণ [illegible] তুমি কি স্বীকৃত হও নাই? যাহা [illegible] তাহা গ্রহণ করিয়া চলিয়া [illegible] যেমত, শেষা[illegible] [illegible] [illegible] তোমার নেত্রে

কষ্ট জন্মিতেছে?’ এই রূপে শেষাহূতেরা প্রথমাহূত ব্যক্তিদের তুল্য এবং প্রথমাহূতেরাও শেষাহূত ব্যক্তিদের তুল্য হইবে। অনেক লোক আহূত হইয়াও অল্পলোক মনোনীত হইবে।

৫৬। একদা সিবদিয়ের পত্নী স্বীয় তনয়গণ সঙ্গে তাঁহার সমীপে আসিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। তিনি কহিলেন, তোমার কি অভিলাষ? সে উত্তর করিল ‘প্রভো! এই ভিক্ষা দাও যে তুমি যখন স্বীয় রাজ্যে সিংহাসনারূঢ় হইবে, তখন আমার এই তনয়দ্বয়ের এক জন যেন তোমার দক্ষিণে ও অপর তোমার বামভাগে বসিতে পায়।’ কিন্তু যিশু কহিলেন, তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অবগত নও। আমি যে সলিলে স্নান করিয়াছি, সে সলিলে কি তোমরা স্নান করিতে পারিবে?—আমি যে পাত্রে পান করিব, তোমরা কি সেই পাত্রে পান করিতে সক্ষম হইবে? তাহারা উত্তর করিল ‘হাঁ, আমরা সক্ষম হইব।’ ইহাতে যিশু [illegible] তোমরা আমার সলিলে স্নান ও আমার [illegible]পাত্রে পা[illegible] পার বটে; কিন্তু আমার বাম ও দক্ষিণ ভাগে উপবেশনের [illegible] অধিকার, তাহা আমার প্রদেয় নহে; প্রত্যুত, [illegible] যাহাদিগকে প্রদান করিবেন, তাহারাই [illegible] হইবে।

৫৭। অপর দশ শিষ্যেরা উভয় ভ্রাতার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া রোষপরবশ হইলেন। কিন্তু যিশু তাঁহারদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন, তোমরা ইহা অবগত আছ যে ম্লেচ্ছদের মধ্যে রাজারা সাধারণলোকের উপর রাজত্ব বিস্তার করে, ও মহৎ-প্রসিদ্ধ লোকেরাও তাহারদের উপর প্রভুত্ব করে। কিন্তু তোমারদের মধ্যে এ নিয়ম থাকিবে না; যে তোমারদের মধ্যে মহত্তম হইতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হউক; যে তোমারদের মধ্যে প্রধানতম হইতে চায়, সে তোমারদের সেবক হউক (৮৫); দেখ, নরপুত্র পরিসেবিত হইবার নিমিত্ত আসেন নাই; প্রত্যুত সেবা করিবার নিমিত্ত ও বহুলোকের হিতকল্পে প্রাণ সমর্পণ নিমিত্ত আসিয়াছেন।

৫৮*। তিনি যৎকালে দেবায়তনে প্রবেশ পূর্ব্বক উপদেশ দিতেছিলেন, তখন প্রধান ঋত্বিক্ ও প্রাচীন বর্গ আসিয়া কহিল 'কোন্ ক্ষমতায় তুমি এই রূপ ব্যবহার করিতেছ? কোন্ ব্যক্তিই বা তোমাকে ক্ষমতা দিলেক?' যিশু উত্তর করিলেন, আমিও একটি কথা তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি

(৮৫) যিনি পৃথিবীর উপকারে জীবন সমর্পণ করেন, তিনিই মহদ্ব্যক্তি; ধন বা পদ দ্বারা যথার্থ মহত্ত্ব হয় না।

* মথি ২১ শ অ ২৩ শ শ্লো।

তাহার উত্তর দাও, তবে আমি কাহার প্রদত্ত ক্ষমতায় এই সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা বলিব। যোহন্ কোথা হইতে ক্ষমতা পাইয়া লোকদিগকে স্নান করাইতেছিলেন? ঈশ্বর হইতে, কি মনুষ্য হইতে? এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আপনারদের মধ্যে পরস্পর বিতর্ক করিতে লাগিল 'আমরা যদি ঈশ্বর হইতে বলি, তবে ও কহিবে "তবে কি জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা না করিলে?" আর যদি মনুষ্য হইতে বলি, তবে সাধারণলোক দ্বারা আমারদের অনিষ্ট হইতে পারে; কারণ সকলেই যোহন্‌কে ঋষিদের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে।' এই রূপ বিচার করিয়া তাহারা কহিল 'আমরা বলিতে পারিব না।' যিশু উত্তর করিলেন, তবে আমিও বলিব না কাহার প্রদত্ত ক্ষমতায় এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।

৫৯। কিন্তু তোমরা কি বিবেচনা কর? এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; সে জ্যেষ্ঠের নিকটে আসিয়া কহিল 'পুত্র! অদ্য দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়া কর্ম্ম কর।' পুত্র কহিল 'আমি যাইব না;' কিন্তু পশ্চাৎ অনুতাপ করিয়া ক্ষেত্রে গমন করিল। গৃহস্থ দ্বিতীয় পুত্রের নিকট আসিয়া সেই রূপ কহিবাতে সে কহিল 'আর্য্য! যাইতেছি।' কিন্তু গেল না। উভ-

য়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পিতার আজ্ঞা পালন করিল? তাহারা উত্তর করিল 'জ্যেষ্ঠ পুত্র।' যিশু বলিলেন, যথার্থ বলিতেছি, ব্যসনাসক্ত লোক, ও বারবনিতারাও তোমারদের অগ্রে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিবে। যেহেতু যোহন্ সদ্বর্ত্ম দিয়া তোমারদের নিকট আগমন করেন, তোমরা তাঁহাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিলে না; কিন্তু ব্যসনাসক্ত ও বারাঙ্গণাগণ তাঁহাতে শ্রদ্ধা নিহিত করিল; তোমরা ইহা দেখিয়াও না অনুতাপ করিলে, না তাঁহাতে শ্রদ্ধাই করিলে।

৬০। আর এক উপমাবাক্য শ্রবণ কর। (৮৬) কোন এক গৃহস্থ এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র কর্ষণ করিলেন, ও তাহার চতুর্দ্দিকে আবেষ্টক দিয়া এবং এক মদ্যযন্ত্রশালা ও এক প্রহরিকমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া কৃষকদের প্রতি সেই ক্ষেত্রের ভারার্পণ করিলেন; নিজে কোন বিদূর দেশে গমন করিলেন। ফলাহরণের সময় উপস্থিত হইলে তিনি ফল গ্রহণার্থ কতিপয় ভৃত্যকে কৃষকদের নিকট প্রেষণ করিলেন। কৃষকেরা ভৃত্যদের মধ্যে কাহাকেও যষ্টি প্রহার; কাহাকে হনন, এবং কাহাকেও বা প্রস্তর দ্বারা

(৮৬) এই উপমাবাক্যে গৃহস্থের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর, কৃষীবলের প্রতিপাদ্য যিহূদীলোক, ভৃত্যের প্রতিপাদ্য ধর্ম্মোপদেষ্টা ঋষিগণ, পুত্রের প্রতিপাদ্য যিশুখৃষ্ট।

আঘাত করিল। পরে গৃহস্বামী পূর্ব্বাপেক্ষা বহুতর ভৃত্য প্রেরণ করিলেন; কৃষকেরা তাহাদের প্রতিও পূর্ব্বরূপ ব্যবহার করিল। সর্ব্বশেষ তিনি এই বলিয়া স্বীয় আত্মজকে প্রেরণ করিলেন যে 'তাহারা আমার পুত্রকে অবশ্য সমাদর করিবে।' কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিল 'এইত বিষয়ের উত্তরাধিকারী; ইহাকে বধ পূর্ব্বক ইহার বিষয়কে অধিকার করা যাউক।' ঈদৃশ মত স্থির করিয়া তাহারা তাহাকে ধৃত করিল, এবং ক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া নিহত করিল। যখন সেই দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের অধিকারী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন কৃষকদের প্রতি কীদৃশ ব্যবহার করিবেন? শ্রোতৃবর্গ উত্তর করিল 'তিনি সেই দুরাত্মাদিগকে বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া বিনষ্ট করিবেন; এবং সময়ে সময়ে ফল প্রেরণ করিতে পারে, এমত কৃষকদিগকে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত করিবেন। যিশু বলিলেন, তোমরা কি শাস্ত্রে পাঠ কর নাই যে 'যে প্রস্তর খণ্ড স্থপতিরা অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহাই চূড়ার বিভূষণ স্বরূপ হইয়াছে; ইহা পরমেশ্বরের ক্রিয়া, এবং অস্মদাদির দৃষ্টিতে অতি বিচিত্র।'? অতএব বলিতেছি; সুখরাজ্য তোমাদের হস্ত হইতে গৃহীত হইয়া এমত কোন জাতির হস্তে প্রদত্ত হইবে, যাহারা ফল প্রেরণে

সমর্থ। যে ব্যক্তির পাদে এই প্রস্তরের উচট লাগিবে, সে আহত হইবে; এবং যে ব্যক্তির উপরে এই প্রস্তর পড়িবে, সে চূর্ণীকৃত হইবে (৮৭)।

৬১*। ধর্ম্মরাজ্য (৮৮) কোন নরাধিপের সদৃশ, যিনি স্বীয় তনয়ের উদ্বাহ সংস্কারের উদ্যোগ করিলেন; এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত ভৃত্যাদিগকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু নিমন্ত্রিতেরা আসিলেক না। পুনর্ব্বার তিনি আর আর ভৃত্যকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে 'নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে গিয়া বল যে আমি ভোজ্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছি; মাংসল পশু সকল নিহত হইয়াছে; সকল দ্রব্যই প্রস্তুত; অতএব আপনারা অধিষ্ঠান করুন।' কিন্তু নিমন্ত্রিতেরা ইহা অগ্রাহ্য করিল, এবং কেহ ক্ষেত্রে, কেহ বা বাণিজ্যে, এই

---

(৮৭) এস্থলে বিশু যিহুদীদের অপরাধ ও দণ্ডের বিশেষ করিতেছেন; যে ব্যক্তি এই চূড়া প্রস্তরে স্খলিত হয়, অর্থাৎ আমাতে বিরক্ত হয়, সে আত্ম-অনিষ্টোৎপাদন করিবে; এবং যাহার উপরে এই প্রস্তর পড়িবে, অর্থাৎ যে আমার নিপীড়ন করিবে, তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইবে।—Livermore.

(৮৮) 'ধর্ম্মরাজ্য কোন নরাধিপের সদৃশ' ইহা স্পষ্টতঃই অশুদ্ধ ভাষা; কিন্তু মূলে এই রূপই আছে। যাহাহউক, ইহার তাৎপর্য্য: ধর্ম্মপ্রচারের ব্যাপার বক্ষ্যমাণ ব্যাপারের তুল্য।

*মথি ২২শ অ ২ য় শ্লো।

রূপে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে গমন করিল; অবশিষ্টেরা ভৃত্যদিগকে যন্ত্রণা দিয়া বিনষ্ট করিল। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধপরতন্ত্র হইলেন; এবং সেনানী প্রেরণ পূর্ব্বক সেই ঘাতকদিগকে বিধ্বংস করিলেন, এবং তাহাদের নগরকে দগ্ধীভূত করিলেন। পরে দাসবর্গকে কহিলেন 'বিবাহ ব্যপার প্রস্তুত; নিমন্ত্রিতেরা উপযুক্ত পাত্র নহে। অতএব রাজবর্ত্মে গিয়া যত লোক দেখিবে, সকলকে বিবাহে আহ্বান কর।' এতদনুসারে দাসেরা রাজপথে গিয়া উত্তমাধম সর্ব্ববিধ লোককে আহ্বান করিল; ইহাতে বিবাহ সভা আগন্তু দ্বারা পূর্ণা হইল। পরে নৃপতি যৎকালে আগন্তু দর্শনে সমাগত হইলেন, তখন উদ্বাহবসন পরিধান করে নাই, এমত এক ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। রাজা তাহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন 'বন্ধো! উদ্বাহবসন ধারণ না করিয়া কি রূপে এই সভায় আইলে?' সে ব্যক্তি নিরুত্তর রহিল। তখন রাজা ভৃত্যবৃন্দকে আদেশ করিলেন 'হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ইহাকে বহিঃস্থ অন্ধকারে নিক্ষেপ কর; যথায় রোদন এবং দশনঘর্ষণধ্বনি শ্রুত হয় (৮৭)। এই রূপে অনেকে আহূত, কিন্তু অল্প লোক মনোনীত হয়।

(৮৭) তাৎপর্য্য—পরমেশ্বর সুখধামে আনন্দ প্রদান

৬২। এক সময়ে ফিরুসিরা কিরূপে তাঁহার বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবে, এই বিষয়ের পরামর্শ স্থির করিয়া হিরোদের (৮৯*) লোক সঙ্গে স্বীয় শিষ্যদিগকে তৎসমীপে প্রেরণ করিল। তাহারা গিয়া কহিল 'প্রভো! আমরা ইহা জানি যে আপনি সত্যাবতার স্বরূপ, এবং সত্য রূপেই ঈশ্বর বিষয়ে লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন; আপনি মনুষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, কারণ মনুষ্যতে আপনার ভয়মাত্র নাই। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন এ বিষয়ে আপনার কি অভিপ্রায়—কেসরীকে কর প্রদান ব্যবস্থা সিদ্ধ কি না?' যিশু এককালে তাহাদের ধূর্ত্ততায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, হে ধূর্ত্ত সকল! আমার পরীক্ষায় কেন প্রবৃত্ত হইয়াছ? কর প্রদানের একটি মুদ্রা আমাকে দেখাও। তাহারা একটি মুদ্রা আনয়ন করিল। তিনি কহিলেন, ইহাতে কাহার

মানসে যিহূদীদিগকে আহ্বানার্থ ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকে প্রেরণ করিলেন। যিহূদা দেশের সাধারণলোকে ধর্ম্মোপদেষ্টাদের বাক্যে কর্ণপাত করিল না; এবং ফিরুসি প্রভৃতিরা তাঁহারদিগকে হনন করিল; পরে পরমেশ্বর ফিরুসি অধ্যাপকদিগকে নষ্ট করিয়া সর্ব্বদেশীয় মনুষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ দানার্থ লোক নিযুক্ত করিলেন। যাহারা উপদিষ্ট হইল, তন্মধ্যে কেহ বা সর্ব্বতোভাবে উপদেশ অনুযায়ী আচরণ করিলেক না; সেই ব্যক্তি নিরয়পতিত হইল।

(৮৯*) রোমকদেশীয় কেশরী অর্থাৎ সম্রাটের প্রতিনিধি।

মূর্ত্তি ও নাম অঙ্কিত আছে? তাহারা কহিল 'কেসরীর।' তিনি কহিলেন, তবে কেসরীর যে বিষয়, তাহা কেসরীকে দাও; কিন্তু পরমেশ্বরের যে বিষয়, তাহা তাঁহাকে দিতে ভুলিও না (৯০)। তাহারা এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

৬৩। সেই দিবসেই অপরত্রবাদী সিদূকিরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'স্বামিন্! মূসা বলেন যে 'যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান হইয়া কাল, গ্রাসে পতিত হয়, তবে তাহার ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া ফলোৎপাদন করিবে।' অধুনা, আমারদের মধ্যে সাত ভ্রাতা ছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিবাহ করিয়া মৃত হইল; এবং সন্তান না থাকাতে তৎপত্নী দ্বিতীয়ের অধিকারে পড়িল; পরে দ্বিতীয়াবধি সপ্তম ভ্রাতা তদ্রূপ সেই যোষার পাণি গ্রহণ করিয়া মৃত হইল। সর্ব্বশেষ সেই রমণীও মৃত্যু সহ সাক্ষাৎকার করিল। পরলোকে সে বনিতা কাহার সহধর্ম্মিণী হইবে? সকলেই তাহার পাণিপীড়ন করিয়াছে।' যিশু উত্তর করিলেন, তোমরা ভ্রান্ত

(৯০) অর্থাৎ পৃথিবীর রাজকীয় ব্যবস্থা, এবং পরমেশ্বরের ব্যবস্থা উভয়েকেই মান্য কর।

বুদ্ধি, শাস্ত্রও জান না, এবং পরমেশ্বরের ক্ষমতাও জান না। কারণ, পরলোকে বিবাহ করিবার বা বিবাহ দিবার রীতি নাই; তত্রত্য লোকেরা অমরগণের তুল্য। মৃত ব্যক্তিদের পরত্রজীবনের বিষয়ে তোমরা কি পরমেশ্বরের এই বাক্য পাঠ কর নাই যে 'আমি অব্রাহমের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর, এবং যাকূবেরও ঈশ্বর (৯০*)।' পরমেশ্বর মৃত লোকের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতবানেরই ঈশ্বর। লোকেরা এই বাক্য শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল।

৬৪। কিন্তু, সিদূকিরা নিরুত্তর হইয়াছে, ইহা ফিরুসিরা শুনিয়া একত্রিত হইল; এবং তন্মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী এক জন পরীক্ষার্থ যিশুকে প্রশ্ন করিল 'স্বামিন্! ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠতম?' যিশু কহিলেন 'তোমার অধিপতি পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে, একমনে, একাগ্রচিত্তে প্রীতি করিবে।' ইহা প্রথম ও মহত্তম আজ্ঞা। দ্বিতীয়াজ্ঞা ইহারই সদৃশ: 'তোমার প্রতিবেশীর প্রতি আত্মতুল্য প্রীতি করিবে।' সমস্ত শাস্ত্র এই আজ্ঞাদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

৬৫। ফিরুসিদিগকে একত্রিত দেখিয়া যিশু

(৯০*) অব্রাহম, ইস্হাক, এবং যাকূব, ইঁহারা যিহূদা দেশের প্রাচীন মহাত্মাগণ।

জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা খৃষ্টের বিষয় কি বিবেচনা কর? তিনি কাহার পুত্র? তাহারা উত্তর করিল 'দাউদের (৯১)।' তিনি কহিলেন, তবে কি রূপে দাউদ মনে মনে এই রূপে তাঁহাকে প্রভু বলিয়াছিলেন, যথা 'পরমেশ্বর আমার প্রভুকে বলেন "যাবৎ তোমার শত্রুদিগকে তোমার পাদপীঠিকা স্বরূপ না করিতেছি, তাবৎ আমার দক্ষিণ ভাগে উপবেশন কর।"?' দাউদ যদি তাঁহাকে প্রভু বলিলেন, তবে তিনি কি রূপে তাঁহার পুত্র? এই প্রশ্নে কেহই বাক্‌স্ফূর্ত্তি করিতে সমর্থ হইল না; এবং তদবধি আর কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে সাহস করে নাই।

৬৬*। তদনন্তর যিশু সাধারণলোকদিগকে ও শিষ্যদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র বেত্তা ও ফিরুসিরা মূসার আসনে উপবেশন করেন; অতএব তাঁহারা তোমারদিগকে যাহার অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা দেন, তাহা যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান কর; কিন্তু তাঁহারদের ব্যবহার অনুযায়ী ব্যবহার করিও না; কারণ তাঁহারা মুখে বলেন, কার্য্যে করেন না। তাঁহারা অসহনীয় ক্লেশকর ভার সকল লোকের

(৯১) অর্থাৎ দাউদ রাজার বংশীয়

* মথি, ২৩ শ অ ১ম শ্লো।

স্কন্ধে অর্পণ করেন, কিন্তু সে সকলকে আপনারা অঙ্গুলি দ্বারাও স্পর্শ করেন না। তাঁহারা যে কোন্ ক্রিয়া করেন, তাহা কেবল লোকপ্রদর্শনার্থ। তাঁহারা প্রসারিত নামাবলী ধারণ করেন, এবং বস্ত্রের শোভনরজ্জুসকলকে দীর্ঘ করেন (৯২); তাঁহারা ভোজনকালে উচ্চস্থল এবং সমাজমধ্যে প্রধান আসন গ্রহণ করেন; বিপণিস্থানে লোকে তাঁহারদিগকে প্রণতি পূর্ব্বক 'স্বামিন্!' বলিয়া সম্বোধন করে, ইহা তাঁহারদের একান্ত অভিলাষ। কিন্তু হে সৌম্যগণ! তোমরা স্বামি বলিয়া সম্বোধিত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইও না; খৃষ্টই কেবল তোমাদের একমাত্র স্বামী; তোমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকে পিতা বলিও না; কারণ সেই এক পরমপিতাই তোমাদের জনক। প্রভু বলিয়া উক্ত হইতেও অভিলাষ রাখিও না; কারণ খৃষ্টই তোমাদের একমাত্র প্রভু। যে কেহ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সকলের সেবক হউন। যে আপনাকে উচ্চ করিবে,

(৯২) যিহূদীরা অন্যান্য জাতি হইতে আপনারদিগকে বিশেষ করিবার নিমিত্ত পরিধেয় বস্ত্রে সূত্রগুৎস অর্থাৎ 'থোব্না' দিত; এবং ফিরুসিরা আপনারদিগকে অধিকতর ধার্ম্মিক বলিয়া জানাইবার জন্য সেই সকল সূত্রগুৎসকে দীর্ঘতর করিত।

সে নীচত্ব প্রাপ্ত হইবে; এবং যে কেহ আপনাকে বিনীত করিবেন, তিনি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবেন।

৬৭। হে ভণ্ডতাপস অধ্যাপক ও ফিরূসিসকল' তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা ধর্ম্মরাজ্য লোক সমক্ষে আবদ্ধ রাখিতেছ; তাহাতে তোমরা আপনারা প্রবেশ কর না, এবং অপর লোককেও প্রবিষ্ট হইতে দাও না। হে ভণ্ডতাপস অধ্যাপক ও ফিরূসি সকল! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা বিধবাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস কর, এবং ছল পূর্ব্বক দীর্ঘ স্তোত্র সকল পাঠ করিয়া থাক; পরত্রে তোমরা গুরুতর ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে। হে ভণ্ডতাপস অধ্যাপক ও ফিরূসি সকল! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা একটি লোককে আপনারদের পথে আনয়নার্থ পৃথিবী সমুদ্র উল্লংঘন কর; কিন্তু তোমারদের পথে আসিলে আপনারদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া থাক। হে অজ্ঞানান্ধ পথ প্রদর্শকগণ! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা বল যে মন্দির দ্বারা শপথ করা কিছুই নয়; কিন্তু মন্দিরস্থ কাঞ্চন দ্বারা যে শপথ, তাহাই সিদ্ধ। হে অন্ধ বিবেচনাশূন্য মনুষ্যগণ! স্বর্ণ মহত্তর, কি স্বর্ণের পবিত্রকারী মন্দির মহত্তর? তোমরা আরও বল যে বেদী দ্বারা শপথ করা সিদ্ধ নয়, কিন্তু বেদীর উপরিস্থ নৈবেদ্যের দ্বারা শপথই সিদ্ধ। হে

জ্ঞানশূন্য অন্ধলোকগণ! নৈবেদ্য মহত্তর, কি নৈবেদ্যের পবিত্রকারী বেদী মহত্তর? যে কেহ বেদীর দ্বারা শপথ করে, তাহার বেদীর দ্বারা ও বেদীর উপরিস্থ দ্রব্যাদির দ্বারা শপথ সিদ্ধ হয়। যে কেহ মন্দিরের দ্বারা শপথ করে, তাহার মন্দিরের দ্বারা এবং যিনি মন্দিরে বিরাজমান্ তাঁহার দ্বারা শপথ করা সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠের দ্বারা শপথ করে, তাহার পরমেশ্বরের সিংহাসন দ্বারা এবং স্বয়ং পরমেশ্বরের দ্বারা শপথ করা সিদ্ধ হয়।

৬৮। হে ভণ্ডতাপস অধ্যাপক ও ফিরূসিসকল! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা শাস্ত্রানুযায়ী পোদিনা, মধুরিকা এবং জীরকের দশমাংশ উৎসর্জন করিয়া থাক; কিন্তু ন্যায়, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত প্রধানতর ধর্ম্মসকলকে বর্জন করিয়াছ। এক প্রকার আজ্ঞাকে পালন করিয়া অপর প্রকার আজ্ঞাকে অপালিত না রাখা তোমারদের কর্ত্তব্য হইত। হে অন্ধ পথপ্রদর্শক সকল! তোমরা মশককে নিঃসারণ করিয়া ফেল, কিন্তু অনায়াসে উষ্ট্রকে গ্রাস কর (৯৩)। হে ভণ্ডতাপস অধ্যাপক ও ফিরূসিগণ! তোমরা পান ও ভোজনপাত্রের

(৯৩) অর্থাৎ যাহা দোষই নহে, তাহাকেই তোমারা দোষ বল; অথচ আপনারা যথার্থ দুষ্যকার্য্য করিয়া থাক।

বহির্দ্দেশকে মার্জিত কর, কিন্তু অন্তর্ভাগ ব্যসন ও অত্যাচার দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। হে দৃষ্টিহীন ফিরুসি! অগ্রে পানপাত্র ও ভোজনপাত্রের অন্তর্দ্দেশকে মার্জিত কর, পরে বহির্ভাগকে পরিষ্কার করিও। হে ভণ্ডতাপস অধ্যাপক ও ফিরুসিগণ! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা শ্বেতচূর্ণলেপিত সমাধিমন্দির সদৃশ, যাহা বাহিরে সুদৃশ্য, কিন্তু অন্তরে শবাস্থি এবং অশুদ্ধ পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। তোমরা তদ্রূপ মনুষ্য সমক্ষে ধার্ম্মিক বলিয়া ব্যপদেশ কর, কিন্তু অন্তরে কাপট্য ও পাপে পূর্ণ রহিয়াছ। হে ভণ্ডতাপস অধ্যাপক ও ফিরুসিগণ! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা ঋষি ও পুণ্যবান্ লোকদের সমাধিস্থান প্রস্তুত করিয়া বলিয়া থাক 'যদি আমরা পূর্ব্ব পুরুষদের সময়ে জীবিত থাকিতাম, তবে আর মহাত্মাদের বধজন্য পাপে লিপ্ত হইতাম না।' তোমরা আপনারদেরই সাক্ষী হও যে তোমরা সেই মহাত্মাবিনাশকারীদিগেরই বংশজ। পিতৃকৃত পাপের পরিমাণকে তোমরা পূর্ণ কর। হে সর্পগণ! হে খলবংশজ লোকসকল! নিরয় হইতে তোমরা কি রূপে ত্রাণ পাইবে?

৬৯। আমি তোমারদের নিকট ঋষি, অধ্যাপক, ও জ্ঞানসম্পন্ন লোক সকলকে পাঠাইব; কিন্তু তো-

মরা তন্মধ্যে কতক লোককে নিহত করিবে; কোন কোন ব্যক্তিকে সমাজমধ্যে প্রহার করিবে; এবং কতক লোককে বা এক নগর হইতে অপর নগরে অত্যাচার পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিবে; তদ্দ্বারা ধর্ম্মাত্মা হাবিল্ অবধি বেরিখিয়ের পুত্র সিখরিয়, যাঁহাকে মন্দির ও যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থলে নিপাত করিয়াছিলে, তাঁহার রক্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মাত্মার শোণিত তোমারদের উপরি বর্ষিত হইবে (৯৪)। যথার্থ বলিতেছি, বর্ত্তমান্ লোকদের উপরেই এই সকল ঘটনা ঘটিবে। যিরূশালেম! (৯৫) যিরূশালেম! তুমি পুণ্যাত্মাদিগকে বধ কর, এবং তোমার নিকট যাঁহারা প্রেরিত হন, তাঁহারদের প্রতি উপল নিক্ষেপ করিয়া থাক। কুক্কুটী যেমন স্বীয় শাবকদিগকে পক্ষমধ্যে একত্রিত করে, কতবার আমি তোমার পুত্রদিগকে তদ্রূপ সমবেত করিতে যত্ন করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর নাই। তোমার জনপ্রাণিশূন্য আলয় সকলকে দেখ! আমি বলিতেছি, যাবৎ তোমরা 'পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যিনি

---

(৯৪) অর্থাৎ নির্দ্দোষ অবিরোধী লোকদিগের যে প্রাণঘাত করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

(৯৫) যিহূদীদিগের প্রধান নগরী; তত্রত্য লোকদিগকে যিশু সম্বোধন করিতেছেন।

আসেন, তিনি ধন্য' একথা না বল, তাবৎ আর তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবে না (৯৬)

৭০*। সতর্ক থাক; কারণ ইহা তোমরা অবগত নহ যে কোন্ সময়ে অধিস্বামী সমাগত হইবেন। ইহা জান যে গৃহস্থ যদি জানিতে পারে কোন্ সময়ে তস্কর আসিবে, তবে সে সতর্ক থাকে, এবং গৃহে ও সন্ধি খনন করিতে দায় না। অতএব প্রস্তুত থাক, কারণ যে সময়ে নরপুত্র আসিবেন, তাহা তোমারদের বিবেচনার অগম্য। তদ্ব্যতীত আর বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান্ ভৃত্য কে, যাহাকে তাহার প্রভু স্বীয় আলয়ের পরিজনবর্গের ভোজ্যাদি প্রদান জন্য গৃহাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিয়া যান? ধন্য সেই ভৃত্য, যদি তাহার প্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে আদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত দেখেন। যথার্থ বলিতেছি, গৃহস্বামী সেই ভৃত্যকে সর্ব্ববিষয়ের অধ্যক্ষ করিবেন। কিন্তু যে 'প্রভু আসিতে বিলম্ব করিতেছেন' ইহা ভাবিয়া সহভৃত্যদিগকে প্রহার করে ও মদ্যপায়ীদের সহিত পান ভোজন করে, সে কি অধম ভৃত্য! সেই ভৃত্য যে দিন এবং ক্ষণ না জানিতে পারিতেছে,

(৯৬) অর্থাৎ যাবৎ অনুতাপ না করিতেছ, তাবৎ সত্যধর্ম্মসুখ প্রাপ্ত হইবে না।

* মথি ২৪ শ অ ৪২ শ শ্লো।

এমত এক দিবস ও ক্ষণে তাহার প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইবেন, এবং তাহাকে হনন করিবেন, ও প্রতারকদের মধ্যে গণ্য করিবেন; তথায় রোদন ও দন্তঘর্ষণধ্বনি শ্রুত হইবে (৯৭)।

৭১*। অপিচ, কৈবল্যধামকে দশটি কুমারীর সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে; তাহারা প্রদীপ লইয়া বর বিলোকনে গমন করিল। তন্মধ্যে পাঁচ জন বুদ্ধিমতী, ও পাঁচ জন ইতিকর্ত্তব্যতামূঢ়া ছিল (৯৮)। বুদ্ধিহীনেরা প্রদীপ লইয়া তৈল লইলেক না; কিন্তু বুদ্ধিমতীরা প্রদীপ সহ তৈলপাত্র ও গ্রহণ করিল। বরের আগমনে বিলম্ব হইবাতে তাহারা বিনিদ্রিতা হইল। নিশীথ সময়ে এবম্বিধ রব উঠিল 'দেখ বর আসিতেছেন; তোমরা গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর।' ইহা শুনিয়া কন্যারা উত্থান পূর্ব্বক প্রদীপ প্রস্তুত করিল। বুদ্ধিহীনারা বুদ্ধিমতীদিগকে কহিল 'তোমরা কিছু তৈল দাও; আমারদের বর্ত্তি

(৯৭) উত্তম ভৃত্য সেই ব্যক্তি যে সতর্ক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করে; এবং অধম ভৃত্য সেই ব্যক্তি যে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াও সদাচারী না হয়।'

(৯৮) যাহারা সতর্ক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা বুদ্ধিমতী কুমারী, এবং যাহারা না করে, তাহারা বুদ্ধিহীনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

* মথি, ২৫ শ অ ১ ম শ্লো।

নির্ব্বাণ হইয়াছে।' বুদ্ধিমতীরা উত্তর করিল 'না; ভাগ করিলে উভয় দলেরই অপ্রতুল হইতে পারে; তোমরা বরং বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া ক্রয় করিয়া আন।' তাহারা ক্রয় করণার্থ বহির্গত হইলে বর সমাগত হইলেন; এবং যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহারা তদীয় সহবর্ত্তিনী হইলে দ্বার রুদ্ধ হইল। পরে অপর কুমারীরা আসিয়া কহিল 'প্রভো! প্রভো! দ্বার মুক্তির আজ্ঞা হউক।' তিনি উত্তর করিলেন 'যথার্থ বলিতেছি, তোমরা কে, জানি না।' অতএব সদা সতর্ক থাক; কারণ নরপুত্র কোন্ সময়ে আসিবেন (৯৯), তাহা তোমরা অবগত নহ।

৭২। কোন ব্যক্তি দূরদেশে পর্য্যটনের মানস করিয়া স্বীয় ভৃত্যদিগকে আহ্বান করত তাহারদের হস্তে সমুদায় দ্রব্যাদি অর্পণ করিলেন। তন্মধ্যে একটি ভৃত্যকে পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা, অপরকে দুই স্বর্ণমুদ্রা, এবং তৃতীয়কে এক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন; বস্তুতঃ প্রত্যেক ভৃত্যের পটুতা বিবেচনা পূর্ব্বক এরূপে মুদ্রা অর্পিত হইল; পরে তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

(৯৯) কোন কোন বিচক্ষণ ভাষ্যকারের মতে নরপুত্র অর্থাৎ খৃষ্টের আগমন এবং অন্যান্য ধর্ম্ম উন্মুলিত হইয়া খৃষ্টপ্রণীত ধর্ম্মের সংস্থাপন একার্থক।—Vide Norton's Notes, and Livermore's Commentary.

যাহাকে পঞ্চ মুদ্রা দিয়া যান, সে ব্যবসায়ের দ্বারা আর পঞ্চমুদ্রা উপার্জন করিল; যে দুই মুদ্রা প্রাপ্ত হয়, সে তদ্রূপে আর দুই মুদ্রা লাভ করিল; কিন্তু যে এক মুদ্রা পাইয়াছিল, সে ভূমি খনন পূর্ব্বক প্রভুদত্ত ধনকে প্রোথিত রাখিল। দীর্ঘকাল পরে সেই ভৃত্যদের প্রভু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহারদের সহিত হিশাব করিলেন। যে পঞ্চমুদ্রা পায়, সে অতিরিক্ত পঞ্চমুদ্রা আনিয়া কহিল 'প্রভো! আমাকে পঞ্চমুদ্রা দিয়াছিলেন; দেখুন, আমি আর পঞ্চমুদ্রা উপার্জন করিয়াছি।' তাহার প্রভু কহিলেন 'উত্তম করিয়াছ, সৎস্বভাব বিশ্বস্ত ভৃত্য! তুমি অল্পবিষয়ে বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, আমি তোমাকে অধিক বিষয়ের অধ্যক্ষ করিব; তোমার প্রভুর সুখার্দ্ধকারী হও।' যে দুই মুদ্রা প্রাপ্ত হয়, সে আসিয়া কহিল 'প্রভো! আমাকে দুই মুদ্রা দেন; দেখুন, আমি আর দুইমুদ্রা লাভ করিয়াছি।' তাহার প্রভু কহিলেন 'উত্তম করিয়াছ, সৎস্বভাব বিশ্বস্ত ভৃত্য! তুমি অল্পবিষয়ে বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, অতএব তোমাকে অধিক বিষয়ের অধ্যক্ষ করিব; তোমার প্রভুর সুখার্দ্ধকারী হও।' পরে যে একমুদ্রা পায়, সে আসিয়া কহিল 'প্রভো! আমি জানিতাম আপনার হৃদয় কঠিন; আপনি যেখানে বপন করেন নাই,

সেস্থান হইতে আহরণ করেন, এবং যেখানে বিকীর্ণ করেন নাই, সে স্থান হইতে সংগ্রহ করেন; আমি ভীত হইয়া আপনার মুদ্রাকে ভূগর্ভে লুক্কায়িত রাখিয়াছি; দেখুন, আপনার বিষয় ঐ স্থানে আছে।' তাহার প্রভু কহিলেন 'রে দুষ্ট অলস ভৃত্য! তুই ইহা জানিস যে আমি যেখানে রোপণ না করিয়াছি, তথা হইতে আহরণ করি; এবং যেখানে বিকীর্ণ না করিয়াছি, সে স্থান হইতে সংগ্রহ করি? তবে তোর বণিকের হস্তে মুদ্রা অর্পণ করা উচিত ছিল যে আমি প্রত্যাগমন করিয়া বৃদ্ধি সহিত মুদ্রা পুনঃপ্রাপ্ত হইতাম। উহার নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করিয়া, যাহার দশমুদ্রা হইয়াছে, তাহাকে অর্পণ কর; কারণ যাহার আছে, তাহাকে প্রদান করিলে তাহার প্রচুর হইবে; আর, যাহার নাই, তাহার যাহা কিছু থাকিবে, তাহাও গৃহীত হইবে। তোমরা এই অকর্ম্মাণ্য ভৃত্যকে অন্ধতমিস্রে নিক্ষেপ কর, যথায় রোদন ও রদন ঘর্ষণ ধ্বনি শ্রুত হয় (১০০)।'

৭৩। যৎকালে নরপুত্র পরিশুদ্ধ অমরগণ সহ ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিবেন, তখন

(১০০) এই উপমাবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বর যাহাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার কর্ত্তব্য

তিনি ঐশ্বর্য্যাসনে উপবিষ্ট হইবেন; তাঁহার সম্মুখে সমস্ত জাতি একত্রিত হইবে; এবং মেষপাল যেমন ছাগ হইতে মেষদিগকে পৃথক্ করে, তিনি ও তদ্রূপ এক প্রকার মনুষ্য হইতে অপর প্রকার মনুষ্যকে পৃথক্ করিবেন। তিনি মেষদিগকে দক্ষিণ পার্শ্বে ও ছাগদিগকে বাম পার্শ্বে রক্ষা করিবেন। তখন নৃপতি দক্ষিণদিক্স্থদিগকে কহিবেন 'আমার পিতার বশম্বদ সাধুগণ! আইস; আদ্য কালাবধি তোমারদের নিমিত্ত যে রাজ্য প্রস্তুত আছে, তাহা অধিকার কর। আমি বুভুক্ষিত ছিলাম, তোমরা অন্ন দিয়াছ; আমি তৃষ্ণার্ত্ত ছিলাম, তোমরা পানীয় দিয়াছ; আমি অজ্ঞাতকুলশীল ছিলাম, তোমরা আমার সৎকার করিয়াছ; নগ্ন ছিলাম, তোমরা পরিচ্ছদ দিয়াছ; পীড়িত ছিলাম, তোমরা পরিচর্য্যা করিয়াছ; কারাবদ্ধ ছিলাম, তোমরা আমার নিকট আগমন করিয়াছ।' তখন ধার্ম্মিকেরা কহিবেন 'প্রভো! আমরা কোন্ সময়ে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজ্য দিয়াছি, অথবা পীপাসাতুর দেখিয়া পানীয় দিয়াছি? কোন্ সময়ে আপনাকে অপরিচিত দেখিয়া সৎকার করিয়াছি, বা নগ্ন দেখিয়া বস্ত্র দিয়াছি? কোন্ সময়েইবা আপনাকে পীড়িত বা কারাবদ্ধ দেখিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি?'

রাজা উত্তর করিবেন 'যথার্থ বলিতেছি, আমার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে যখন এক ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতি তোমরা ঈদৃশ ব্যবহার করিয়াছ, তখন ইহাতে আমারই উপকৃতি হইয়াছে।' তখন তিনি বামদিকস্থদিগকে বলিবেন 'রে পাপিষ্ঠ সকল! পাপপুরুষ ও তাহার অনুচরগণের নিমিত্ত যে অজস্রাগ্নি প্রস্তুত আছে, তাহাতে গিয়া পতিত হও। আমি ক্ষুধিত ছিলাম, তোমরা অন্ন দাও নাই; আমি তৃষ্ণার্ত্ত ছিলাম, তোমরা পানীয় দাও নাই; আমি অভ্যাগত ছিলাম, তোমরা গ্রহণ কর নাই; নগ্ন ছিলাম, তোমরা বস্ত্র দাও নাই; পীড়িত ও কারাবদ্ধ ছিলাম, তোমরা আমার নিকট আগমন কর নাই।' তাহারা কহিবে 'প্রভো! কোন্ সময়ে আমরা আপনাকে, ক্ষুধিত বা তৃষিত, বা অভ্যাগত বা নগ্ন, বা পীড়িত, বা কারাবদ্ধ দেখিয়া আপনার উপকার করি নাই? তিনি উত্তর করিবেন 'যথার্থ বলিতেছি, তোমরা ইহারদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপকার যখন কর নাই, তখন আমারও উপকার কর নাই। ইহারা নিত্যস্থায়ী ক্লেশ ভোগ করিবে, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা নিত্যজীবন প্রাপ্ত হইবেন (১০১)।

---

(১০১) কোন কোন ভাষ্যকারের মতে খৃষ্ট এই স্থলে আপনাকে ধর্ম্মের সহিত অভেদ করিয়া বলিয়াছেন।—Notron.

৭৪*। একদা যিশু গৃহমধ্যে ভোজন করিতেছিলেন; করগ্রাহক ও পাতকীরূপে খ্যাত যে সকল লোক তাঁহার সদানুবর্ত্তী থাকিত, তাহারাও তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল। অধ্যাপক ও ফিরুসিরা তাঁহাকে শৌল্কিক ও পাতকীদের সহিত একাসনে ভোজন করিতে দেখিয়া তদীয় শিষ্যবর্গকে কহিল 'উনি করগ্রাহক ও পাতকীদের সহিত ভোজন করেন, এ কেমন আচার?' যিশু ইহা শুনিয়া কহিলেন, রোগশূন্যলোকের চিকিৎসকে প্রয়োজন নাই, রোগীদিগেরই আবশ্যক। আমি পাপীদিগকে অনুতাপিত করিতে আসিয়াছি, ধার্ম্মিকদিগকে নহে।

৭৫। যোহনের শিষ্যেরা ও ফিরুসিরা উপবাস করিত; তাহারা আসিয়া কহিল 'যোহনের শিষ্যেরা ও ফিরুসিরা উপবাস করে, আপনার শিষ্যেরা না করে কেন?' যিশু উত্তর করিলেন, যাবৎ বর সঙ্গে থাকে, তাবৎ কি বাসরগৃহস্থ বালক বালিকারা উপবাস করিয়া থাকে? যাবৎ বর তাহারদের সঙ্গে থাকেন, তাবৎ তাহারা উপবাস করে না। কিন্তু এমত এক সময় আসিবে যখন বর তাহারদের সহিত

---

* মার্ক ২ য় অ ১৫ শ শ্লো।

থাকিবেন না; তখন তাহারা উপবাস করিবে (৪৮)*। পুরাতন বস্ত্রে কেহ নূতন বস্ত্রের তালিকা দায় না; কারণ তাহাতে নূতন বস্ত্রাংশ পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপকৃষ্টতর ছিদ্র হইতে পারে। আর নূতন মদ্য পুরাতন পাত্রে রাখে না, কারণ তাহা হইলে নূতন মদ্য আধারকে ভেদ করিয়া নষ্ট হয় এবং আধারও নষ্ট হয়; নূতন মদ্য নূতন পাত্রেই রাখা উচিত (৫৯)।

৭৬। একদা বিশ্রামবারে তিনি শস্যক্ষেত্র দিয়া গমন করিতেছিলেন, এবং তাঁহার গমনশীল শিষ্যেরা শস্যের কণিশ চয়ন করিতে লাগিল। ফিরুসিরা তাঁহাকে কহিল 'বিশ্রামবারে যাহা বৈধ নয়, তাহা আপনার শিষ্যেরা কিরূপে করিতেছে?' তিনি কহিলেন, দাউদ ও তাঁহার সহচরেরা প্রয়োজন-পরতন্ত্র ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখন পাঠ কর নাই? তিনি কিরূপে অবিয়াথর নামক প্রধান যাজকের কালে দেবায়তনে প্রবেশ পূর্ব্বক যে দর্শনীয়পোলিকা ঋত্বিক্ ব্যতীত অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ, তাহা স্বয়ং গ্রহণ করেন, ও পার্ষদদিগকে ভক্ষণ করান, ইহা জান না? তিনি

*এই অঙ্ক এবং পশ্চাৎ এইরূপ অঙ্ক সকলের তাৎপর্য্য এই যে তত্তৎ সংখ্যাযুক্ত টীকা দেখিলে ভাবার্থ প্রাপ্ত হইবে।

আর ও বলিলেন, বিশ্রামবারের জন্য মনুষ্য হয় নাই, মনুষ্যের জন্য বিশ্রামবার হইয়াছে; অতএব নরপুত্র বিশ্রামবার হইতে ও শ্রেষ্ঠ (৬৬—৭০)।

৭৭*। একদা তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ সাক্ষাৎকার নিমিত্ত আসিলেন, এবং বাহিরে দণ্ডায়মান্ হইয়া লোক দ্বারা তাঁহাকে অভিমন্ত্রণ করিলেন। তৎকালে বহুলোক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়াছিল; তাহারা কহিল 'আপনার মাতা ও ভ্রাতারা বহির্দ্দেশে আপনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' তিনি কহিলেন, আমার মাতা কে? আর ভ্রাতাই বা কে? এবং চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিব্যূহের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, এই আমার মাতা ও ভ্রাতৃগণকে দেখ! যিনি পরমেশ্বরের আদেশানুযায়ী চলেন, তিনিই আমার ভ্রাতা, ভগিনী এবং মাতা।

৭৮†। তিনি তাহারদিগকে উপমাবাক্য দ্বারা বিস্তর উপদেশ দিলেন; কহিলেন, অবধান কর: এক বীজবাপক বীজবপনার্থ গমন করিল; বপন করিতে করিতে কতকবীজ পথিপার্শ্বে পতিত হইল, এবং বিহঙ্গমেরা আসিয়া সমুদায় প্রত্যবসান করিল। অপিচ, কতক বীজ মৃত্তিহীন প্রস্তরময় স্থানে পতিত

---

*মার্ক, ৩য় অ ৩১ শ শ্লো।
†মার্ক, ৪র্থ অ ২য় শ্লো।

হইল; মৃত্তিকার গভীরতা ছিল না বলিয়া তাহারা ত্বরায় অঙ্কুরিত হইল বটে, কিন্তু দিবাকর উঠিয়া সেই সেই মূলবিহীন অঙ্কুরসকলকে দগ্ধীভূত ও শুষ্ক করিয়া ফেলিলেক। কতকবীজ কণ্টক বনে পতিত হইল; কণ্টকসকল প্রবৃদ্ধ হইয়া বীজদিগকে নিস্তেজ করিল, সুতরাং ফলোৎপন্ন হইল না। পুনশ্চ, কতক বীজ উর্ব্বরা মৃত্তিকায় পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইল, এবং যথাকালে কোথায় ত্রিশগুণ, কোথায় ষষ্টি গুণ, কোথায় বা শতগুণ শস্য উৎপাদন করিল। তিনি বলিলেন, যাহার কর্ণ আছে, সে শ্রবণ করুক।

৭১। তিনি অবকাশ প্রাপ্ত হইলে দ্বাদশ শিষ্য ও অপর সহবর্ত্তিরা উপমাবাক্যের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিল। তিনি কহিলেন, পরমেশ্বরের রাজ্যের যে রহস্যতত্ত্ব সকল, তাহা তোমারদেরই জানিবার অধিকার আছে; কিন্তু বহিঃস্থ লোকেরা কেবল উপমাবাক্যই শুনিয়া থাকে; (৭২) তাহারা দেখিয়া দেখে না, শুনিয়া শুনে না, ও বুঝে না; পশ্চাৎ কোন সময়ে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া পাপচ্যুত হয়। তিনি বলিলেন, তোমরা ঐ উপমাবাক্য বুঝিলে না, তবে সমুদায় উপমাবাক্য কিরূপ বুঝিবে? বীজবাপক ধর্ম্মোপদেশ রূপ বীজবপন করেন। যাহারদের চিত্তক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ-

রোপিত হয়—যাহারা উপদেশ শুনে, এবং অব্যবহিত পরে পাপপুরুষ আসিয়া তাহারদের চিত্তস্থ উপদেশকে অপহরণ করে, তাহারাই পথিপার্শ্বে বীজ প্রাপ্ত হয়। যাহারা উপদেশ শ্রবণ মাত্র আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করে, কিন্তু মূলশূন্যতা নিমিত্ত অত্যল্পকাল উপদেশকে হৃদয়ে রাখে, এবং উপদেশ নিমিত্ত ক্লেশ বা বিপত্তি উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে, তাহারাই প্রস্তরময় স্থানে বীজ প্রাপ্ত হয়। যাহারা উপদেশ শ্রবণ করে, কিন্তু সংসার চিন্তা, ধনের প্রতারণা, এবং অন্যান্য অসদ্বিষয়ের ইচ্ছা দ্বারা উপদেশ নিস্তেজ হইবাতে ফলোৎপাদন না করে, তাহারাই কণ্টকবনে বীজ প্রাপ্ত হয়। এবঞ্চ যাঁহারা উপদেশ আকর্ণন করিয়া গ্রহণ করেন, এবং ত্রিশগুণ, কি ষষ্টি গুণ, অথবা শতগুণ ফলোৎপাদন করেন, তাঁহারা উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ প্রাপ্ত হন।

৮০। তিনি কহিলেন, করণ্ডিকা বা খট্বার নিম্নে কি দীপ রক্ষিত হয় (২০)? দীপবৃক্ষ কি তাহার স্থান নহে? প্রকাশ হইবে না, এমত গুপ্ত বিষয় কিছুই নাই; বহির্গত হইবে না, এমত লুক্কায়িত বস্তু কিছু নাই (৫৭)। যাহার কর্ণ আছে, শ্রবণ [illegible] তিনি আরও বলিলেন, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর;

যে মানে অন্যকে দ্রব্য দিবে, সেই মানে নিজে পাইবে। যাহারদের শুশ্রূষা আছে, তাহারদিগকে সমধিক প্রদত্ত হইবে। যাহার আছে, তাহাকে প্রদত্ত হইবে; যাহার নাই, তাহার যাহা কিছু আছে, তাহাও গৃহীত হইবে (৭৩)।

৮১। তিনি বলিলেন, ধর্ম্মরাজ্যের ভাব ঈদৃশ: কোন ব্যক্তি ভূমিতে বীজ রোপণ করে, এবং তন্নিকটে অহর্নিশ আনুপূর্ব্বী নিদ্রিত ও জাগরিত হয়; কিন্তু কি রূপে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহা জানিতে পারে না; কারণ বসুমতী স্বতঃই ফলোৎপাদন করেন, প্রথমে পত্র, পরে কর্ণ, সর্ব্বশেষ কর্ণে শস্য উৎপন্ন হয়। ফল উৎপন্ন হইলে যখন সংগ্রহ সময় উপস্থিত হয়, তখন বীজবাপক কর্ত্তরী দ্বারা শস্য ছেদন করে।

৮২। তিনি বলিলেন, কাহার সহিত ধর্ম্মরাজ্যের উপমা দিব? কাহার সহিত ইহার তুলনা করিব? ইহা একটি অতসীবীজ সদৃশ; তাহা যৎকালে রোপিত হয়, তখন ভূগর্ভস্থ সর্ব্বপ্রকার বীজের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম থাকে। কিন্তু রোপিত হইলে বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্ববিধ শাকাপেক্ষা বৃহত্তম হয়, এবং এমত বৃহতী বৃহতী শাখা বিস্তার করে, যে

* মার্ক ৪ র্থ অ ৩০ শ শ্লো।

খেচরেরা আসিয়া তাহাতে নীড় প্রস্তুত করিতে পারে।

৮৩*। একদা ফিরুসি ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনদের জনশ্রুতি অনুযায়ী না চলিয়া অধৌতহস্তে কেন ভোজন করে?' তিনি উত্তর করিলেন, হে ভণ্ডতাপস সকল! যিশায়িয় তোমারদের বিষয়ে উপযুক্ত ভবিষ্যদ্বানী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা 'এই লোকেরা আমাকে কেবল মুখের দ্বারা ভক্তি করে, কিন্তু তাহারদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে রহিয়াছে; মনুষ্যের আজ্ঞাকে ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া শিক্ষা দিয়া তাহারা আমার বৃথা অর্চ্চনা করে।' পরমেশ্বরের আজ্ঞাকে অবহেলা করিয়া তোমরা পাত্রাদি মার্জন প্রভৃতি মনুষ্যপ্রণীত জনশ্রুতিকে মান্য কর; ঈদৃশ কার্য্যেই তোমারদের প্রবৃত্তি। তিনি আরও বলিলেন, আপনারদের জনশ্রুতি রক্ষার্থ তোমরা সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল অবহেলন কর; কারণ, মূসা বলিয়াছেন, 'পিতা মাতাকে ভক্তি কর; পিতৃ-মাতৃ-নিন্দক মৃত্যু যাতনা সহ্য করিবে।' কিন্তু তোমরা বল 'যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা বা মাতাকে বলে "যাহাকিছু দ্বারা তুমি উপকৃত হইতে পারিতে,

---

* মার্ক ৭ ম অ ৫ ম শ্লো।

তাহা দেবোদ্দেশে উৎসর্জ্জিত হইয়াছে” সে তার হইতে মুক্ত হইবে।’ এই রূপে তোমরা এক ব্যক্তিকে পিতা মাতার উপকার করিতে দাও না; এবং আপনারদের প্রচারিত জনশ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞার বৈয়র্থ্যাপত্তি করিতেছ। তোমরা ঈদৃশ কত কর্ম্ম কর।

৮৪। তিনি সমস্ত লোককে অভিমন্ত্রিত করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রত্যেকে শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম কর; বহিঃস্থ কোন দ্রব্য, যাহা মনুষ্যে প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা সে অশুচি হয় না; কিন্তু যাহা মনুষ্য হইতে বহির্গত হয়, তাহাতেই লোককে অশুচি করে। যাহার কর্ণ আছে, শ্রবণ করুক। পরে তিনি লোকদের নিকট হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার শিষ্যেরা ঐ উপমাবাক্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, তোমরাও এত নির্ব্বোধ? ইহা কি অনুভব করিতে পারিতেছ না যে যাহা কিছু মনুষ্যে প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা সে অশুচি হয় না; যেহেতু সেই দ্রব্য অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল উদরে প্রবেশ করে, এবং পরিশেষ জীর্ণ হইয়া সামুদায়িকরূপে নির্গত হইয়া যায়। তিনি বলিলেন, যাহা মনুষ্য হইতে বহির্গত হয়, তাহাই তাহাকে অশুচি করে। কারণ অন্তর

হইতে—মনুষ্যগণের অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্তা, ব্যভিচার, ব্যসন, প্রাণহনন, স্তেয়, লোভ, দুরাত্মতা প্রবঞ্চনা, কামুকতা, মৎসরতা, দেবনিন্দা, অভিমান, অবিবেকিতা প্রভৃতি পাতকসকল প্রসূত হইয়া মনুষ্যকে অশুচি করে।

৮৫*। তিনি শিষ্যগণ সহ অপরাপর লোককে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন; যে কেহ আমার পশ্চাদ্গামী হইতে চায়, সে সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করুক, এবং ক্রুশ (৬২) হস্তে আমার অনুগমন করুক। যে আপন জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিবে, তাহার জীবন নষ্ট হইবে; যে আমার নিমিত্ত ও মঙ্গলকর উপদেশ নিমিত্ত জীবন ত্যাগ করিবে, সে জীবন প্রাপ্ত হইবে (৬৩)। যদি কোন ব্যক্তি সসাগরা পৃথিবীর অধিকারী হইয়াও স্বীয় আত্মাকে নষ্ট করে, তাহার তাহাতে কি লাভ? আত্মার বিনিময়েই বা এক ব্যক্তি কি দিতে পারে? এই ব্যভিচাররত পাতকযুক্ত লোকের মধ্যে যে কেহ আমাকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হইবে, নরপুত্র যখন পিতৃদত্ত ঐশ্বর্য্যাবৃত ও অমরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আসিবেন, তখন তাহাকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হইবেন।

* মার্ক ৮ম অ ৩৪ শ শ্লো।

৮৬*। তিনি কফরনাহূম নগরে আসিলেন, এবং গৃহপ্রবেশ করিয়া শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা পথে আপনারদের মধ্যে কি বচসা করিতেছিলে? কিন্তু তাঁহারা নিরুত্তর রহিলেন, যেহেতু কে শ্রেষ্ঠতম হইবে, এই কথা লইয়া তাঁহারদের মধ্যে বাদানুবাদ হইতেছিল। তিনি উপবিষ্ট হইয়া দ্বাদশকে আকারণ করিয়া কহিলেন, যদি কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে চায়, তবে সে অগ্রে সর্ব্বাধম ও সর্ব্বসেবক হউক (৮৫)। তিনি একটি শিশু লইয়া তাঁহারদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট করাইলেন, এবং তাহাকে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে কহিলেন, আমার নামে ঈদৃশ একটি শিশুর যে সৎকার করে, সে আমার সৎকার করে; এবং যে আমার সৎকার করে, সে আমার প্রেরয়িতার সৎকার করে।

৮৭। যোহন্ কহিলেন 'প্রভো! দেখিলাম, আপনার নামে এক জন, ভূতাবিষ্টদিগকে রোগমুক্ত করিতেছে; কিন্তু আমারদের অনুবর্ত্তী হইল না। আমারদের অনুবর্ত্তী নয় বলিয়া নিষেধ করিয়াছি।' যিশু কহিলেন, তাহাকে নিষেধ করিও না; কারণ যে আমার নামে অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারে, সে কদাপি আমার নিন্দক নহে। যে আমারদের

---

* মার্ক ৯ ম অ ৩৩ শ শ্লো।

বিপক্ষ নয়, সে আমারদের পক্ষেই আছে (১০২)। আমার নামে—তোমরা খৃষ্টের সহচর বলিয়া যে তোমারদের এক জনকেও এক পাত্র পানীয় দায়, যথার্থ বলিতেছি, সে পুরস্কার পাইবে।

৮৮। আমাতে বিশ্বাসকারী এই সুকুমারমতি-দের মধ্যে একটির প্রতিও যে বিপক্ষতা করিবে, তাহার পক্ষে গলে প্রস্তর বন্ধন পূর্ব্বক সাগরগর্ভে নিমগ্ন হওয়া শ্রেয়স্কর। যদি তোমার হস্ত বিপক্ষতা করে, তাহাকে ছেদন কর; কারণ দুই হস্ত সহিত মৃত্যুহীনকীটসমাকীর্ণ অনিবার্য্য নরকাগ্নিতে পতিত হইবার অপেক্ষা অঙ্গহীন হইয়া জীবন প্রাপ্ত হওয়া উত্তম (৩১)। যদি তোমার পদ বিপক্ষতা করে, তাহাকে ছেদন কর; কারণ দুই পদ সহিত মৃত্যু-হীনকীটসমাকীর্ণ অনিবার্য্য অগ্নিময় নরকে পতিত হইবার অপেক্ষা খঞ্জ হইয়া জীবন প্রাপ্ত হওয়া উত্তম। তোমার চক্ষু যদি বিপক্ষতা করে, তবে তাহাকে উন্মূলন কর; কারণ দুই চক্ষু সহিত মৃত্যু-রহিতকীটসমাকীর্ণ অনিবার্য্য অগ্নিময় নরকে

(১০২) অর্থাৎ সত্যপদার্থ কোন এক ব্যক্তি বা এক সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকৃত হইতে পারে না; সত্যানুসন্ধায়ী ব্যক্তি যেখানে সত্যকে দেখুন, গ্রহণ করিবেন, এবং যে কোন ধর্ম্মে যত দুর সত্য থাকিবে, সেই ধর্ম্মকে তত দুর মান্য করিবেন।

পতিত হইবার অপেক্ষা কাণ হইয়া সুখরাজ্যে প্রবেশ করা উত্তম। প্রত্যেকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে (১০৩), এবং প্রত্যেক নৈবেদ্য লবণের দ্বারা লবণাক্ত হইবে (১০৪)। লবণ উত্তম বটে; কিন্তু যদি তেজশূন্য হয়, তবে আর অন্নকে কি রূপে লবণাক্ত করা যাইবে (১৭)? অতএব আপনারদের মধ্যে লবণ সঞ্চিত রাখ, এবং পরস্পর শান্তি সহ অবস্থান কর।

৮৯*। তিনি স্পর্শ করিবেন, এই জন্য কতিপয় বালক আনীত হইল; কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা আনেতাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। যিশু ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, ক্ষুদ্র বালকদিগকে আমার সমীপে আসিতে দাও; কারণ সুখরাজ্য ঈদৃশ জীব দ্বারাই পরিপূর্ণ। যথার্থ বলিতেছি, ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় যে ব্যক্তি ঐশ্বরীয় রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তিনি বালকদিগকে বাহু প্রসারণ

(১০৩) অর্থাৎ প্রত্যেক পাতকী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে।— Norton.

(১০৪) লবণ পূতত্বের প্রতিপাদক। যিহূদীরা লবণ সহিত নৈবেদ্য উৎসর্গ করিত; এদতনুযায়ী যিশু বলিতেছেন যে যে কেহ নৈবেদ্য স্বরূপ হইবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে জীবন সমর্পণ করিবে, সে পূতচরিত্র হইবে।

দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, এবং করস্পর্শ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

৯০। তিনি একদা প্রকাশ্যবর্ত্ম দিয়া যাইতেছিলেন, এক জন দ্রুতগতি তাঁহার নিকটে আসিয়া জানুপাতন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল 'মঙ্গলময় প্রভো! নিত্যজীবন লাভার্থে আমি কি করিব?' যিশু কহিলেন, আমাকে কেন মঙ্গলময় বল? এক ঈশ্বর ব্যতীত মঙ্গলময় আর কেহ নাই। তুমি আজ্ঞা সকল জান 'ব্যভিচার করিবে না, অপহরণ করিবে না, কুটসাক্ষ্য দিবে না, প্রতারণা করিবে না; পিতা মাতাকে ভক্তি কর।'? সে উত্তর করিল 'স্বামিন্! বাল্যাবধি এই সকল নিয়ম আমি পালন করিয়াছি।' যিশু তাহাকে দেখিয়া স্নেহপরতন্ত্র হইলেন, এবং কহিলেন, তোমার একটি বিষয়ে ত্রুটি আছে। গৃহে প্রতিগমন কর; সর্ব্বস্ব বিক্রয় পূর্ব্বক তন্মূল্য দরিদ্রদিগকে অর্পণ কর, কৈবল্যে যথেষ্ট অর্থ পাইবে; এবং ক্রুশ হস্তে আমার অনুগমন কর। এই কথায় সে ব্যক্তি খিন্ন হইল, এবং দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিল; যেহেতু তাহার প্রচুর বিষয়সম্পত্তি ছিল।

৯১। যিশু চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, যাহারদের বিভব আছে, তাহার-

দের সুখরাজ্যে প্রবেশ করা কি দুরূহ ব্যাপার! শিষ্যেরা তাঁহার বাক্যে বিস্মিত হইলেন। যিশু উত্তর করিলেন, পুত্রগণ! যাহারা ধনে আস্থা স্থাপন করে, তাহারদের সুখরাজ্যে প্রবেশ কি সুদুষ্কর! উষ্ট্রের সূচীছিদ্র দিয়া গমন করা বরং অনায়াসসাধ্য, কিন্তু ধনীর কৈবল্যপ্রাপ্তি সহজ নয়। এই কথায় শিষ্যেরা নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পর কহিলেন 'তবে কে কৈবল্য প্রাপ্ত হইবে?' যিশু তাঁহারদের ভাব বিলোকন করিয়া কহিলেন, মনুষ্য সম্বন্ধে ইহা অসম্ভাব্য বটে, পরমেশ্বর বিষয়ে নহে; যেহেতু পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছু নাই (৮২)।

৯২। তখন পিতর তাঁহাকে কহিলেন, 'দেখুন, আমরা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনুগমন করিয়াছি।' যিশু উত্তর করিলেন, যথার্থ বলিতেছি, আমার নিমিত্ত ও ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত গৃহ, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, স্ত্রী, অপত্য, কিম্বা ভূমিসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে ক্লেশ সহিত শতগুণ রূপে গৃহ, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, অপত্য, এবং ভূমি, এবং পরলোকে নিত্যজীবন প্রাপ্ত হইবেক না, এমত ব্যক্তি নাই। কিন্তু প্রথমাহূতদের মধ্যে অনেকে শেষাহূতদের সঙ্গে গণ্য হইবে, এবং কোন

কোন শেষাহূত ব্যক্তি প্রথমাহূতদের মধ্যে গণ্য হইবেন (১০৫)।

৯৩*। একদা সিবদিয়ের পুত্র যোহন ও যাকূব তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন 'স্বামিন্! আমারদের অভিলাষ এই যে আপনি আমারদের প্রার্থনীয় বিষয় প্রদান করেন।' তিনি বলিলেন, আমি কোন্ কর্ম্ম করিলে তোমারদের অভীপ্সিত সিদ্ধি হয়? তাঁহারা কহিলেন 'এই ভিক্ষা দিউন যে আমরা ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া আপনার দক্ষিণদিকে এক জন, ও বামদিকে একজন উপবেশন করিতে পারি।' তিনি কহিলেন, তোমরা কি যাচ্ঞা করিতেছ, জান না; আমি যে পানপাত্রে পান করি, তাহাতে পান করিতে পার? আমি যে জলে স্নান করি, সেই জলে স্নান করিতে পার? তাঁহারা কহিলেন 'আমরা তদ্বিষয়ে সমর্থ আছি।' তিনি কহিলেন তোমরা আমার পানীয় পান, এবং আমার জলে স্নান করিতে পার বটে; কিন্তু আমার বাম ও দক্ষিণদিকে উপবেশন করার অধিকার আমার প্রদেয়

(১০৫) অর্থাৎ ধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ সময়ের বিবেচনা নাই, চরিত্রেই কেবল বিবেচিত হইবে।

* মার্ক ১০ ম অ ৩৫ শ শ্লো।

নহে; যাহারদের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহারাই প্রাপ্ত হইবে।

৯৪। দশ শিষ্য ইহা শুনিয়া যাকুব ও যোহনের প্রতি বিরক্ত হইলেন। কিন্তু যিশু তাঁহারদিগকে আকারণ পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা অবগত আছ যে ম্লেচ্ছদের মধ্যে শাসনকর্ত্তারা সাধারণ লোকের উপর প্রভুত্ব করে, এবং মহৎপ্রসিদ্ধ লোকেরা সাধারণের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে। তোমারদের মধ্যে এরূপ হইবে না; যে তোমারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইতে চায়, সে সকলের সেবক হইবে; এবং যে কেহ সর্ব্বপ্রধান হইতে চায়, সে সকলের পরিচর্য্যা করিবে। দেখ, নরপুত্র পরিসেবিত হইতে আসেন নাই, প্রত্যুত সেবা করিবার নিমিত্ত, এবং সাধারণোপকারে প্রাণ সমর্পণ নিমিত্ত আসিয়াছেন।

৯৫*। আমি বলিতেছি, প্রার্থনা সময়ে যাহা যাচ্ঞা করিবে, তাহার প্রাপ্তি বিষয়ে যদি কৃতনিশ্চয় হও, তবে প্রাপ্ত হইবে। প্রার্থনা সময়ে কাহারও কৃত অপরাধ যদি স্মরণ হয়, তবে তাহা মার্জনা কর; যে তাহাতে পরমপিতাও তোমার অপরাধ সকল ক্ষমা করিবেন। যদি তুমি ক্ষমা

---

* মার্ক, ১১ শ অ ২৪ শ শ্লো।

না কর, তবে পরমপিতাও তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

৯৬*। বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করণার্থ, হিরোদের অনুচর লোক সঙ্গে কতিপয় ফিরুসি তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। তাহারা উপনীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল 'স্বামিন্! আমরা জানি যে আপনি সত্যাশ্রয়ী, এবং মনুষ্যের নিমিত্ত ভ্রূক্ষেপ করেন না; পরমেশ্বরের পথ সত্যরূপেই প্রদর্শন করেন; বলুন দেখি, কেসরীকে কর দেওয়া ব্যবস্থাসিদ্ধ কি না? আমারদের কর দেওয়া উচিত কি না?' যিশু তাহারদের কাপট্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, কেন আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? একটা মুদ্রা আনিয়া আমাকে দেখাও। মুদ্রা আনীত হইলে তিনি কহিলেন, এ কাহার নাম ও প্রতিমূর্ত্তি? তাহারা কহিল, 'কেসরীর।' তিনি বলিলেন, তবে কেসরীর বিষয় কেসরীকে দাও; ও পরমেশ্বরের বিষয় পরমেশ্বরকে দাও (৯০)। তাহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যস্তব্ধ হইল।

৯৭। তদনন্তর পরলোকনাস্তিক সিদূকিরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'স্বামিন্! মুসা লিখিয়াছেন "যদি কোন ব্যক্তির ভ্রাতা নিঃসন্তান

*মার্ক ১২ শ অ ১৩ শ শ্লো।

মৃত হয়, তবে সে তদীয় পত্নীকে গ্রহণ পূর্ব্বক ফলোৎ-পাদন করিবে?" অধুনা, সাত ভ্রাতা ছিল; জ্যেষ্ঠ বিবাহ পূর্ব্বক নিঃসন্তান থাকিয়া মৃত হইল; দ্বিতীয় ভ্রাতা তদীয় পত্নীর পাণিপীড়ন করিয়া অপত্য-শূন্যরূপে কালগ্রাসে পতিত হইল; তৃতীয় ভ্রাতার পক্ষেও তদ্রূপ ঘটিল; এবং সপ্তম ভ্রাতা ও উক্ত রমণীকে বিবাহ পূর্ব্বক অনপত্য হইয়া মৃত হইল; সর্ব্বশেষ সেই কামিনী ও দেহত্যাগ করিল। অতএব পরলোকে সে কাহার সহধর্ম্মিণী হইবে? সে সাত-জনেরই পত্নী হইয়াছিল।' যিশু উত্তর করিলেন, শাস্ত্র ও পরমেশ্বরের শক্তি না জানিয়া তোমরা কি ভ্রান্ত হইতেছ না? যখন তাহারা পরলোকে গমন করিবে, তখন বিবাহ করিবে না ও বিবাহিত হইবে না; তাহারা অমরগণের ভাব প্রাপ্ত হইবে। পর-লোকে উত্থানের বিষয়, তোমরা কি মূসার গ্রন্থে পাঠ কর নাই যে পরমেশ্বর জঙ্গলমধ্যে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন 'আমি অব্রাহমের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর, এবং যাকূবেরও ঈশ্বর।'? তিনি মৃত ব্যক্তি-দের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু কেবল জীবিতবানেরই ঈশ্বর। অতএব তোমরা মহা ভ্রমে পড়িয়াছ।

৯৮। এক জন অধ্যাপক আসিয়া তাহারদিগকে পরস্পর যুক্তি করিতে দেখিলেন, এবং যিশু সদুত্তর

দিয়াছেন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'সর্ব্বপ্রধান আজ্ঞা কি?' যিশু উত্তর করিলেন 'হে ইস্রায়েল বংশ! অবধান কর: আমারদের অধিপতি পরমেশ্বর এক মাত্র প্রভু। তোমার অধিপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে, একতানমনে, একাগ্র্যচিত্তে, এবং সর্ব্বশক্তি দ্বারা প্রীতি করিবে।' ইহা প্রথম আজ্ঞা। দ্বিতীয় আজ্ঞা ইহারই সদৃশ: 'তোমার প্রতিবেশীর প্রতি আত্মতুল্য প্রীতি করিবে।' অধ্যাপক কহিলেন 'স্বামিন্! আপনি সত্যই বলিয়াছেন; যেহেতু দ্বিতীয়রহিত এক পরমেশ্বরই আছেন; তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে, একতানমনে, একাগ্র্যচিত্তে এবং সর্ব্বশক্তির সহিত প্রীতি করা, এবং প্রতিবেশীর প্রতি আত্মতুল্য প্রীতি করা, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞহোমাদি অপেক্ষা সমধিক শ্রেয়স্কর।' যিশু তাঁহার সদ্বিবেচিত্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি ঈশ্বরীয় সুখরাজ্যের অদূরবর্ত্তী হইয়াছ।

৯৯*। একদা যিশু দানাধারের সমীপে উপবেশপূর্ব্বক লোকে কি রূপে দানাধারে মুদ্রা নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা দেখিতে লাগিলেন। অনেক ধনবান্ লোকে বহুল অর্থ নিক্ষেপ করিল। তৎপর একটি দারিদ্র্যনিপীড়িতা বিধবা আসিয়া দুইটি

---

*মার্ক, ১১ শ [১২ শ] অ ৪১ শ্লো।

আধলা নিক্ষেপ করিল; তাহাতে এক পয়সা মাত্র হয়। যিশু শিষ্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, যথার্থ বলিতেছি, আর সকলে যত অর্থ দানাধারে নিক্ষেপ করিয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই দরিদ্র বিধবার দান অধিকতর; কারণ উহারা প্রচুর ঐশ্বর্য্য থাকাতে দিয়াছে; কিন্তু এই স্ত্রী নিঃস্ব হইয়াও উপজীব্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু ছিল, তাহাও দান করিয়াছে।

১০০*। তিনি স্বকীয় প্রতিপালনস্থল নাসরৎ নগরে আগমন করিলেন; এবং অভ্যাসানুযায়ী বিশ্রামবারে সমাজমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রন্থাবৃত্তি করিতে দণ্ডায়মান্ হইলেন। ঋষি যিশায়িয় প্রণীত পুস্তক তদীয় হস্তে প্রদত্ত হইল। তিনি পুস্তক উদ্‌ঘাটন করাতে সেই স্থানটি দৃষ্ট হইল, যথায় লিখিত আছে 'দৈববুদ্ধি আমাকে আশ্রয় করিয়াছে; যেহেতু পরমেশ্বর দরিদ্রগণের নিকট ধর্ম্ম প্রচারার্থ আমাকে সংস্কৃত করিয়াছেন; ভগ্নচিত্ত লোকদিগকে সান্ত্বনা দানার্থ, বদ্ধ লোকদিগকে মুক্তি সংবাদ প্রদানার্থ, অন্ধদিগকে দৃষ্টি দানার্থ, আহত ব্যক্তিদিগকে নির্মুক্ত করণার্থ, পরমেশ্বরের আনন্দজনক বর্ষকে প্রচারার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।' তিনি পস্তক বন্ধন পূর্ব্বক আচার্য্যকে দিয়া উপবেশন

* লূক ৪ র্থ অ ১৬ শ শ্লো।

করিলেন। সমাজস্থ সকল লোকের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পতিত হইল। তিনি ব্যক্ত করিলেন, অদ্য দিবসে এই ভবিষ্যদ্বাক্য আপনারদের সমক্ষে সম্পূর্ণ হইল। সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং তদীয় বদনবিগলিত পীযূষময় বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা কহিলেন 'এইটি না যূষফের পুত্র?' তিনি উত্তর করিলেন, নিশ্চয়ই আপনারা এই চলিত কথাটি আমার প্রতি প্রয়োগ করিবেন '"চিকিৎসক! আপনাকে নীরোগ কর;" কফরনাহূমে তোমার যে কীর্ত্তি শুনা গিয়াছে, তাহা স্বীয় দেশে সম্পন্ন কর।' তিনি আরও বলিলেন, যথার্থ বলিতেছি, কোন মহাত্মাই স্বীয় দেশে সমাদর প্রাপ্ত হন না (১০৬)। ইহা যথার্থ জানিবেন যে যৎকালে

(১০৬) মহাত্মারা যে স্বীয় গ্রামে, স্বীয় নগরে, এবং স্বীয় দেশে প্রায়শঃ অবজ্ঞাত হয়েন, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। তাঁহারদের মাহাত্ম্য ধনমর্য্যাদা বা কুলমর্য্যাদার উপর নির্ভর করে না: হয়তো তাঁহারা অতি দরিদ্র এবং লৌকিক মতে অতি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন;—তাঁহারা বাল্যাবস্থাবধি যে ধর্ম্মপরায়ণ বা মহদ্ভাবাপন্ন হইবেন, পৃথিবীর বর্ত্তমান সামাজিক নিয়ম সত্ত্বে তাহার কোন স্থিরতা নাই; হয়তো বাল্য বা তরুণাবস্থায় তাঁহারদের পাপপরায়ণতা এবং নীচপ্রবৃত্তি থাকে। তাঁহারদের স্বদেশীয় লোকেরা এই সকল ব্যাপার বিলক্ষণ রূপে অবগত থাকিয়া তাঁহারদিগকে উপহাস করে; এই হীনবুদ্ধি লোকেরা বিবেচনা করে না যে যে পরমেশ্বর শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তার উৎপাদন করেন, অঙ্গার হইতে

এলিয়ের সময়ে আকাশ সার্দ্ধত্রিবর্ষের নিমিত্ত বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদেশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন ইস্রায়েল্‌দেশে অনেক বিধবা ছিল; কিন্তু সীদোনের অন্তর্গত সারিফৎ নগরীস্থিতা এক বিধবাব্যতীত অপর কাহারও নিমিত্ত এলিয় প্রেরিত হন নাই (১০৭)। ঋষি ইলীশায়ের সময়ে ইস্রায়েলে অনেক কুষ্ঠরোগী ছিল, কিন্তু সুর দেশীয় নামান্ ব্যতীত অপরকেহ ব্যাধিশূন্য হয় নাই (১০৮)।

হীরক উৎপাদন করেন, তিনি পাপপরিসেবিতা তরুণাবস্থা হইতে পরিশুদ্ধ প্রৌঢ় কালকে উৎপাদন করিতে পারেন। যতক্ষণ কোন দ্রব্য আমারদের হস্তগত থাকে, ততক্ষণ তাহার উপকারিতা বিশিষ্টরূপে উপলব্ধ হয় না; কিন্তু 'অভাবেই বস্তুর মর্য্যাদা জানা হয়।' মহাত্মারা যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তখন লোকে তাঁহারদের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে।

সংস্থিতস্য গুণোৎকর্ষঃ প্রায়ঃ প্রস্ফুরতি স্ফুটং।
দগ্ধস্যাগুরুখণ্ডস্য স্ফারী ভবতি সৌরভং॥

'প্রায় মৃত্যুর পরেই লোকের সদ্‌গুণ প্রশংসা ঘোষিত হয়, যেমন অগুরু চন্দন দগ্ধ হইতে থাকিলেই তাহার সৌরভ অধিকদুর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে।'

(১০৭) তাৎপর্য্য—এলিয় নামক ঋষিকে তাঁহার স্বদেশীয় লোকে সম্মান করে নাই; কিন্তু এক বিদেশীয় বিধবা তাঁহাতে শ্রদ্ধা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

(১০৮) তাৎপর্য্য—ইলীশায় নামক ঋষিকে তাঁহার স্বদেশীয় লোকে সমাদর করে নাই; কিন্তু এক বিদেশীয় কুষ্ঠ রোগী তাঁহাতে শ্রদ্ধা করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছিল।

১০১*। অধ্যাপক ও ফিরুসিরা তাঁহার শিষ্যদের বিরুদ্ধে বিতণ্ডাপূর্ব্বক কহিল 'তোমরা শৌল্কিক ও পাতকীদিগের সহিত কিরূপে পান ভোজন কর?' যিশু তাহারদিগকে উত্তর করিলেন, নীরোগদের বৈদ্যে প্রয়োজন নাই; রোগীদেরই আছে? আমি পাপীদিগকে অনুতাপিত করণার্থ আসিয়াছি; ধার্ম্মিকদিগকে নহে।

১০২। তাহারা কহিল 'যোহনের ও ফিরুসিদের শিষ্যেরা সতত উপবাস করে, কিন্তু তোমার শিষ্যেরা পানাশন করে কেন?' তিনি কহিলেন, যাবৎ বর সঙ্গে থাকে, তাবৎ কি বরের সহচরেরা উপবাস করিতে পারে? কিন্তু এমত সময় আসিবে, যখন বর তাহারদের মধ্য হইতে নীত হইবেন; তখন তাহারা উপবাস করিবে (৪৮)।

১০৩। তিনি তাহারদিগকে এক উপমাবাক্য কহিলেন: কোন ব্যক্তি পুরাতন পরিচ্ছদে নূতন বস্ত্রের তালিকা দায় না, দিলে ছিদ্র হইয়া যায়, এবং নূতন বস্ত্রের তালিকাও পুরাতনের সহিত ঐক্য হয় না। কোন ব্যক্তি পুরাতন পাত্রে সদ্যোজাত মদ্য রাখে না, রাখিলে নূতন মদ্য উচ্ছ্বসিত হইয়া পাত্রকে ভগ্ন ও নষ্ট করে। সদ্যোজাত মদ্য নূতন পাত্রে

---

* লূক ৫ ম অ ৩০ শ শ্লো।

রাখিলে উভয়ই নষ্ট হয় না। অপিচ, যাহার পুরাতন সুরা পান অভ্যস্ত, সে এককালে নূতনে আকাঙ্ক্ষা করে না; যেহেতু সে কহে 'পুরাতনই উৎকৃষ্টতর (৩৯)।'

১০৪*। একদা এমত ঘটিল যে তিনি প্রথমের পর দ্বিতীয় বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া গমন করিতে ছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যেরা কতকগুলী শস্য-মঞ্জরী চয়ন করিল, এবং করমর্দ্দন পূর্ব্বক আহার করিল। কোন কোন ফিরুশি তাহারদিগকে কহিল 'বিশ্রামবারে যে কর্ম্ম বৈধ নয়, তাহা কি বলিয়া করিতেছ?' যিশু তাহারদিগকে উত্তর করিলেন, তোমরা কি এই পর্য্যন্তও পাঠ কর নাই যে দাউদ ও তাঁহার সহচরেরা বুভুক্ষিত হইয়া কি করিয়াছিলেন—কিরূপে দেবায়তনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঋত্বিক্‌ব্যতীত অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ যে দর্শনীয়পোলিকা, তাহা নিজে আহার করেন এবং পার্ষদদিগকে দেন? তিনি বলিলেন, নরপুত্র বিশ্রামবারেরও শ্রেষ্ঠ (৬৬—৭০)।

১০৫। আর এক বিশ্রামবারে এমত ঘটিল যে তিনি সমাজমধ্যে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতে ছিলেন, তথায় এক গলিতহস্ত ব্যক্তি উপস্থিত

* লূক ৬ ঠ অ ১ ম শ্লো।

হইল। তিনি বিশ্রামবারে আরোগ্য করেন কি না, ইহা দেখিবার নিমিত্ত অধ্যাপক ও ফিরুশিরা সতর্ক হইয়া রহিল; যেহেতু তিনি আরোগ্য করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার কারণ প্রাপ্ত হয়। তিনি তাহারদের অভিপ্রায় বুঝিয়া গলিতহস্তকে কহিলেন, উঠ, সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান্ হও। ইহাতে সে ব্যক্তি উঠিয়া দণ্ডায়মান্ হইল। যিশু সমাজস্থ লোকদিগকে কহিলেন, আমি তোমারদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে সৎকার্য্য বৈধ, কি অসৎকার্য্য বৈধ? জীবন রক্ষা করা বৈধ, কি বিনাশ করা বৈধ?

১০৬*। তিনি শিষ্যদের প্রতি নেত্রোত্তোলন করিয়া কহিলেন, হে দরিদ্রগণ! তোমরা ধন্য (১০৯); কারণ সুখরাজ্য তোমারদেরই অধিকৃত হইবে। ক্ষুধিত (১১০) হইয়াছ যে তোমরা, তোমরা ধন্য; যেহেতু তোমরা পরিতৃপ্ত হইবে। (১১১) রোদন করিতেছ যে তোমরা, তোমরা ধন্য; যেহেতু হাস্য করিতে

(১০৯) যিশু তৎকালে শুশ্রূষাশীল দরিদ্রদিগের প্রতি উপদেশ দিতেছিলেন।

(১১০) জ্ঞানজন্য ক্ষুধিত।

(১১১) আপনারদের পাপ নিমিত্ত রোরুদ্যমান্।

* লূক ৬ ঠ অ ২০ শ শ্লো।

পাইবে। নরপুত্রের নিমিত্ত যখন লোকে তোমারদিগকে ঘৃণা করিবে, তোমারদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, তোমারদিগকে তিরস্কার করিবে, এবং তোমারদের নাম পর্য্যন্ত পাপজনক কহিবে, তখন তোমরা ধন্য হইবে। সেই দিন তোমরা উৎসব করিও এবং আনন্দে আস্ফালন করিও; যেহেতু বৈকুণ্ঠে তোমরা প্রভূত পুরস্কার পাইবে। উহারদের পূর্ব্বপুরুষেরাও মহাত্মাদের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু হে ধনবন্তসকল! তোমারদিগকে ধিক্! তোমারদের উপযুক্ত সান্ত্বনা অগ্রেই পাইয়াছ। হে পূর্ণ লোকসকল! তোমারদিগকে ধিক্! তোমরা ক্ষুধিত হইবে। এক্ষণে হাস্য করিতেছ যে তোমরা, তোমারদিগকে ধিক্! তোমারদিগকে শোক ও বিলাপ করিতে হইবে। যখন লোকে তোমারদের প্রশংসা করিবে, তখন তোমরা ধিক্কৃত হইবে (১১২)। লোকদের পূর্ব্ব পুরুষেরাও কৃত্রিম ঋষিদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিল

(১১২) পৃথিবীর যে রূপ বর্ত্তমান্ ভাব, তাহাতে ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেই প্রায় প্রশংসা পাওয়া যায়; বিপরীত ব্যবহারে বরং নিন্দা আছে। অতএব খৃষ্টের অভিপ্রায় এই: লোকের প্রশংসা লাভার্থ চেষ্টিত হইও না।

১০৭। শুশ্রূষাপরায়ণ যে তোমরা, তোমারদিগকে বলি, শত্রুদিগকেও প্রীতি কর; যাহারা তোমারদের অনিষ্ট করে, তাহারদিগের উপকার কর; যাহারা তোমারদিগকে অভিশাপ দায়, তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; যাহারা তোমারদিগকে যন্ত্রণা দায়, তাহারদের কল্যাণ প্রার্থণা কর (৩২)। যে তোমার এক কপোলে আঘাত করে, তাহাকে অপর কপোল ফিরাইয়া দাও (১১৩); যে তোমার উত্তরীয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহাকে অঙ্গরক্ষিণী পর্য্যন্ত প্রদানে অস্বীকার করিও না (১১৩)। যে কেহ যাচ্ঞা করে, তাহাকে প্রদান কর (১১৪); যে তোমার নিকট হইতে দ্রব্য ঋণ লয়, তাহার নিকট হইতে প্রতিপ্রাপ্তির প্রার্থণা রাখিও না (১১৫)। পরে তোমার প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করিলে তুষ্ট থাক, পরের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার কর। যে তোমাকে প্রীতি করে, যদি তুমি কেবল তাহাকেই প্রীতি কর, তবে আর তোমার কি প্রশংসনীয় কর্ম্ম করা হইল? পাতকীরাও প্রীতিকারীদের প্রতি প্রীতি করে।

(১১৩ অর্থাৎ সাতিশয় সহিষ্ণু হও।

(১১৫) এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে যাহার যথার্থ অভাব আছে, তাহাকে সাধ্যানুসারে দান কর; এবং আপনার অনিষ্ট না করিয়া যত দূর বদান্য হইতে পার, তত দূর চেষ্টা করিবে।—Burkitt.

যে তোমার উপকার করে, যদি কেবল তাহারই প্রত্যুপকার কর, তবে আর কি প্রশংসাজনক কর্ম্ম করা হইল? পাপীরাও তদ্রূপ করিয়া থাকে। প্রতিপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় যদি ঋণ দাও, তবে আর তাহাতে প্রশংসা কি? প্রতিপ্রাপ্তি নিমিত্ত পাতকীরাও পাতকীদিগকে ঋণ দিয়া থাকে। কিন্তু তোমরা শত্রুদিগকেও প্রীতি কর, তাহারদের উপকার কর, এবং তাহারদিগকে ঋণ দাও; প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করিও না। ঈদৃশ ব্যবহারবিশিষ্ট হইলে তোমরা প্রভূত পুরস্কার পাইবে, এবং পরমপুরুষের উপযুক্ত পুত্র স্বরূপ হইবে। দেখ, তিনি অকৃতজ্ঞ এবং পাপকারীদের প্রতিও করুণা বিতরণ করিতেছেন। অতএব তোমারদের পরমপিতা যেরূপ কারুণিক স্বভাব, তোমরাও তদনুরূপ কারুণিক হও।

১০৮। পরকে বিচারাধীন করিও না (১১৫), তাহাতে আপনারা বিচারাধীন হইবে না; পরের প্রতি দোষারোপ করিও না, তাহাতে আপনারদের প্রতিও দোষারোপিত হইবে না (১১৬)। ক্ষমাশীল হও, আপনারাও ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। দান কর,

(১১৫) অন্যায় রূপে।
(১১৬) নিন্দক স্বভাব হইবে না।

দান প্রাপ্ত হইবে; এমন কি, লোকে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য তোমারদের ক্রোড়ে অর্পণ করিবে। যে মানে তোমরা অন্যকে দ্রব্য দিবে, সেই মানে আপনারাও পাইবে।

১০৯। তিনি তাহারদিগকে একটি উপমাবাক্য বলিলেন: অন্ধ কি অন্ধ দ্বারা নীয়মান হইতে পারে? হইলে, উভয়েই কি গর্ত্তে পতিত হয় না? শিষ্য গুরুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে; যে কেহ সম্পন্নচরিত্র, সে স্বীয় গুরুতুল্য হইবে। তুমি ভ্রাতার নেত্রে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড দেখিতেছ, নিজের চক্ষুস্থ বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ডকে দেখিতে পাও না? কি বলিয়া তোমার ভ্রাতাকে বল যে 'ভ্রাতঃ! তোমার চক্ষু হইতে তৃণ খণ্ড নির্গত করিয়া দি' যখন নিজের নেত্রস্থ বৃহৎ কাষ্ঠকে দেখিতে না পাইতেছ? হে ভণ্ডতাপস! অগ্রে স্বীয় চক্ষুস্থ কাষ্ঠকে বহির্গত করিয়া ফেল; পশ্চাৎ পরিষ্কারদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতার নেত্র হইতে তৃণখণ্ড বাহির করিবে (৪২)।

১১০। উত্তম তরুতে অধম ফল ফলে না, এবং অধমতরুও উত্তম ফলোৎপাদন করে না। ফলের দ্বারা তরুর পরিচয় পাওয়া যায়। কণ্টক বৃক্ষ হইতে লোকে উডুম্বর আহরণ করে না, এবং কপিকোলি হইতেও দ্রাক্ষা আহরণ করে না। সৎ

স্বভাব মনুষ্য স্বীয় সদন্তঃকরণরূপ কোষ হইতে সদ্বিষয় বহির্গত করেন; এবং অসদ্ব্যক্তি স্বীয় অসদন্তঃকরণরূপ কোষ হইতে অসদ্বিষয় বহির্গত করে। মনেতে যাহা প্রচুর থাকে, তাহাই মুখের দ্বারা বহির্গত হয়।

১১১। কেন আমাকে 'প্রভো! প্রভো!' বল, যখন আমার উপদেশকে কার্য্যে পরিণত না করিতেছ? যে ব্যক্তি আমার সন্নিধানে আসিয়া এবং আমার উপদেশ শুনিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করে, সে কাহার তুল্য, আমি বলিতেছি: সে এমত এক ব্যক্তির সদৃশ, যে পর্ব্বতোপরি গভীর খনন পূর্ব্বক এক গৃহের মূলপাতন করে; জলপ্লাবন বৃদ্ধি হইয়া প্রবলরূপে প্রবাহিত হইয়াও সেই গৃহকে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, যেহেতু পর্ব্বতোপরি তাহার মূলপাত হইয়াছে। কিন্তু যে শুনিয়া তদনুযায়ী না চলে, সে এমত এক জনের তুল্য, যে মূলপাত না করিয়া ভূমির উপর এক গৃহ নির্ম্মাণ করে; তৎপর স্রোত প্রবলরূপে প্রবাহিত হইবামাত্রেই গৃহ পতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হয়।

১১২*। একজন ফিরূসি তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। তিনি ফিরূসির আবাসে গমন

---

* লূক ৭ ম অ, ৩৬ শ শ্লো।

পূর্ব্বক আহারে বসিলেন। ফিরুসির গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেছেন, ইহা সেই নগরবাসিনী কোন পাতকিনী শ্রবণ পুরঃসর এক শুক্লাশ্মনির্ম্মিত পেটিকায় সুবাসিত তৈল পূর্ণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল; এবং রোদন করত যিশুর পদ সমীপে দণ্ডায়মানা হইয়া নেত্রাম্বু দ্বারা তদীয় পদ প্রক্ষালন এবং স্বীয় কেশপাশদ্বারা মার্জ্জন করিল; পরিশেষ চরণ চুম্বন পূর্ব্বক তৈল ম্রক্ষণ করিল। নিমন্ত্রক ফিরুসি ইহা অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণে এই বিচার করিলেক যে 'যদি ইনি ঋষিদের মধ্যে গণ্য হইতেন, তবে অবশ্য জানিতে পারিতেন কীদৃশী রমণী ইঁহাকে স্পর্শ করিতেছে; এ স্ত্রী তো পাপপরায়ণা।' যিশু কহিলেন, সিমোন্! আমার কিছু বক্তব্য আছে। সে কহিল 'বলুন।' যিশু উত্তর করিলেন, কোন উত্তমর্ণের দুই অধমর্ণ ছিল; এক জন পাঁচশত মুদ্রা ও অপর পঞ্চাশ মুদ্রা ঋণ লয়। তাহারদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকাতে তিনি সদয় হইয়া উভয়কেই ক্ষমা করিলেন। অতএব বল দেখি, কে তাঁহার প্রতি অধিকতর প্রীতি করিল? সিমোন্ উত্তর করিল 'আমার বোধ হয় সেই ব্যক্তি, যাহার অধিকতর ঋণ মার্জ্জিত হয়।' যিশু, তুমি যথার্থ বিচার করিয়াছ, এই বলিয়া রমণীর প্রতি লক্ষ্য করত সিমোন্‌কে

কহিলেন, এই নারীকে দেখিতেছ? আমি তোমার গৃহে প্রবেশ করিলাম, তুমি পাদ্য দান করিলে না; কিন্তু এই স্ত্রী নেত্রাম্বু দ্বারা আমার পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মস্তকস্থ কেশ দ্বারা মার্জন করিয়াছে। তুমি আমাকে চুম্বন দিলে না; কিন্তু এই স্ত্রী প্রথমাবধি আমার পদচুম্বন করিতে নিবৃত্ত হয় নাই। আমার মস্তকে তুমি তৈল প্রদান করিলে না; কিন্তু এই নারী আমার পাদদ্বয়ে সুবাসিত তৈল ম্রক্ষণ করিয়াছে। অতএব বলিতেছি, তাহার বহুবিধ পাতক অপনীত হইল; যেহেতু সে প্রচুর প্রীতি প্রকাশ করিয়াছে। যাহাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রীতি করে। পরে তিনি সেই যোষাকে, কহিলেন, তোমার পাপ মার্জিত হইল। যাহারা তাঁহার সহিত ভোজন করিতেছিল, তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল 'পাপপর্য্যন্ত মার্জনা করিতেছেন যে ইনি, ইনি কে?' যিশু সেই স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার শ্রদ্ধা তোমার ত্রাণের কারণ হইয়াছে; সুখে চলিয়া যাও।

১১৩*। এক সময়ে সমস্তনগরাগত বহু লোক সমবেত হইলে তিনি উপমাবাক্য দ্বারা এই রূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন, এক বীজবাপক বীজবপ-

* লুক, ৮ ম অ, ৪ র্থ শ্লো।

নার্থ গমন করিল। বপন করিতে করিতে কতক বীজ পথিপার্শ্বে পতিত হইল, এবং সে সকল পদ দ্বারা মর্দ্দিত, তথা বিহঙ্গমগণ দ্বারা প্রত্যবসিত হইল। কতক বীজ প্রস্তরময় ভূমিতে পড়িল; তাহা জলাভাব হেতু অঙ্কুরিত হইবামাত্রেই শুষ্ক হইয়া গেল। কতক বীজ কণ্টকবনে পতিত হইল; কণ্টক সকল বর্দ্ধিত হইলে তাহারা নিস্তেজ হইয়া গেল। অপিচ, কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, এবং অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া শতগুণ শস্য ধারণ করিল। তিনি ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বর বলিলেন, যাহার কর্ণ আছে, শ্রবণ করুক। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন 'অভিহিত উপমাবাক্যের তাৎপর্য্য কি?' তিনি কহিলেন, ঐশ্বরীয়রাজ্যের রহস্য ব্যাপারসকল জানিবার অধিকার কেবল তোমরাই প্রাপ্ত হইয়াছ; অন্য লোক কেবল উপমাবাক্য শুনিতেছে; উহারা দেখিয়া দেখে না, এবং শুনিয়া বুঝে না। উপমা-বাক্যের তাৎপর্য্য এই: ধর্ম্মোপদেশ বীজের স্বরূপ; পথিপার্শ্বিকেরা সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা শ্রবণ করে, কিন্তু পাছে শ্রদ্ধা স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্ম পথের পথিক হয়, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ পাপপুরুষ আসিয়া তাহারদের চিত্তক্ষেত্র হইতে বীজ অপহরণ করে। প্রস্তরময় ভূমিস্থ সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা

শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দের সহিত গ্রহণ করে; কিন্তু ইহারদের চিত্তে বীজ মূলবদ্ধ হয় না, সুতরাং তাহারা অত্যল্প কাল প্রত্যাবান্ থাকে; পরীক্ষা সময় উপস্থিত হইলেই তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে পরাঙ্মুখ হয়। কণ্টকবনস্থ সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা শ্রবণ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু বিষয়চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়সুখের দ্বারা তাহারদের চিত্তক্ষেত্রস্থ বীজ নিস্তেজ হইয়া যায়, সুতরাং পূর্ণরূপে ফলোৎপাদন করে না। কিন্তু উর্ব্বরা ভূমিস্থ সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহারা স্বভাবতঃ উদার এবং সদন্তঃকরণ; তাঁহারা উপদেশ শ্রবণ করিয়া চিত্তে নিহিত রাখেন, এবং সহিষ্ণুতার সহিত ফলোৎপাদন করেন।

১১৪। বর্ত্তি প্রদীপ্ত করিয়া কেহ পাত্রাচ্ছাদিত বা খট্বার তলে রাখে না; প্রত্যুত দীপবৃক্ষের উপর সংস্থাপিত করে, যে গৃহপ্রবেশকারীরা আলোক দেখিতে পায় (২০)। এমত গুপ্ত বিষয় কিছু নাই, যাহা ব্যক্ত না হইবে, এবং এমত আচ্ছাদিত বিষয়ও কিছু নাই, যাহা পরিজ্ঞাত ও বহির্গত না হইবে (৫৭)। প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যাহার আছে, সে সমধিক প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাও গৃহীত হইবে (৭৩)।

১১৫। এক সময়ে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার অন্বেষণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু জনতা প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল 'আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আপনার মাতা ও ভ্রাতারা বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান আছেন।' তিনি বলিলেন, যাঁহারা ধর্ম্মউপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী চলেন, তাঁহারাই আমার মাতা ও ভ্রাতা।

১১৬*। একদা শিষ্যদের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, এই বিষয় লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। যিশু তাঁহারদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটি শিশুকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করাইলেন, এবং শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমার নামে এই শিশুকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে; এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরয়িতাকে গ্রহণ করে। যে তোমারদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম (১১৭), সেই শ্রেষ্ঠতম হইবে।

১১৭। যোহন কহিলেন 'স্বামিন্! এক ব্যক্তি আপনার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেতবাহিত ব্যক্তিদিগকে নীরোগ করিতেছে; আমারদের অনুগামী নয়

(১১৭) অর্থাৎ নম্র স্বভাব।

* লূক ৯ ম অ, ৪৬ শ শ্লো।

বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিলাম।’ যিশু বলিলেন, নিষেধ করিও না; যে আমারদের বিপক্ষ নয়, তাহাকে অনুকূল জানিবে (১০২)।

১১৮। তাঁহার লোকান্তরিত হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি যিরূশালেমে গমনার্থ উন্মুখ হইয়া লোক প্রেরণ করিলেন; তাহারা তাঁহার নিমিত্ত আয়োজন উদ্দেশে শোমিরোণীয় লোকদের এক পল্লীতে প্রবেশ করিল। তাঁহার যিরূশালেমে যাইবার সঙ্কল্প ছিল বলিয়া শোমিরোণীয়েরা যিশুর সৎকার করিলেক না। তদীয় শিষ্য যাকুব এবং যোহন ইহা দেখিয়া কহিলেন, ‘প্রভো! যেমত এলিয় (১১৮) আকাশ হইতে অগ্নি বৃষ্টি হইয়া দগ্ধ হউক এমত অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, ইহারদের প্রতি সেই রূপ শাপ দিব?’ তিনি তাঁহারদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, তোমারদের চিত্ত কি রূপ, তাহা তোমরা জান না। নরপুত্র মনুষ্যের জীবন নাশার্থ আসেন নাই, প্রত্যুত ত্রাণার্থ আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা গ্রামান্তরে গমন করিলেন।

১১৯। তাঁহারা পথে যাইতেছিলেন, এমতকালে

(১১৮) সামারিয় দেশের রাজা পরমেশ্বরবিমুখ হয়, তাহাতে এলিয় নামক ঋষি অভিসম্পাত দ্বারা তাহার লোকদিগকে ভস্মীভূত করেন; সেই উপাখ্যান উদ্দেশে কথিত।

এক ব্যক্তি কহিল 'প্রভো! যেখানে যাউন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।' যিশু বলিলেন, শৃগালদের গর্ত্ত আছে, পক্ষীদের নীড় আছে; কিন্তু নরপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই (১১৯)। তিনি আর এক জনকে কহিলেন, আমার সঙ্গে আইস। সে কহিল 'প্রভো! আজ্ঞা হয়, অগ্রে আমি গিয়া মৃত পিতার সৎক্রিয়া সমাপন করিয়া আসি।' যিশু কহিলেন, মৃত ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তিদের সৎক্রিয়া করুক। অপর এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল 'প্রভো! আমি আপনার অনুষঙ্গী হইব; কিন্তু অগ্রে গিয়া গৃহস্থ পরিজনদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি।' যিশু বলিলেন, যে ব্যক্তি লাঙ্গলে হস্তক্ষেপ করিয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করে, সে ঈশ্বরীয় রাজ্যের উপযুক্ত নহে (১২০)।

১২০*। এই সমস্ত ব্যাপারের পর, যিশু সপ্ততি

(১১৯) যিহুদীরা যে উদ্ধারকর্ত্তার প্রতীক্ষা করিত, তিনি ক্ষমতাবান্ রাজা হইবেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল; তদনুযায়ী এই ব্যক্তি যিশুকে উদ্ধারকর্ত্তা রূপে শুনিয়া সাংসারিক সুখ প্রত্যাশায় তাঁহার অনুগামী হইতে আসিয়াছিল; কিন্তু যিশু তাহার ভ্রম অপনোদন করিতেছেন যে আমার অনুগামী হইলে তোমার সংসারসুখী হইবার অল্পই সম্ভাবনা রহিবে।

(১২০) যে ব্যক্তি নিত্য সুখ প্রাপ্তি জন্য আসিয়া সাংসারিক সুখের প্রত্যাশা রাখে, সে শিষ্য হইবার অনুপযুক্ত।

* লূক ১০ ম অ, ১ম শ্লো।

জন শিষ্যকে নিয়োজন পূর্ব্বক দুই দুই জন করিয়া সেই সেই নগর ও স্থানে প্রস্থাপন করিলেন, যে যে স্থানে আপনার যাইবার মানস ছিল। তিনি তাঁহারদিগকে বলিলেন, শস্য সংগ্রহের অতি উপযুক্ত সময় উপস্থিত; কিন্তু কর্ম্মকরের সংখ্যা অত্যল্প; অতএব তোমরা শস্যাধিপতিকে প্রার্থনা কর যে তিনি ক্ষেত্রে আরও অধিক কর্ম্মকর প্রেরণ করুন। তোমরা যাও; কিন্তু মেষশাবকতুল্য যে তোমরা, তোমারদিগকে বৃককুলের মধ্যে পাঠাইতেছি। পাথেয়, বা গোণী, অথবা পাদুকা সঙ্গে লইও না; পথিমধ্যে কাহাকেও নমস্কার করিও না। যে কোন গৃহে প্রবেশ কর, অগ্রে এই বাক্য উচ্চারণ করিবে 'এই গৃহের মঙ্গল হউক।' মঙ্গল প্রাপ্তির উপযুক্ত লোক যদি কেহ সেখানে থাকে, তবে তাহার মঙ্গল হইবে; নতুবা তোমারদের আশীর্ব্বাদ প্রত্যাগত হইবে। সেই গৃহেই অবস্থিতি করিবে; তাহারা যাহা প্রদান করিবে, তাহাই ভোজন ও পান করিবে; কর্ম্মকর অবশ্য স্বীয় বেতনের উপযুক্ত। গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিও না। যে কোন নগরে প্রবেশ কর, তথাকার লোকে যখন তোমারদের সৎকার করিবে, তখন তোমারদের সম্মুখে যাহা কিছু রক্ষিত হইবে, তাহাই অভ্যবহার কর; ব্যাধিপীড়িতদিগকে নীরোগ

করিবে, এবং তাহারদিগকে বলিবে 'ঈশ্বরীয় রাজ্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।' কিন্তু যে নগরে প্রবেশ করিলে লোকে তোমারদের সৎকার না করিবে, তথাকার পথ দিয়া চলিয়া যাইবে, এবং বলিবে 'তোমারদের নগরের ধূলি, যাহা আমারদের পাদে সংলগ্ন হইয়াছে, তাহাও আমরা তোমারদের ~~বিরুদ্ধে~~ পরিত্যাগ করিতেছি; তথাচ ক্বত নিশ্চয় হও, যে ঈশ্বরীয় রাজ্য তোমারদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।' আমি তোমারদিগকে বলিতেছি, বিচারদিবসে সিদোম নগরের (১২১) ক্লেশাপেক্ষাও এই নগরের ক্লেশ অধিকতর হইবে। কোরাসীন্! (১২২) তোমাকে ধিক্! বৈৎসৈদা! (১২২) তোমাকে ধিক্। তোমারদের মধ্যে যাবতীয় মহত্ত্বীক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা যদি সোর্ ও সীদোন নগরে সম্পন্ন হইত, তবে বহুকাল পূর্ব্বাবধি তাহারা শোকবস্ত্র ও ভস্ম দ্বারা পরিবৃত হইত। চরম বিচার কালে সোর্ (১২২) ও সীদোনের (১২২) ক্লেশাপেক্ষা তোমারদের ক্লেশ অধিকতর হইবে। হে কফর্নাহূম! (১২২) তুমি আকাশে উত্থিত হইয়াছ, কিন্তু নিরয়ে পড়িবে। যে কেহ

(১২১) যিহূদীপুরান মতে এই নগরস্থ লোকেরা পরমেশ্বর বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে বিধ্বংস হইয়াছিল।

(১২২) ভিন্ন ভিন্ন নগর।

তোমারদের কথা শুনে, তাহার আমার কথা শুনা হইবে; আর যে কেহ তোমারদিগকে অবজ্ঞা করে, সে আমার অবজ্ঞা করে, সুতরাং আমার প্রেরয়িতাকেও অবজ্ঞা করে।

১২১*। একজন ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা তাঁহার পরীক্ষার্থ দণ্ডায়মান্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'স্বামিন্! নিত্য জীবন লাভার্থ আমার কি কর্ত্তব্য?' তিনি উত্তর করিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে কি লিখিত আছে? তুমি কিরূপে অধ্যয়ন করিয়াছ; ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা কহিলেন '"তোমার অধিস্বামী পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে, একতান মনে, একাগ্র্যচিত্তে, এবং সর্ব্বশক্তির সহিত প্রীতি করিবে; এবং প্রতিবেশীকে আত্মতুল্য প্রীতি করিবে।"' যিশু বলিলেন, যথার্থ উত্তর করিয়াছ; এই রূপ করিলেই জীবন প্রাপ্ত হইবে।

১২২। কিন্তু সে ব্যক্তি আপনাকে নির্দ্দোষি রূপে প্রতিপন্ন করিবার আশয়ে যিশুকে কহিলেন 'আমার প্রতিবেশী কে?' যিশু উত্তর করিলেন, এক ব্যক্তি যিরূশালেম হইতে যিরীহো নগরের অভিমুখে অভিনির্যাণ করিয়া পথিমধ্যে চৌরহস্তে পতিত হইল; চৌরেরা তাহাকে বস্ত্রহীন, এবং বিলক্ষণরূপে প্রহার পূর্ব্বক মৃতকল্প করিয়া প্রস্থান করিল। কোন

* লূক ১০ ম অ, ২৫ শ শ্লো।

যাজক অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিল, এবং বর্ত্মের অন্য প্রান্ত দিয়া চলিয়া গেল; পরে একজন লেবীয় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অবলোকন করত পথের পার্শ্বান্তর দিয়া গমন করিল। কিন্তু অবশেষে এক জন শোমিরোণীয় পর্য্যাটক আহত ব্যক্তির নিকট উপনীত হইলেন, এবং তাহাকে বিলোকন পূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া তাহার সমীপগত হইলেন, এবং তৈলৌষধি ও সুরা প্রদান করিয়া আঘাত সকলকে বদ্ধ করিলেন; অনন্তর তাহাকে স্বীয় বাহনে আরূঢ় করিয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিলেন। পর-দিন প্রাতে প্রস্থানের সময় দুইটি মুদ্রা বাহির করিয়া পান্থশালার অধ্যক্ষকে প্রদান পুরঃসর কহিলেন 'ইহার তত্ত্বাবধারণ কর; এবং ইহার নিমিত্ত যাহা ব্যয় করিবে, তাহা আমি প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তোমা-কে অর্পণ করিব।' এখন, যে চৌরহস্তে পড়িয়াছিল, তোমার বিবেচনায় এই তিনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশী? ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা কহিলেন 'যিনি তাহার প্রতি দয়া করেন।' যিশু বলিলেন, যাও, তুমিও তদ্রূপ ব্যবহার কর।

১২৩*। এক সময়ে তাঁহারা গমন করিতে করিতে

---

*লূক ১০ ম অ, ৩৮ শ শ্লো।

এক গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং মার্থা নাম্নী কোন রমণী যিশুকে স্বীয় নিকেতনে সৎকার করিল। মার্থার মরিয়ম্ নাম্নী এক ভগিনী ছিল; সে উপবেশন পূর্ব্বক যিশুর পদসেবা এবং তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিতে লাগিল। মার্থা বহুবিধ পরিচর্য্যায় বিক্লান্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া কহিল 'প্রভো! আপনি দেখিতেছেন না যে আমার ভগিনী বসিয়া থাকাতে একক আমাকে কর্ম্ম করিতে হইতেছে? অতএব উহাকে আসিয়া আমার সহকারিতা করিতে বলুন।' যিশু উত্তর করিলেন, মার্থা! মার্থা! তুমি বহু বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছ; কিন্তু একটি বিষয়ই প্রয়োজনীয়; মরিয়ম্ সেই সদ্ভাগটি মনোনীত করিয়াছে; অতএব উহার নিকট হইতে তাহা প্রতিনীত হইবে না।

১২৪*। একদা তিনি কোন স্থানে ঈশ্বরারাধনা করিতেছিলেন; উপাসনা শেষ হইলে এক জন শিষ্য কহিলেন 'প্রভো! যোহন্ যে রূপ স্বীয় শিষ্যদিগকে প্রার্থনাবিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আপনিও আমারদিগকে তদ্রূপ শিক্ষা দিউন্।' যিশু কহিলেন, প্রার্থনার সময় তোমরা এই রূপ বলিবে: 'হে পরমপিতঃ, তুমি আরাধ্যমান্ হও। তোমার সুখরাজ্য আগমন

* লুক ১১ শ অ, ১ ম শ্লো।

করুক। অমরলোকে তোমার ইচ্ছা যদ্রূপ সিদ্ধ হইতেছে, এই মর্ত্ত্যলোকেও তদ্রূপ হউক। আমারদের দৈনন্দিন-আবশ্যক-উপজীব্য প্রদান কর। আমরা অপরাধীদিগকে মার্জ্জনা করি, তুমিও আমারদের অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমারদের যেন পাপে প্রবৃত্তি না হয়; আমারদিগকে পাপ হইতে দূরে রাখ।'

১২৫। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন, তোমারদের মধ্যে যদি কেহ নিশীথ সময়ে বন্ধুর নিকটে গিয়া বলে 'বন্ধো! খান তিনেক রোটিকা দাও; এক পর্য্যাটক সুহৃদ্ আমার আলয়ে আসিয়াছেন; আমার নিকট কিছু মাত্র নাই যে তাঁহার সম্মুখে পরিবেষণ করি;' তবে সেই অভ্যন্তরস্থব্যক্তি কি এমত উত্তর করিতে পারে 'আমাকে বিরক্ত করিও না; দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে; শিশুরা আমার নিকট শয়ান হইয়াছে; আমি উঠিয়া দিতে পারি না?' আমি বলিতেছি, বন্ধু বলিয়াও যদি সে ব্যক্তি উঠিয়া না দায়, তথাপি বন্ধুর কাকুক্তি জন্যও উঠিয়া তদীয় আবশ্যকরূপ দ্রব্য প্রদান করিবে। আমি বলিতেছি, যাচ্ঞা কর, প্রাপ্ত হইবে; অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, উদ্ঘাটিত হইবে। যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে প্রাপ্ত হয়;

যে অনুসন্ধান করে, সে দেখিতে পায়; যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার নিমিত্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।

১২৬। তোমারদের মধ্যে কাহারও পুত্র যদি অন্ন যাচ্ঞা করে, তাহাকে কি প্রস্তর দিয়া থাকে? না সে মৎস্য চাহিলে তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে সর্প দিয়া থাকে? কি সে অণ্ড চাহিলে তাহাকে বৃশ্চিক দিয়া থাকে? অতএব তোমরা মন্দস্বভাব হইয়াও যদি পুত্রদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে পরমপিতাকে প্রার্থনা করিলে তিনি কত আগ্রহের সহিত তোমারদিগকে পবিত্রান্তঃকরণ প্রদান করিবেন!

১২৭*। তিনি এই সকল কথা কহিতেছিলেন, এমত কালে তত্রস্থ এক যোষা উচ্চৈঃস্বরে কহিল 'যে গর্ভ তোমাকে ধারণ করিয়াছে, এবং যে চুচুক তুমি শোষণ করিয়াছ, তাহা ধন্য।' কিন্তু তিনি কহিলেন, বরঞ্চ যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করে, ও তদনুযায়ী চলে, তাহারাই ধন্য।

১২৮†। কোন ব্যক্তি বর্ত্তিতে অগ্নি দান করিয়া গূঢ়স্থলে বা কোন ধানিকার নিম্নে রক্ষা করে না, দীপবৃক্ষেই রক্ষা করে; তাহাতে গৃহাগত লোকেরা আলোক দেখিতে পায়। চক্ষুঃই শরীরের আলোক

---

* লূক ১১ শ অ, ২৭ শ শ্লো।

† লূক ১১ শ অ, ৩৩ শ্লো।

স্বরূপ; অতএব চক্ষুঃ যদি নীরোগ থাকে, তবে সমস্ত শরীর আলোকপূর্ণ হয়; কিন্তু চক্ষুঃ রোগযুক্ত হইলে শরীর অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে। অতএব সাবধান হও, যেন তোমার অভ্যন্তরস্থ আলোক নির্ব্বাণ না হয়। যদি তোমার সমস্ত শরীর আলোকাকীর্ণ থাকে, কোন অংশেই অন্ধকার না থাকে, তবে সমস্ত অংশই আলোকপূর্ণ দেখায়; যেমত বর্ত্তিকার প্রভাপুঞ্জ তোমাকে আলোক দায়, সেই রূপ (৩৯)।

১২৯। তিনি কহিতেছিলেন, এমত কালে একজন ফিরূশি তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিল; তিনি তাহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভোজনে উপবেশন করিলেন। অশনের পূর্ব্বে যিশু হস্ত পদ ধৌত করিলেন না, ইহা দেখিয়া ফিরূসি বিস্মিত হইল। যিশু তাহাকে কহিলেন, ফিরূসি যে তোমরা, তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্রের বহির্দেশকে মার্জন করিয়া থাক; কিন্তু তোমারদের অভ্যন্তর নিষ্ঠুরতা ও কুবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। হে নির্ব্বিবেক সকল! যিনি বহির্দ্দেশ সৃজন করিয়াছেন, তিনিই কি অন্তর্দ্দেশের সৃজন করেন নাই? বরং তোমারদের যাহা কিছু আছে, তাহা দান কর; তবেই তোমারদের পক্ষে সমস্ত বস্তু শুদ্ধ হইবে। ফিরূসিগণ! তোমারদিগকে

ধিক্। তোমরা পোদিনা ও আরুদ*এবং অন্যান্য শাকের শাস্ত্রসিদ্ধ দশমাংশ দান করিয়াথাক, কিন্তু ন্যায়ব্যবহার এবং ঈশ্বরপ্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানে বিরত হইয়াছ; তোমারদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়েরই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ছিল। হে ফিরুসিগণ! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা সমাজমধ্যে উচ্চতর আসন, এবং বিপণিস্থানে প্রণামাদির অভ্যাকাঙ্ক্ষা রাখ। হে অধ্যাপক ও ফিরুসি ভণ্ডতাপস সকল! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা অপ্রকাশিত শ্মশানের তুল্য; যাহারা তদুপরি ভ্রমণ করে, তাহারা তাহা জানিতে পারে না।

১৩০। একজন ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা কহিল 'স্বামিন্! এই বলিয়া আপনি আমারদিগকেও তিরস্কৃত করিতেছেন।' তিনি কহিলেন, হে স্মার্ত্তগণ! তোমারদিগকেও ধিক্। তোমরা ক্লেশকর ভারসকল লোকের স্কন্ধে স্থাপন কর, কিন্তু আপনারা অঙ্গুলি দ্বারাও তাহা স্পর্শ কর না। তোমারদিগকে ধিক্। তোমারদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ঋষিদিগকে বধ করিয়াছে, তোমরা তাঁহারদের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাক। তোমরা যে পূর্ব্বপুরুষদের কার্য্যকে অদুষনীয় বোধ কর, ইহার প্রমাণ আপনারাই হইতেছ; কারণ তাহারা বধ করিয়াছে, তোমরা সমাধি

দিতেছ। পরমজ্ঞান কর্ত্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে যে আমি ঋষি ও ধর্ম্মপ্রচারকসকল প্রেরণ করিব, তন্মধ্যে কতকগুলীকে তাহারা নিপীড়িত এবং কতকগুলীকে নিহত করিবে; যে তদ্দারা পৃথিবীর আদিমাবস্থাবধি যত ঋষির শোণিত পাত হইয়াছে—হাবিলের রক্তাবধি মন্দির ও যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থলে নিহত সিখরিয়ের রক্তপর্য্যন্ত সমস্ত শোণিত বর্ত্তমান্ লোকদের নিকট হইতে পরিশোধরূপে গৃহীত হইতে পারে (৯৪)। হে ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাসকল! তোমারদিগকে ধিক্। তোমরা জ্ঞানকুঞ্জিকা লুক্কায়িত করিয়াছ; আপনারা প্রবেশ কর নাই, পরে প্রবেশ করিতে গেলেও প্রতিরোধকতা করিয়াছ।

১৩১*। একসময়ে এত অসংখ্য লোক সমবেত হইল, যে তাহারা পরস্পর বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে শিষ্যদিগকে বলিলেন, ফিরুসিদের ভণ্ডব্যবহাররূপ যে তুলারস, তাহার ব্যবহার বিষয়ে সাবধান হও। এমত কিছু অপ্রকাশিত বিষয় নাই, যাহা প্রকাশ না হইবে, এবং এমত কিছু গুপ্ত বিষয় নাই, যাহা ব্যক্ত না হইবে। যাহা অন্ধকারে কহিবে, তাহা আলোকে শ্রুত হইবে; এবং কুটীরমধ্যে

যাহা কর্ণেজপ করিবে, তাহা গৃহের উপরিদেশ হইতে প্রচারিত হইবে।

১৩২। আমি বলিতেছি, বন্ধুগণ! যাহারা কেবল শরীর ধ্বংস ব্যতীত অন্য কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহারদিগকে ভয় করিও না! কাহাকে ভয় করা উচিত, তাহা আমি তোমারদিগকে পূর্ব্বে বলিয়া দিতেছি: তাঁহাকেই ভয় কর, যিনি আমারদিগকে বধ করিয়া নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন; হাঁ, কেবল তাঁহাকেই ভয় কর। পাঁচটা চটকপক্ষী কি দুইটি তাম্রমুদ্রায় বিক্রীত হয় না? কিন্তু পরমেশ্বর তাহারদের একটিকেও বিস্মৃত হন না। তোমারদের মস্তকের কেশাবলীও পরিসংখ্যাত আছে। অতএব ভয় করিও না; তোমরা অনেক চটকাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্।

১৩৩। আমি আরও বলিতেছি, মনুষ্য সমক্ষে যে আমাকে স্বীকার করিবে, নরপুত্র তাহাকে ঈশ্বরাধীন দেবগণ সমক্ষে স্বীকার করিবেন; আর যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করিবে, সে দেবগণ সমক্ষে অস্বীকৃত হইবে। যে কেহ নরপুত্রের নিন্দা করিবে, সে মার্জনা পাইতে পারে; কিন্তু যে পরমেশ্বরের নিন্দা করে, তাহার অপরাধ মার্জ্জিত হইবে না। যখন লোকে তোমারদিগকে সমাজমধ্যে বা

বিচারক ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সমক্ষে আনয়ন করিবে, তখন কি রূপে কথা কহিবে, কি কহিবে, এ বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইও না; সেই সময়ে তোমারদের যাহা বলা উচিত, তাহা দৈবাৎ উপস্থিত হইবে (৫৩)।

১৩৪। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কহিল 'স্বামিন্! আমার ভ্রাতাকে বলুন, আমার পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিয়া দেন।' তিনি কহিলেন, অহে! তোমারদের উপর বিচারক বা বিভাগকারী করিয়া আমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তিনি সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, সাবধান, যেন তোমরা লোভপরতন্ত্র না হও; কেবল বিভবৈশ্বর্য্যেই মনুষ্যের জীবন সার্থক হয় না। তিনি পরে এক উপমাবাক্য উল্লেখ করিলেন: কোন ব্যক্তির ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল; সে মনে মনে কহিল 'শস্য রাখিবার ত স্থান নাই, কি করিব? বর্ত্তমান অন্নকোষ্ঠক সকল ভগ্ন করিয়া সুপ্রসারিত কোষ্ঠ নির্ম্মাণ করাই উচিত; তাহা হইলে আমার শস্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সচ্ছন্দে রক্ষিত হইবে; তখন স্বীয় আত্মাকে এই বলিব "আত্মন্! বহুদিনের নিমিত্ত প্রচুর শস্য সঞ্চিত হইয়াছে; এখন সুখে পান ভোজন কর, এবং প্রমোদযুক্ত হও।"' কিন্তু বিধাতাপুরুষ তা-

হাকে বলিলেন 'রে অবোধ! অদ্য রাত্রেই তোর আত্মা গৃহীত হইবে; অতএব তোর সঞ্চিত দ্রব্য কাহার হইবে?' অতএব যে আপনার কোষকে পূর্ণ করে, সে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধনবান্ হয় না।

~~১৩৩। তিনি শিষ্যদিগ~~কে বলিলেন, অতএব বলিতেছি, জীবনের নিমিত্ত—কি ভোজন করিবে, শরীরের নিমিত্ত—কি পরিধান করিবে, এবিষয়ে চিন্তিত হইও না। জীবন অন্নের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এবং শরীর বস্ত্রের অপেক্ষা মহত্তর। বায়সদের অবস্থা বিবেচনা কর: তাহারা বপন করে না, আহরণও করে না; এবং কণ্ডোল বা অন্নকোষ্ঠকও প্রস্তুত করে না, ~~তথাপি~~ ঈশ্বর তাহারদিগকে আহার দিতেছেন। পক্ষীর অপেক্ষা তোমরা কত মহত্তর? চিন্তা করিয়া তোমারদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বীয় শরীরের উচ্চতাকে এক হস্ত দীর্ঘতর করিতে পারে? যদি ঈদৃশ সামান্য ব্যাপার সম্পাদন করিতে না পার, তবে অবশিষ্ট ব্যাপার সকলের জন্য চিন্তা কি? অপিচ, উৎপল পুষ্পের অবস্থা বিবেচনা কর, তাহারা কি রূপে বর্দ্ধিত হয়; তাহারা শ্রম করে না, বয়ন ও করে না; তথাপি, বলিতেছি, সুলিমান্ স্বীয় সমস্ত বিভব পরিবৃত হইয়াও ইহারদের একটির তুল্য সুশোভিত হয়েন নাই। যে তৃণ অদ্য ক্ষেত্রে

আছে, কল্য চুল্লীমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে বিধাতা যদি ঈদৃশ সুপরিচ্ছদ প্রদান করেন, তবে, হে অল্পশ্রদ্ধাশালী লোকগণ! তিনি তোমারদিগকে কত সুশোভিত করিবেন! অতএব কি ভোজন করিবে, কি পান করিবে, এ বিষয়ে চিন্তিত হইও না, এবং সন্দিহানও হইও না। সংসারবদ্ধ লোকেরা এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করে। পরমপিতা কোন্ কোন্ পদার্থে আমারদের প্রয়োজন, তাহা জানেন। তোমরা সুখরাজ্যের অনুসন্ধান কর; এ সকল বিষয় স্বতঃই তোমারদের নিকট উপস্থিত হইবে।

১৩৬। প্রিয়শিষ্যগণ! নির্ভয় হও; পরমপিতাই তোমারদিগকে সুখরাজ্যের অধিকারী করিয়াছেন। তোমারদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয়পূর্ব্বক নিস্বঃদিগকে দান কর; পুরাতন হয় না এমত অর্থাধার গ্রহণ কর; এমত পরলোকস্থ অক্ষয়ধন সঞ্চয় কর, যাহা তস্করের দ্বারা অপহৃত হয় না, এবং কীটাদি দ্বারাও নষ্ট হয় না। যেখানে তোমারদের ধন, সেই খানেই তোমারদের মন থাকিবে। তোমারদের কটিদেশ সদা বদ্ধ থাকুক, তোমারদের আলোক প্রভাপূর্ণ থাকুক, এবং তোমরা তাদৃশ ব্যক্তিদের তুল্য হও, যাহারা বিবাহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তমান্ স্বামীর

উদ্দেশে অপেক্ষা করিয়া থাকে; তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত করিতে পারে। সেই ভৃত্যেরাই ধন্য, যাহারদিগকে প্রভু আসিয়া জাগরিত দেখেন; যথার্থ বলিতেছি, তিনি আপনার কটিদেশ বদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে ভোজনে বসাইবেন, এবং স্বয়ং তাহারদের পরিবেষণ করিবেন। যদি তিনি দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রহরে আসিয়াও ভৃত্যদিগকে প্রস্তুত দেখেন, তবে তাহারা ধন্যবাদ পাইবে। তোমরা জান যে গৃহস্থ যদি জানিতে পারে, কোন্ সময়ে তস্কর আসিবে, তবে অবশ্য জাগরিত থাকিয়া চৌরকে গৃহ ভেদ করিতে দায় না। অতএব তোমরা প্রস্তুত থাক; কারণ তোমরা জানিতে পারিবে না, এমত এক সময়ে নরপুত্র আসিবেন।

১৩৭। তখন পিতর জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভো! এই উপমাবাক্য কি কেবল আমাদের পক্ষেই বলিলেন, কি সকলের পক্ষে?' যিশু উত্তর করিলেন, যে ভৃত্যকে প্রভু গৃহাধ্যক্ষ করিয়া পরিজনবর্গকে উপযুক্ত সময়ে অন্নপরিবেষণার্থ নিযুক্ত করিয়া যান, তদ্ব্যতীত আর বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান্ ভৃত্য কে? যদি প্রভু আসিয়া সেই ভৃত্যকে স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত দেখেন, তবেই সে ধন্যবাদ পায়; যথার্থ বলিতেছি,

প্রভু তাহাকে সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষ করিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই ভৃত্য 'প্রভুর আগমনে বিলম্ব হইতেছে' এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া সহভৃত্য এবং পরিচারিকাদিগকে প্রহার করে, এবং ভোজন ও মদ্যপান পূর্ব্বক মত্ত হয়, তবে তাহার প্রভু তাহার অজ্ঞাতসারে হয় ত এমত এক সময়ে উপস্থিত হন; যাহা সে উপলব্ধি করে নাই। তিনি অবশ্য সেই ভৃত্যকে বিনাশ পূর্ব্বক পাপাত্মাদের গতিকে প্রাপ্ত করান (১২৩)।

১৩৮। যে ভৃত্য প্রভুর ইচ্ছাকে জানিয়াও প্রস্তুত না থাকে, এবং প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম না করে, সে বিস্তর কষাঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে না জানিয়া কষাঘাতের উপযুক্ত কার্য্য করে, সে অল্প কষাঘাত প্রাপ্ত হয়। যাহাকে অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে অধিক গৃহীত হইবে; মনুষ্যেরা যাহার নিকট অধিক রাখিয়া থাকে তাহার স্থানে অধিক প্রত্যাশা করে, সেই রূপ।

১৩৯। আমি পৃথিবীতে অগ্নিদানের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি; যদি ইহা অগ্রেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তবে কি করিব? স্নানোপযুক্ত এক জল

(১২৩) উত্তম এবং অধম ভৃত্য ধর্ম্মানুরত এবং অধর্ম্মানুরত শিষ্য।

আমার সমীপে রহিয়াছে; স্নান সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কীদৃশ ভারগ্রস্ত (১২৪) রহিয়াছি! তোমরা কি মনে কর আমি পৃথিবীতে শান্তিপ্রচারার্থ আসিয়াছি? আমি বলিতেছি, তাহা নহে; বরং কলহ উদ্দীপনার্থ আসিয়াছি; যেহেতু, এ সময়াবধি এক গৃহে পাঁচ জন থাকিলে দুই জন তিন জনের বিরুদ্ধ, এবং তিন জন দুই জনের বিরুদ্ধ হইবে। পিতা পুত্রের বিপক্ষ, পুত্র পিতার বিপক্ষ হইবে, মাতা কন্যার বিরুদ্ধ, কন্যা মাতার বিরুদ্ধ হইবে; শ্বশ্রূ পুত্রবধূর বিপক্ষ, পুত্রবধূ শ্বশ্রূর বিরুদ্ধ হইবে (৫৯)।

১৪০। তিনি লোকদিগকেও কহিলেন, যখন তোমরা পশ্চিমে মেঘ দর্শন কর, তখন যুগপদ্ বলিয়া থাক 'বৃষ্টি আসিবে;' বাস্তবিকও তাহা ঘটে। যখন তোমরা প্রত্যক্ষ কর দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ু বহমান্ হইয়াছে, তখন বলিয়া থাক, 'গ্রীষ্ম হইবে;' বাস্তবিকও তাহা ঘটে। হে ভণ্ডতাপসসকল! তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর ভাব দেখিয়া যথার্থ বিবেচনা করিয়া থাক; কিন্তু বর্ত্তমান্ সময়ের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পার না? তোমরা আপনারাই কেন যথার্থ বিচার না কর?

(১২৪) অর্থাৎ যাবৎ ধর্ম্মবারি দ্বারা লোকদিগকে পবিত্র করিতে না পারিতেছি, তাবৎ কীদৃশ ভারগ্রস্ত রহিয়াছি!

১৪১। উত্তমর্ণের সহিত যখন বিচারকের সমীপে যাও, তখন পথে থাকিতে থাকিতেই তাহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা কর; নতুবা সে তোমাকে কারাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিবে; এবং কারাধ্যক্ষ তোমাকে কারাবদ্ধ করিবে। আমি বলিতেছি, যাবৎ তুমি চরম কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত প্রত্যর্পণ না করিবে, (২৯) তাবৎ মুক্ত হইবে না।

১৪২*। কতকগুলি গালিলীয় পীলাত (১২৫) কর্ত্তৃক আপনারদের দেবদেয় বলির সহিত নরবলি রূপে নিহত হইয়াছিল (১২৬); তাহারদের বিষয়

(১২৫) একজন বিচারক।

(১২৬) যিশুর সময়ে য়িহূদীদের মধ্যে দুই প্রধান দল ছিল: হিরোদীয়, ও গালীলীয়; প্রথম দল, রোমক সম্রাটের করপ্রাপ্তি বিষয়ে ব্যাঘাত না হয়, এমত চেষ্টা করিত; দ্বিতীয় দল কর প্রদানে আপত্তি উত্থাপন করিত। একদা কোন পর্ব্বাহে গালীলীয়েরা বলি প্রদান করিতেছিল, রোমকপ্রতিনিধি পীলাৎ সেই স্থলেই তাহারদিগকে বিনষ্ট করিলেন। যিশু বলিতেছেন যে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই যে সে অন্যান্য সৌভাগ্যবন্ত লোকদের অপেক্ষা অধিকতর পাপী এমত নহে; কোন ব্যক্তি সামান্য রূপ ঐশিক নিয়ম লংঘন করিয়াও আজীবন কষ্ট প্রাপ্ত হন, এবং কোন ব্যক্তি গুরুতর ঐশিক নিয়ম লংঘন করিয়া সাংসারিক সুখে চলিয়া যায়। কিন্তু এমত এক সময় আছে, যখন পরমেশ্বর আমারদের কর্ম্মানুসারে উপযুক্ত ফলাফল বিধান করিবেন।

*লূক ১৩ শ অ, ১ শ্লো।

কোন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইবাতে যিশু কহিলেন, তোমরা কি মনে কর যে উহারা অপহত হইয়াছে বলিয়া অপরাপর গালিলীয় হইতে অধিকতর অপরাধী? আমি বলিতেছি, কখন নহে; যদি তোমরা পাপ জন্য অনুতাপ না কর, তবে সকলেই সমান রূপে বিনষ্ট হইবে। অপিচ, শীলোহস্থ স্তম্ভ পতন দ্বারা যে অষ্টাদশ জনের প্রাণ বিনাশ হয়, তাহারা কি যিরুশালেমবাসী আর আর লোকের অপেক্ষা অধিকতর পাপী; আমি বলিতেছি, কখন নহে; যদি তোমরা পাপ জন্য অনুতাপ না কর, তবে সকলেই সমান রূপে বিনষ্ট হইবে।

১৪৩। তিনি বক্ষ্যমাণ উপমা বাক্যটিও উল্লেখ করিলেন: কোন ব্যক্তি স্বীয় দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে একটি উডুম্বুর বৃক্ষ রোপণ করিলেন; এবং কিছু কাল পরে ফলান্বেষণে আসিয়া ফল প্রাপ্ত হইলেন না; অতএব ক্ষেত্রপালকে কহিলেন 'দেখ, তিন বৎসর হইল আমি এই বৃক্ষে উডুম্বুর অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু প্রাপ্ত হই না; ইহাকে ছেদন কর; ইহার ভূমি ব্যাপিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।' ক্ষেত্রপাল উত্তর করিল 'প্রভো! এবৎসরও ইহার থাকিবার আজ্ঞা হয়; আমি ইহার তলে আলবাল খনন করিয়া পাংশু প্রদান করিব; ইহাতে যদি ফলবান্ হয়,

ভালই; নতুবা আপনি ইহাকে ছেদন করিবেন (১২৭)।'

১৪৪*। যিশু বিশ্রামবারে রোগাক্রান্তদিগকে নীরোগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ক্রোধান্ধ হইয়া এক সমাজাধ্যক্ষ লোকদিগকে কহিল 'সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন লোকের কার্য্যার্থ নিরূপিত আছে; তন্মধ্যে এক দিনে রোগপ্রতীকারার্থ আইস; বিশ্রামবারে কেন?' যিশু তাহাকে কহিলেন 'হে ভণ্ডতাপস! তোমারদের মধ্যে প্রত্যেকে বিশ্রামবারে গোশালা হইতে বৃষ বা গর্দ্দভদিগকে কি জলপানার্থ লইয়া যায় না? অতএব পাপপুরুষ কর্ত্তৃক অষ্টাদশ বর্ষকাল বদ্ধ হইয়াছে যে এই অব্রাহমকন্যা, ইহার কি বিশ্রামবারে মুক্ত হওয়া অবৈধ হয়? এই কথা বলাতে তাঁহার শত্রুরা লজ্জিত হইল; এবং লোকেরা তদীয় অদ্ভুত কার্য্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।

১৪৫। তিনি বলিলেন, কাহার সহিত ঈশ্বরীয় রাজ্যের তুলনা দিব? ইহা কোন ব্যক্তির উদ্যানরো-

(১২৭) অর্থাৎ ধর্ম্মপথে চলিতে গিয়া স্খলিত হইলেও সে পথ পরিত্যাগ করিবে না; সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে।*

*লূক ১৩ শ অ ১৪ শ্লো।

পিত একটি অতসীবীজের ন্যায়; তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষ স্বরূপ ধারণ করে; এবং বিহঙ্গমেরা আসিয়া তাহার শাখায় নীড় নির্ম্মাণ করে। তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, ঈশ্বরীর রাজ্যের সহিত কাহার তুলনা দিব? ইহা তালরসের সদৃশ; তাহা যদি কোন স্ত্রী কর্ত্তৃক তিন মান অন্নের নিম্নে রক্ষিত হয়, তথাপি সমস্ত অন্ন রসাক্ত হইয়া যায় (১২৮)। তিনি পরে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে উপদেশ দিয়া যিরুশালেমের অভিমুখে চলিলেন।

১৪৩। এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল 'প্রভো! অল্পলোক কি মুক্তি পাইবে? তিনি কহিলেন, অপ্রসারিত পথ দিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাও' অনেকে চেষ্টা করিয়াও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। গৃহাধ্যক্ষ যদি উত্থান করিয়া দ্বার রুদ্ধ করেন, এবং তোমরা বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান্ হইয়া দ্বারে আঘাত পূর্ব্বক বল 'প্রভো! প্রভো! দ্বার উদ্ঘাটন করুন, তবে তিনি উত্তর করিবেন 'তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ, আমি জানি না।' তখন তোমরা বলিবে 'আমরা আপনার সমক্ষে পান ভোজন করিয়াছি; আপনি আমারদের বর্ত্ম মধ্যে ধর্ম্মোপ-

(১২৮) অর্থাৎ সত্য, মিথ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে—ধর্ম্ম, পাপ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

দেশ দিয়াছেন।' তিনি বলিবেন, 'শুন, আমি জানি না তোমরা কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছ। হে পাপকারী লোকসকল! অন্তর হও।' যখন তোমরা দেখিবে অব্রাহম, ইস্হাক্, যাকুব, এবং অন্যান্য ঋষিরা কৈবল্যধামে উপবিষ্ট আছেন, তোমরা বহিষ্কৃত হইয়াছ, তখন তোমরা রোদন করিবে, এবং শোকে দশন ঘর্ষণ করিবে। অনেকে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়া কৈবল্যধামে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। অনেক শেষাগতব্যক্তি প্রথমাগতদের মধ্যে গণ্য হইবেন; এবং অনেক প্রথমাগত ব্যক্তি ও শেষাগতদের মধ্যে গণ্য হইবে।

১৪৭। সেই দিবস কোন কোন ফিরুসি আসিয়া তাঁহাকে কহিল 'এস্থান হইতে অন্তর হও; হিরোদ তোমার বিনাশের চেষ্টায় আছে।' তিনি তাহারদিগকে কহিলেন, তোমরা গিয়া সেই শৃগালকে বল যে আমি প্রেতবাহিতলোকদের প্রতীকার করিতেছি, এবং অদ্য ও কল্য রোগপ্রতীকার করিয়া তৃতীয় দিবসে পূর্ণকাম হইব। আমি অদ্য, কল্য, এবং পরশ্ব ভ্রমণ করিব; যেহেতু যিরুশালেমের বহির্দ্দেশে কোন ঋষির বিনাশ হইবে, এমত হইতে পারে না। হে যিরুশালেম! যিরুশালেম! তুমি ঋষিদিগকে বধ কর, এবং যাঁহারা তোমার সমীপে প্রেরিত হন,

তাঁহারদিগকে উপলপ্রহার কর। কুক্কুটী যেমত স্বীয় পক্ষতলে শাবকদিগকে একত্রিত করে, তোমার পুত্রদিগকে তদ্রূপ একত্রিত করিতে আমি কতবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তুমি তাচ্ছিল্য করিয়াছ। দেখ তোমার গৃহসকল নির্ম্মনুষ্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে। যথার্থ বলিতেছি, যাবৎ তুমি এই বাক্য উচ্চারণ না করিতেছ 'ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যিনি আসেন, তিনি ধন্য,' তাবৎ তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না (৯৬)।

১৪৮*। তিনি বিশ্রামবারে এক প্রধান ফিরুসির গৃহে ভোজনার্থ প্রবেশ করিলেন; তিনি কি করেন, ইহা অনেকে সতর্ক হইয়া দেখিতে লাগিল। তাঁহার সমক্ষে এক উদররোগী উপস্থিত ছিল। যিশু ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক ও ফিরুসিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, বিশ্রামবারে কি রোগ প্রতীকার করা বিধেয়? তাহারা নিরুত্তর রহিল। তৎপর তিনি সেই ব্যক্তিকে রোগশূন্য করিয়া বিদায় দিলেন, এবং তাহারদিগকে কহিলেন, বিশ্রামবারে যদি তোমারদের কাহারও একটি গর্দ্দভ কি বৃষ গর্ত্তে পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ গিয়া কি তাহার উদ্ধার কর না? এবিষয়ে কেহ আর তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইল না।

* লূক, ১৪ শ অ ১ শ্লো।

১৪৯। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা প্রধানাসনে উপবেশন করিয়াছে, ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, যখন উদ্বাহাদি উৎসব ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হইবে, তখন আসিয়া প্রধানাসনে উপবিষ্ট হইও না; কি জানি, গৃহাধ্যক্ষ যদি তোমার অপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, এবং তৎপ্রযুক্ত তোমাকে বলেন 'এই ব্যক্তিকে স্থান দাও।' ইহা ঘটিলে তোমাকে লজ্জিত হইয়া নীচাসনে গিয়া বসিতে হইবে। অতএব যখন নিমন্ত্রিত হইবে, তখন আসিয়া নীচাসনে উপবেশন কর; যে তাহাতে তোমার আহ্বানকর্ত্তা তোমাকে বলিতে পারেন 'বন্ধো! উচ্চতর স্থানে গিয়া উপবেশন কর।' ইহা ঘটিলে তুমি অশনোপাবিষ্ট সর্ব্বজন সমক্ষে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে। যে আপনাকে উচ্চ করে, সে নীচত্ব প্রাপ্ত হইবে; এবং যিনি আপনাকে বিনীত করেন, তিনি উচ্চীকৃত হইবেন।

১৫০। তিনি নিমন্ত্রণকারীকেও বলিলেন, যখন মধ্যাহ্ন বা নিশাভোজনের আয়োজন কর, তখন বন্ধুবর্গ, বা জ্ঞাতিবর্গ, বা কুটুম্ববর্গ, কিম্বা ধনাঢ্য প্রতিবেশীদিগকে নিমন্ত্রণ করিও না; যেহেতু তাহারা তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে; তদ্দ্বারা তোমার প্রত্যুপকৃতি হইবে। কিন্তু ভোজ প্রস্তুত করিয়া

দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ, এবং অন্ধদিগকে আহূত কর; তাহা হইলে তুমি ধন্যবাদাস্পদ হইবে; যেহেতু তাহারা তোমার প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম নহে; তুমি পরলোকে প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হইবে।

১৫১। তাঁহার সহভোক্তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন 'যিনি কৈবল্যধামে ভোজন করিতে পান, তিনিই ধন্য।' যিশু কহিলেন, কোন ব্যক্তি এক মহাভোজের আয়োজন পুরঃসর বহুলোককে নিমন্ত্রণ করিলেন; এবং ভোজনপ্রাক্‌কালে এই বলিয়া এক ভৃত্যকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করিলেন 'আপনারা আগমন করুন, সমস্ত বিষয় প্রস্তুত হইয়াছে।' তাহারা সকলে ঐকমত্য হইয়া না আসিতে হয়, এমত চেষ্টা করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি সেই ভৃত্যকে কহিল 'আমি এক খণ্ড ভুমি ক্রয় করিয়াছি; তাহা আমার দেখা আবশ্যক; অতএব আমাকে ক্ষমা করিতে বলিও।' আর একজন কহিল 'আমি দশটি অনড্বান্ ক্রয় করিয়াছি; তাহারদের পরীক্ষার্থ যাইতে হইবে; অতএব আমাকে ক্ষমা করিতে বলিও।' আর এক ব্যক্তি কহিল 'আমি এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি, অতএব উপস্থিত হইতে অক্ষম রহিলাম।' ভৃত্য প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় গৃহস্থের গোচর

করিল। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন 'ত্বরায় গিয়া নগরের বৃহৎপথ ও ক্ষুদ্র পথসকল হইতে দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ, এবং অন্ধদিগকে আহ্বান কর।' ভৃত্য আজ্ঞাপালন পূর্ব্বক কহিল 'প্রভো! আপনার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি; এখনও স্থান আছে।' তাহার প্রভু কহিলেন 'রাজবর্ত্মে এবং নগরের বহির্ব্বর্ত্তী উপবনাদিতে গিয়া লোকসকলকে বল পূর্ব্বক লইয়া আইস, যে আমার গৃহ পূর্ণ হয়; যাহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহারা আমার ভোজের আস্বাদন লইত পারিবে না (১২৯)।

১৫২। একদা বহুলোক তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল, তিনি ফিরিয়া তাহারদিগকে বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার নিকটে সমাগত হয়, অথচ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী—বলিতেকি, স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত অপ্রিয় বোধ না করে, সে আমার শিষ্য হইবার যোগ্য নয় (৬১); যে ব্যক্তি আমার নিকট সমাগত হয়, অথচ ক্রুশ ধারণ না করে, সে আমার শিষ্য হইবার যোগ্য নয়। তোমারদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি

(১২৯) তাৎপর্য্য—পরমেশ্বর যিহুদীদিগকে সুখদানার্থ আহ্বান করিলেন, তাহারা অগ্রাহ্য করিল; তখন অপরাপর জাতীয় লোকদিগকে সেই নিমিত্ত আহ্বান করিলেন।

অট্টালিকা নির্ম্মাণের মানস করিয়া সম্পূর্ণ করিবার সঙ্গতি আছে কি না, ইহা অগ্রে বসিয়া বিবেচনা না করিয়া থাকে? কি জানি, যদি মূলপাত করিয়া সম্পূর্ণ করিতে অসমর্থ হয়, তবে লোকে তাহা দেখিয়া পরীহাস করে যে 'এই ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ণ করিতে পারিলেক না।' অথবা, কোন্ রাজা অন্য রাজার সহিত বিগ্রহ উদ্দীপনের মানস করিয়া দশসহস্র মাত্র সৈন্যের সহায়তায় শত্রুর বিংশতিসহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন কি না, ইহা অগ্রে বসিয়া বিবেচনা না করেন? যদি আপনাকে অক্ষম বোধ হয়, তবে শত্রু দূরে থাকিতেই দূত প্রেরণ পূর্ব্বক সন্ধিস্থাপনের উদ্যোগ করেন। তদ্রূপ তোমারদের [illegible] নিজের সমুদায় বিষয় বিবর্জ্জন না করে, সে আমার শিষ্য হইবার যোগ্য নয়।

১৫৩। লবণ উত্তম বটে(১৭); কিন্তু যদি তেজোবিহীন হয়, তবে আর তদ্দ্বারা অন্ন কি রূপে লবণাক্ত হইবে? তাহা পাংশু ভূমিরও উপযুক্ত থাকে না; সুতরাং পরিত্যক্ত হয়। যাহার কর্ণ আছে, শ্রবণ করুক।

১৫৪*। তদনন্তর অনেক পাপকারী নীচ লোক

---

* লূক ১৫ শ অ, ১ শ্লো।

উপদেশ শ্রবণার্থ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। ইহাতে ফিরূসি এবং অধ্যাপকেরা অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল 'এই ব্যক্তি পাপকারীদের সৎকার করে, এবং তাহারদের সহিত ভোজন করে।' তিনি উহারদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক উপমাবাক্য উল্লেখ করিলেন; তোমারদের মধ্যে যাহার এক শত মেষ আছে, তাহার যদি একটি মেষ অদৃশ্য হয়, তবে সে বনমধ্যে ঊনশতটি মেষকে পরিত্যাগ করিয়া যাবৎ অদৃশ্য মেষটিকে প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ কি তাহার অনুসন্ধান করে না? যখন প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে আহ্লাদের সহিত স্কন্ধের উপরে বহন করে; এবং গৃহে আসিয়া প্রতিবাসী বান্ধবদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্রিত করে, এবং তাহাদিগকে বলে 'আমার সহিত তোমরা আনন্দযুক্ত হও; যেহেতু আমার যে মেষটি হারাইয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।' আমি বলিতেছি, পরলোকে অনুতাপপ্রয়োজনবিহীন একোনশত ধার্ম্মিক ব্যক্তির অপেক্ষা একজন অনুতাপকারীর নিমিত্ত অধিকতর আনন্দ হইবে। অপিচ, কোন স্ত্রীর যদি দশটি রৌপ্যমুদ্রা থাকে, এবং সে তন্মধ্যে একটি মুদ্রা হারায়, তবে তাহা যাবৎ প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ এক বর্ত্তী প্রজ্বলিত করিয়া এবং গৃহমার্জন করিয়া তাহাকে কি সাবধানে

অন্বেষণ করে না; সে তাহা প্রাপ্ত হইলে প্রতিবাসী বান্ধবদিগকে আকারণ করিয়া কহে 'আমার সহিত তোমরা আনন্দযুক্ত হও; যেহেতু যে মুদ্রাটি হারাইয়াছিলাম, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।' আমি বলিতেছি, একটি অনুতাপকারী পাপীর নিমিত্ত অমরগণ সমক্ষে আনন্দোৎসব হইয়া থাকে।

১৫৫। তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে যবিষ্ঠ তনয় পিতাকে কহিল 'পিতঃ! আপনার বিষয়ে আমার যে অংশ, তাহা আমাকে প্রদান করুন।' ইহাতে পিতা পুত্রদ্বয়কে স্বীয় বিষয় বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্প দিন পরে কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন একত্রিত করিয়া দূরদেশে পর্য্যটনার্থ প্রস্থান করিল, এবং তথায় ইন্দ্রিয়সুখার্থ সমস্ত ধন অপব্যয় করিল। সে নিঃস্ব হইলে অভিহিত দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবাতে স্বীয় দরিদ্রতা উপলব্ধি করিতে লাগিল। তখন সে উক্ত দেশের এক জন অধিবাসীর নিকটে গিয়া দাসত্ব স্বীকার করিল; তিনি তাহাকে শূকর পালনার্থ নিযুক্ত করিলেন। শূকরদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াও উদর পূর্ত্ত করিতে তাহার বিরুচি রহিল না; বস্তুতঃ কেহই তাহাকে কিছু প্রদান করিত না। তখন বুদ্ধি পাইয়া সে বিবেচনা করিল 'আমার পিতার দাসদিগের মধ্যে

কত ব্যক্তির এত প্রচুর অন্ন আছে, যে ব্যবহারের পর অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু আমি ক্ষুধায় মৃতকল্প হইতেছি। আমি পিতার নিকটে গিয়া বলিব "পিতঃ! আমি পরলোকবিরুদ্ধে এবং আপনার সমক্ষে পাপ করিয়াছি; অতএব আপনার আত্মজ বলিয়া পরিচিত হইবার উপযুক্ত নহি; এখন আমাকে দাস রূপে নিযুক্ত করুন।" এই সঙ্কল্প করিয়া সে পিতার সমীপে গমন করিল। কিন্তু সে কিয়দ্দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিয়া করুণার্দ্র হইলেন, এবং সত্বর গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। পুত্র কহিল 'পিতঃ! আমি পরলোকবিরুদ্ধে ও আপনার সমক্ষে পাপ করিয়াছি; সুতরাং আপনার আত্মজ বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নহি।' কিন্তু তাহার পিতা ভৃত্যদিগকে বলিলেন 'উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ আনয়ন পূর্ব্বক ইহাকে পরিহিত করাও; ইহার অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক ও পাদে উপানৎ দাও; স্থূল পশুটিকে আনিয়া বধ কর; আইস, আমরা ভোজন করি, এবং আনন্দযুক্ত হই; যেহেতু আমার পুত্র মৃত হইয়াছিল, এখন পুনর্জীবিত হইয়াছে; হারাইয়াছিল, এখন পাওয়া গিয়াছে।' তাহারা সকলেই এতদনুসারে উৎসব করিতে লাগিল। তৎকালে গৃহস্থের জ্যেষ্ঠ পুত্র

ক্ষেত্রে কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিল; সে গৃহাভিমুখে আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে তৌর্য্যত্রিকধ্বনি শুনিতে পাইল। পরে একজন ভৃত্যকে আকারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, এই সকল ব্যাপারের তাৎপর্য্য কি। সে উত্তর করিল 'আপনার ভ্রাতা আসিয়াছেন, এবং তিনি নিরাপদে ও নীরোগশরীরে আসিয়াছেন বলিয়া আপনার পিতা স্থূল পশুটিকে বধ করিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া সে ক্রোধপরবশ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেক না; অতএব তাহার পিতা আসিয়া প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। পুত্র পিতাকে কহিল 'কি মহাশয়! আমি এতকাল আপনার সেবা করিতেছি; কখন আপনার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করি নাই; ইহাতে আমার বন্ধুগণ সহ আমোদপ্রমোদার্থ আমাকে আপনি একটি ছাগবৎসও প্রদান করেন নাই; অথচ যে পুত্র বারাঙ্গণাগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, সে প্রত্যাগত হইবাতে স্থূল পশুটিকে বধ করিয়াছেন।' পিতা উত্তর করিলেন 'বৎস! তুমি সর্ব্বদাই আমার সহিত আছ; আমার সর্ব্বস্ব তোমারই। কিন্তু আমারদের আমোদ প্রমোদ করা উচিত; যেহেতু তোমায় ভ্রাতা মৃত হইয়াও পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে, হারাইয়াছিল, তাহাকে পাওয়া গিয়াছে।'

১৫৬*। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, কোন ধনী ব্যক্তির এক কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল; এক সময়ে তিনি কার্য্যাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনিলেন যে সে তাঁহার দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়াছে। অতএব তাহাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার বিরুদ্ধে এই সকল কথা যে শুনিতে পাই, এ কি? তোমার কার্য্যবিবরণ জ্ঞাপন কর; হয় ত, তুমি আর কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিবে না।' কার্য্যাধ্যক্ষ মনে মনে কহিল 'কি কর্ত্তব্য? প্রভু ত আমাকে কার্য্যাধ্যক্ষতা হইতে অপদস্থ করিতেছেন। ভূমি খনন আমার অসাধ্য; ভিক্ষা করাও লজ্জাকর। যাহা হউক, পদচ্যুত হইলে অন্য লোকে আমাকে আপনার গৃহে সৎকার করে, এমত উপায় দেখা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।' এই ভাবিয়া সে তাহার প্রভুর প্রত্যেক ঋণীকে আহ্বান করিয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল 'আমার প্রভুর বিষয় হইতে কত ঋণ লইয়াছ?' সে কহিল 'এক শত মণ তৈল।' কার্য্যাধ্যক্ষ কহিল 'তোমার এই অঙ্গীকারপত্র লও; এবং শীঘ্র বসিয়া ইহাকে পঞ্চাশ করিয়া দাও।' সে আর এক ব্যক্তিকে কহিল 'তুমি কত ঋণ লইয়াছ?' সে উত্তর করিল 'এক শত মান গোধূম।' কার্য্যাধ্যক্ষ

* লূক ১৬ শ অ ১ শ্লো।

কহিল 'তোমার এই অঙ্গীকারপত্র লইয়া অশীতি লিখিয়া দাও (১৩০)।' কার্য্যাধ্যক্ষ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া তাহার স্বামী তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন (১৩১); যেহেতু ইহলোকে জ্ঞানালোক-প্রাপ্ত মহাত্মাদের অপেক্ষা সংসারচতুর লোকেরা অধিকতর বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিজ্ঞাত হয়। আমি বলিতেছি, তোমরা সংসারের অবাস্তব ধনের সহায়-তা দ্বারাও মিত্রলাভের চেষ্টা কর, যে কাল প্রাপ্ত হইলে তোমারদিগকে তাঁহারা নিত্যধামে সৎকার করিতে পারেন। অল্প বিষয়ে যে বিশ্বস্ত হয়, সে অধিক বিষয়েও বিশ্বস্ত; এবং যে অল্পবিষয়ে অবিশ্বস্ত, সে অধিক বিষয়েও অবিশ্বস্ত। অনর্থের মূল যে অর্থ, যদি তৎসম্বন্ধে তোমরা অবিশ্বস্ত হও,

(১৩০) এইরূপ করাতে কার্য্যাধ্যক্ষ প্রভুর নষ্ট ধনের উদ্ধার করিতেছে, এমত নহে; প্রত্যুত, সে মিত্র লাভের চেষ্টা করিতেছে; যেহেতু, যাহারা তাহার প্রভুর কোষ হইতে ঋণ লইয়াছে, তাহারদের ঋণকে যদি অল্প করিয়া দায়, তবে সে কর্ম্মচ্যুত হইলেও উপকৃত ব্যক্তিরা তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে; এতাবৎ অভিপ্রায়।

(১৩১) তাৎপর্য্য—পরমেশ্বর বিশ্বরূপ গৃহের অধিপতি স্বরূপ, মনুষ্য তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ; সে অবনীরূপ ভাণ্ডাগার হইতে বিস্তর দ্রব্য ব্যয় করিতেছে; এক দিন তাহাকে কার্য্যা-কার্য্যের বিবরণ প্রভু সমীপে উপস্থিত করিতে হইবে; অতএব উহার উচিত এই যে দানাদি দ্বারা বন্ধু লাভ করিয়া রাখে; কারণ সেই মিত্রেরা অন্তত প্রভুর নিকট কাকুক্তি বিনতি দ্বারাও তাহার দণ্ডের লাঘব করিতে পারেন।

তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমারদের হস্তে বাস্তবধন অর্পণ করিবে? পরকীয় বিষয়ে যদি তোমরা বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে তোমারদের নিজের বিষয় কে তোমারদিগকে দিবে?

১৫৭। কোন ব্যক্তি দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না; সে হয় একজনকে ঘৃণা করে, ও অপরকে প্রীতি করে; নয় এক জনের বাধ্য হয়, ও অপরকে অবজ্ঞা করে। তোমরা যুগপদ্ পরমেশ্বর ও সংসারের সেবা করিতে পার না। লোভাসক্ত ফিরুসিরা এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন, তোমরা মনুষ্যসমক্ষে ধার্ম্মিক বলিয়া বিজ্ঞাত হইয়া থাক; কিন্তু পরমেশ্বর তোমারদের মনের ভাব গতি সকলই জানেন। মনুষ্যেরা যাহা অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা ঈশ্বরসমক্ষে অতি ঘৃণার্হ পদার্থ (১৩২)। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঋষিপ্রোক্ত গ্রন্থাদি যোহনের সময় পর্য্যন্ত কার্য্যকর ছিল; তৎপর কৈবল্যসম্বন্ধীয় উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে; এবং সকলে তৎপ্রাপ্তির যত্ন করিতেছে। ভূলোক স্বর্গ-

(১৩২) অর্থাৎ মনুষ্যেরা কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বা সত্য, অথবা উপকারী বলিলেই যে তাহা যথার্থতঃ সেইরূপ হইবে, এমত নহে।

লোক বরং লুপ্ত হইতে পারে, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ লুপ্ত হইবে না। যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের পাণি গ্রহণ করে, তাহার ব্যভিচার করা হয়; এবং তদ্রূপে স্বামীত্যক্তা স্ত্রীকে যে বিবাহ করে, তাহার ও ব্যভিচার করা হয়।

১৫৮। কোন ধনীব্যক্তি ছিলেন; তিনি কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের অংশুক পরিচ্ছাদাদি পরিধান করিতেন, এবং প্রতিদিন বহু আয়োজন পূর্ব্বক ভোজন করিতেন। অপিচ, ইলিয়াসর নামক এক ক্ষত-শরীর ভিক্ষুক ধনীর পাত্রাবশিষ্ট অন্ন গলাধঃকরণ মানসে তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত, এবং কুক্কুর সকল তাহার ক্ষত লেহন করিত। ভিক্ষুকের মৃত্যু হইলে সে অমরগণ কর্ত্তৃক নীত হইয়া অব্রাহমের ক্রোড়ে স্থাপিত হইল। ধনীব্যক্তিও কালগ্রাসে পতিত হইয়া প্রোথিত হইলেন; এবং নরকে অশেষ যাতনা ভোগ করত নেত্রোত্তোলন করিয়া দূরে অব্রাহম্‌কে ও তৎক্রোড়স্থ ইলিয়াসরকে দেখিলেন; তখন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন 'পিতা অব্রাহম্! কৃপা করুন; ইলিয়াসরকে প্রেরণ করুন যে সে জলে অঙ্গুলি নিমজ্জিত করিয়া আমার জিহ্বাকে শীতল করে; আমি মহোত্তাপে উত্তাপিত হইয়াছি।' অব্রাহম কহিলেন 'বৎস! তুমি' জীবিত কালে স্বে

রূপ উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলে, ইলিয়াসর তদ্রূপ অধমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন ইলিয়াসর সান্ত্বনা পাইতেছে, তুমি যাতনা পাইতেছ। এতদ্ব্যতীত তোমার এবং আমারদের মধ্যে এক মহা অখাত রহিয়াছে; এখনকার লোকে ইচ্ছা করিলে তোমারদের স্থানে যাইতে পারে না, এবং তোমারদের স্থানের লোকে ইচ্ছা করিলে এখানে আসিতে পারে না।' তখন নরকস্থ ধনী কহিলেন 'তাত! তবে আমার প্রার্থনা এই যে উহাকে আমার পিতার আলয়ে প্রেরণ করুন; আমার আর পাঁচ সহোদর আছে; ইলিয়াসর গিয়া কহিলে তাহারা সাবধান হইয়া এই যাতনাজনক স্থানে আসিবে না।' অব্রাহম্ কহিলেন 'তাহারদের নিকট মূসা ও ঋষি প্রণীত শাস্ত্র আছে; তাহারা তদনুযায়ী চলুক।' ধনী পুনর্ব্বার বলিলেন 'তাত অব্রাহম্! তাহা নহে; যদি কেহ মৃত হইয়া পুনঃ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে লোকে পাপ জন্য অনুতাপ করিতে পারে।' তিনি উত্তর করিলেন 'যদি তাহারা মূসা ও ঋষিদের উপদেশ না শুনে, তবে কেহ মৃত হইয়া পুনর্জীবিত হইলেও তাহারা সৎপথাবলম্বী হইবে না।'

১৫৯*। তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, নানা

---

*লুক ১৭ শ অ, ১ শ্লো।

প্রকার বিঘ্ন অবশ্যই ঘটিবে; কিন্তু যাহা হইতে বিঘ্নের উৎপত্তি হয়, তাহাকে ধিক্! এই ক্ষুদ্র সুকুমারমতিদের মধ্যে একটির প্রতি যে বিঘ্নকারী হয়, তাহার পক্ষে গলে শিলাবদ্ধ হইয়া সমুদ্রে মগ্ন হওয়া শ্রেয়স্কর।

১৬০। আত্মবিষয়ে সাবধান হও। তোমার ভ্রাতা যদি তোমার নিকটে কিছু অপরাধ করে, তবে তাহাকে তিরস্কার কর; অনুতাপ করিলে ক্ষমা কর। সে যদি দিবসের মধ্যে সপ্ত বার তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, এবং সপ্ত বার বলে যে 'আমি অনুতাপ করিতেছি,' তাহা হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে।

১৬১। শিষ্যেরা কহিলেন 'আমারদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন (১৩৩)।' যিশু কহিলেন, যদি তোমারদের একটি তিল পরিমিত বিশ্বাস থাকে, এবং তোমরা একটা উডুম্বর বৃক্ষকে বল যে 'উৎপাটিত হইয়া সমুদ্র মধ্যে রোপিত হও,' তবে তাহাই ঘটিবে। তোমারদের মধ্যে যদি কাহারও এক ভৃত্য থাকে, এবং সে যদি ক্ষেত্রকর্ষণ বা পশুচারণ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হয়, তবে তাহাকে কি এই

---

(১৩৩) অর্থাৎ আপনার শিষ্য হইয়া যে সুখাধিকারী হইবে তাহার কোন দৃঢ়তর প্রমাণ দিউন।

বলিয়া থাক 'গিয়া আহার কর'? তাহাকে কি এই আজ্ঞা কর না যে 'ভোজন প্রস্তুত কর; যাবৎ আমি পান ভোজন না করিতেছি, তাবৎ কটিবন্ধন পূর্ব্বক আমার সেবা কর, পশ্চাৎ পান ভোজন করিও'? ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করাতে কি নমস্কার প্রাপ্ত হয়? আমার বিবেচনায় প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ তোমরা উপদেশানুযায় কার্য্য করিয়া বলিবে 'আমরা অকর্ম্মণ্য ভৃত্য; আমরা কেবল আপনারদের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি (১৩৪)।'

১৬২*। মনুষ্যদিগের সর্ব্বদা প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়, এই উদ্দেশে তিনি এক উপমাবাক্য কহিলেন: কোন নগরে এক প্রাড্বিবাক্ ছিলেন; তিনি পরমেশ্বরকে ভয় করিতেন না, এবং মনুষ্যেরও মর্য্যাদা রাখিতেন না। সেই নগরে এক বিধবার অধিবসতি ছিল; সে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল 'আমি কোন কোন ব্যক্তির দ্বারা অপকৃত হইয়াছি, অতএব আপনি ন্যায় বিচার

(১৩৪) তাৎপর্য্য—হে শিষ্যগণ! তোমরা কষ্ট পাইয়া সন্দিহান হইয়াছ; কিন্তু ইহা বিবেচনা করিতেছ না যে তোমরা আপনারদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতেছ; সুখ প্রাপ্ত হওয়া তোমারদের সমাকাঙ্ক্ষার (দাওয়ার) বিষয় নহে; যদি সুখ প্রাপ্ত হও, তবে তাহা বাহুল্যের ভাগ জানিবে।

* লূক ১৮ শ অ. ১ শ্লোক।

করুন।' কিয়ৎকাল প্রাড়্বিবাক্ তাহার কথায় বিশেষ প্রণিধান করিলেন না; পরে মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিলেন 'যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় বা মনুষ্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করি, তথাপি এই বিধবা আমাকে উত্ত্যক্ত করিতেছে বলিয়া উহার পক্ষে ন্যায় বিচার কর্ত্তব্য; নতুবা সে আমাকে সর্ব্বদা উত্ত্যক্ত করিবে।' যিশু কহিলেন, সেই অধার্ম্মিক প্রাড়্বিবাকের অভিপ্রায় শুনিলে? তবে, পরমেশ্বর, যাঁহার নিকটে ভক্তেরা অহর্নিশ স্তুতি বিনতি করিতেছে, তাহারদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে যদিও বিলম্ব করেন, তথাপি তাহারদের প্রতি কি ন্যায় বিচার করিবেন না? আমি বলিতেছি, তাহারদের প্রতি ত্বরায় ন্যায় বিচার করিবেন। তথাপি, নরপুত্র প্রত্যাগত হইয়া কি পৃথিবীতে শ্রদ্ধাকে বিরাজমানা দেখিবেন?

১৬৩। ধার্ম্মিকাভিমানী এবং পরদ্বেষ্টা ব্যক্তিদের উদ্দেশে তিনি এই উপমাবাক্য কহিলেন: দুই ব্যক্তি দেবমন্দিরে উপাসনার্থ প্রবেশ করিল; তন্মধ্যে এক জন ফিরুসি, ও অন্য জন শৌল্কিক। ফিরুসি দণ্ডায়মান্ হইয়া এই বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিল 'জগদীশ! তোমাকে নমস্কার করি; যেহেতু আমাকে ইতর ব্যক্তিদের ন্যায়—উপদ্রবকারী,

অন্যায়কারী, ব্যভিচারীর ন্যায়—এই শৌল্কিকের ন্যায় হইতে হয় নাই। আমি সপ্তাহে দুই দিন উপবাস করি, এবং স্বীয় বিষয়ের দশমাংশ যথাস্থানে দিয়া থাকি।' শৌল্কিক দূরে দণ্ডায়মান্ হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি পর্য্যন্ত করিল না; কেবল এতাবৎ উক্তি করত বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল ' হে পরমেশ! পাপাত্মা যে আমি, আমার প্রতি দয়াবান্ হও।' আমি বলিতেছি, এই ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র হইয়া গৃহে প্রতিগত হইল। যে আপনাকে উচ্চকরে, সে নীচীকৃত হইবে; এবং যে আপনাকে বিনীত করে, সে উচ্চীকৃত হইবে।

১৬৪। তিনি স্পর্শ করিবেন এই অভিপ্রায়ে কোন কোন ব্যক্তি কয়েকটি শিশুকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিল। শিষ্যেরা আনেতাদিগকে তিরস্কার করাতে যিশু বলিলেন, ক্ষুদ্র শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দাও; নিষেধ করিও না; যেহেতু বৈকুণ্ঠধাম ঈদৃশ পদার্থ দ্বারাই পূর্ণ আছে। যথার্থ বলিতেছি, ক্ষুদ্র শিশু স্বরূপ হইয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরীয় রাজ্যকে গ্রহণ না করে, সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১৬৫। কোন শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'মঙ্গলময় স্বামিন! কোন্ কর্ম্ম করিলে

আমি নিত্য জীবনে অধিকার পাইতে পারি?' যিশু বলিলেন, আমাকে কেন মঙ্গলময় বল? এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ মঙ্গলময় নহে। তুমি এই আজ্ঞাসকল জান 'ব্যভিচার করিবে না, নরহত্যা করিবে না, পরদ্রব্যাপহরণ করিবে না, কূটসাক্ষ্য দিবে না, পিতামাতাকে ভক্তি করিবে'? তিনি কহিলেন 'শৈশবাবস্থাবধি এই সকল আজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছি।' যিশু ইহা আকর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন, তথাপি একটি বিষয়ে তোমার ক্রটি আছে; তোমার সমুদায় বিভব বিক্রয়পূর্ব্বক নির্ধনদিগকে দান কর, পরলোকে প্রচুরধন পাইবে; এবং আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। তিনি এই কথা শুনিয়া খিন্ন হইলেন, যেহেতু তাঁহার বিস্তর বিভব ছিল। যিশু তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া কহিলেন, যাঁহারদের ধন আছে, তাহারদের পক্ষে ঈশ্বরীয়রাজ্যে প্রবেশ কি দুরূহ ব্যাপার! ধনীর বৈকুণ্ঠে প্রবেশের অপেক্ষা বরং একটা উষ্ট্রের সূচিছিদ্র দিয়া গমন করা অধিকতর সহজ। শ্রোতৃবর্গে কহিলেন 'তবে বৈকুণ্ঠ ধামে কে প্রবেশ করিবে?' তিনি বলিলেন, মনুষ্য সম্বন্ধে উহা অসম্ভাব্য হইতে পারে, ঈশ্বর সম্বন্ধে নহে (৮২)। পিতর কহিলেন 'দেখুন, আমরা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তী

হইয়াছি।' তিনি কহিলেন, যথার্থ বলিতেছি, ঈশ্বরীয়রাজ্যের নিমিত্ত গৃহ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে বহুগুণ বিষয় এবং পরলোকে নিত্যজীবন প্রাপ্ত হইবে না, এমত মনুষ্য নাই।

১৬৬*। তিনি কহিলেন, কোন ভদ্রব্যক্তি (১৩৫) রাজত্বলাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন, এই অভি-প্রায়ে বিদূরদেশে যাত্রা করিলেন। তিনি দশ জন ভৃত্যকে (১৩৬) আকারণ পূর্ব্বক প্রত্যেককে দশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া কহিলেন 'আমার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত ইহাই লইয়া ব্যবসায় কর।' তাঁহার প্রজারা (১৩৭) তাঁহাকে ঘৃণা করত বলিয়া পাঠাইল যে 'ইনি আমারদের উপর রাজত্ব করেন, ইহাতে আমারদের মত নাই।' যাহা হউক, তিনি রাজত্ব লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, এবং যে ভৃত্যদিগকে অর্থ দিয়া যান, তাহারা ব্যবসায় দ্বারা কত লাভ করিয়াছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহার-দিগকে আহ্বান করিলেন। এক ভৃত্য আসিয়া

(১৩৫) যিশু আপনার সম্বন্ধে বলিতেছেন।
(১৩৬) অর্থাৎ শিষ্যগন।
(১৩৭) অর্থাৎ খৃষ্টের বিরুদ্ধ যিহূদীগণ।

* লূক, ১৯ শ অ ১২ শ্লো।

কহিল 'প্রভো! আপনার প্রদত্ত মুদ্রা দ্বারা আর দশ মুদ্রা লাভ করিয়াছি।' তিনি কহিলেন 'হে সদ্ভৃত্য! উত্তম করিয়াছ; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, অতএব তোমাকে দশ নগরের অধ্যক্ষ করিলাম।' অপর এক ভৃত্য আসিয়া কহিল 'প্রভো! আপনার প্রদত্ত মুদ্রা দ্বারা পাঁচ মুদ্রা লাভ করিয়াছি।' তিনি তাহাকেও কহিলেন, 'তোমাকে পাঁচ নগরের অধ্যক্ষ করিলাম।' আর এক ভৃত্য আসিয়া কহিল 'প্রভো! এই আপনার মুদ্রা লউন। আমি ইহা অঞ্চলবদ্ধ রাখিয়াছিলাম; যেহেতু আপনাকে কঠিনহৃদয় বলিয়া আমার ভয় ছিল। যেখানে আপনি রক্ষা না করেন, সে স্থান হইতে গ্রহণ করেন; এবং যেখানে বপন না করেন, তথা হইতে আহরণ করিয়া থাকেন।' তিনি বলিলেন 'দুরাত্মন্! তোর নিজের কথার দ্বারা তোর বিষয়ে বিচার করিব। তুই ইহা জানিস যে আমি অতি কঠিনহৃদয়; এবং যেখানে না রাখি, তথা হইতে গ্রহণ করি এবং যেখানে বপন না করি, সে স্থান হইতে আহরণ করিয়া থাকি? তবে আমার ধনকে বণিগ্‌-বিপণিতে গচ্ছিত না রাখিয়াছিলি কেন, যে আমি বৃদ্ধির সহিত স্বীয় মুদ্রা প্রতিপ্রাপ্ত হইতাম?' তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে কহিলেন 'ইহার নিকট

হইতে আমার মুদ্রা গ্রহণ কর; এবং যাহার দশ মুদ্রা আছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর।' তাহারা কহিল 'প্রভো! উহার দশমুদ্রা তো আছে।' তিনি বলিলেন 'যাহার আছে, তাহাকে প্রদত্ত হইবে; আর যাহার নাই, তাহার যাহা কিছু আছে, তাহাও গৃহীত হইবে (১০০)। আর, আমার যে সকল শত্রু আমার রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে, তাহারদিগকে আমার সমক্ষে হনন কর।'

১৬৭*। প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা তদ্দণ্ডেই তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণের চেষ্টা দেখিতে লাগিল, যেহেতু তাহারা দেখিলেক যে যিশু তাহারদের উদ্দেশেই পূর্ব্বোক্ত উপমাবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ লোকদিগকে তাহারা ভয় করিত; অতএব যিশুর বিষয়ে সতর্ক হইয়া রহিল; এবং ধার্ম্মিক ব্যপদেশে তদীয় বাক্যের দোষ ধরিতে পারে, এমত চর সকল প্রেরণ করিল; তাৎপর্য্য এই যে ইহা ঘটিলে তাহারা যিশুকে ক্ষমতাবান্ শাসনকর্ত্তার হস্তে অর্পণ করিতে পারে। চরেরা জিজ্ঞাসা করিল 'স্বামিন্! আমরা জানি, আপনি যথাতথরূপে ধর্ম্মোপদেশ দেন; কোন মনুষ্যের মর্য্যাদা রাখেন না; কেবল ঈশ্বরের পথই প্রদর্শন করেন। কে-

---

*লূক ২০ শ অ ১৯ শ শ্লো।

সরীকে কর প্রদান করা বিধেয় কি না?' তিনি একতালে তাহারদের ধূর্ত্ততায় প্রবেশ পূর্ব্বক বলিলেন, কেন আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? একটি মুদ্রা দেখাও; এই প্রতিমূর্ত্তি ও নাম কাহার? তাহারা উত্তর করিল 'কেসরীর।' তিনি কহিলেন, অতএব কেসরীর যে বস্তু, তাহা কেসরীকে প্রদান কর; এবং পরমেশ্বরের বস্তু পরমেশ্বরকে প্রদান কর (৯০)। ইহাতে তাহারা সাধারণ লোকসমক্ষে তাঁহার বাগেদাষ ধরিতে পারিল না; এবং তাঁহার উত্তরে স্তব্ধ হইয়া তুষ্ণীম্ভূত হইল।

১৬৮। তৎপর পরলোকনিহ্নবকারী কয়েক জন সিদূকি তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'স্বামিন্! মূসা লিখিয়া গিয়াছেন যে "যদি কোন ব্যক্তির ভ্রাতা নিরপত্যা স্ত্রী রাখিয়া মৃত হয়, তবে সে সেই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া বীজোৎপাদন করিবে।" অধুনা, সাত ভ্রাতা ছিল; তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান মৃত হইল; দ্বিতীয় ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূর পাণিপীড়ন করিয়া নিঃসন্তান মৃত হইল; এই রূপে তৃতীয়াবধি সপ্তম পর্য্যন্ত সকলেই সেই নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরপত্য থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হইল। সর্ব্বশেষ সেই নারীও মৃত হইল। পরলোকে সে কাহার সহধর্ম্মিণী

হইবে? সাত জনেই তাহাকে বিবাহ করে।' যিশু উত্তর করিলেন, ইহলোকে মনুষ্যেরা বিবাহ করে, এবং বিবাহিত হয়; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মৃত হইয়া পরত্রসুখ প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়, তাহারা বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতও হয় না; পুনর্ব্বার তাঁহারা মৃত্যুযাতনা সহ্য করে না; যেহেতু তাহারা অমরগণের তুল্য হয়, এবং পরত্রবাসী বলিয়া অমৃত্ত পুরুষের পুত্র স্বরূপ হয়। মৃত ব্যক্তিরা পরলোকে জীবিত থাকে, ইহার প্রমাণ মূসাই দিয়া গিয়াছেন, যখন তিনি পরমেশ্বরকে অব্রাহমের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর, এবং যাকুবের ঈশ্বর বলিয়াছেন; যেহেতু পরমেশ্বর মৃতের ঈশ্বর হইতে পারেন না; তিনি জীবিতবানেরই ঈশ্বর; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে স্থিতি করে। তখন কোন কোন অধ্যাপক কহিলেন 'স্বামিন্! উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন।'

১৬৯*। তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে ধনী ব্যক্তিরা দানাধারে অর্থ নিক্ষেপ করিতেছে। তিনি ইহাও দেখিলেন যে একটি নিঃস্ব বিধবা তথায় দুইটি তাম্রমুদ্রা নিক্ষেপ করিল। তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যথার্থ বলিতেছি, এই স্ত্রী সর্ব্বা-

* লূক ২১ অ, ১ম শ্লো।

পেক্ষা অধিক নিক্ষেপ করিয়াছে; কারণ উহারা ধনের প্রাচুর্য্য হেতু দেবোদ্দেশে দান করিল; প্রত্যুত এই যোষা দরিদ্রতা স্বত্বেও আপনার সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেক।

১৭০*। নীকদীমঃ নামক এক ফিরুসি যিহুদিদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি নিশাকালে যিশু সমীপে আসিয়া কহিলেন ‘স্বামিন্! আপনি যে পরমেশ্বরপ্রস্থাপিত উপদেষ্টা, তাহা আমরা জানি; কারণ ঈশ্বর সহায় না থাকিলে আপনার কৃত অলৌকিক কার্য্য সকল মনুষ্য সাধ্য নয়।’ যিশু কহিলেন, যথার্থ কহিতেছি, মনুষ্য দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ না করিলে ঈশ্বরীয় রাজ্য দেখিতে পায় না। নীকদীমঃ জিজ্ঞাসিলেন ‘মনুষ্য বৃদ্ধ হইয়া পনর্ব্বার কি রূপে জন্মিবে? সে কি মাতার গর্ভে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিতে পারে? যিশু উত্তর করিলেন, তোমাকে যথার্থ বলিতেছি, যে ব্যক্তি জল দ্বারা মার্জ্জিত না হয়, এবং আত্মিক জন্ম গ্রহণ না করে (১৩৮), সে ঈশ্বরীয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। যাহা মাংস হইতে জন্মে, তাহা মাংস মাত্র; আর যাহা

(১৩৮) অর্থাৎ যে ধর্ম্মবারিতে স্নান না করে, বা অজ্ঞান গর্ভ হইতে জ্ঞানালোকে আগমন না করে।

* যোহন ৩ য় অ, ১ শ্লো।

আত্মা হইতে জন্মে, তাহা আত্মার স্বরূপ। অতএব আমি এই কথা বলাতে বিস্মিত হইও না যে তো- মারদের পুনর্জন্ম হওয়া আবশ্যক। বায়ু যথেচ্ছা বহমান্ হইয়াথাকে, তোমরা শব্দ শুনিতে পাও বটে; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, কোথায় বা গমন করে, তাহা তোমরা বলিতে পার না। আ- ত্মিক্ জন্ম তাদৃক্ ব্যাপার। নীকদীমঃ জিজ্ঞাসিলেন ইহা কি রূপে সম্ভব?' যিশু কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের একজন শিক্ষক হইয়াও ইহা বুঝিতে পারিতেছ না? যথার্থ বলিতেছি, আমরা যাহা জানি, তাহাই বলিতেছি, এবং যাহা দেখিয়াছি, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছি; কিন্তু তোমরা আমারদের প্রমাণ গ্রাহ্য কর না। যদি ইহলৌকিক কথা কহিলে তোমরা প্রত্যয় না কর, তবে পারত্রিক কথা কি রূপে প্রত্যয় করিবে? স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া- ছেন যে নরপুত্র, যিনি এক্ষণেও স্বর্গে স্থিতি করি- তেছেন, তিনি ব্যতীত কেহই স্বর্গে উত্থান করে নাই (১৩৯)। মূসা যে রূপে বন মধ্যে সর্পকে উ- ত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নরপুত্রও উত্তোলিত

(১৩৯) অর্থাৎ আমি পরমেশ্বরের প্রেরিত, আমি পর- মেশ্বরের অভিপ্রায় অবগত আছি, এবং আমি তাঁহার অভি- প্রায় যেরূপ অবগত হইয়াছি, এমত আর কেহ হয় নাই।

হইবেন; যে কেহ তাঁহাতে শ্রদ্ধা করে, সে মৃত না হইয়া অমৃতজীবন প্রাপ্ত হইবে (১৪০)।

১৭১। পরমেশ্বর জগৎকে এত স্নেহ করেন, যে আপনার একমাত্র পুত্রকে এই অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিলেন যে যে কেহ তাঁহাতে (১৪১) প্রত্যয় স্থাপন করিবে, সে মৃত না হইয়া অমৃত জীবন প্রাপ্ত হইবে। জগৎকে দূষিত করণার্থ ঈশ্বর স্বীয়পুত্রকে প্রেরণ করেন নাই; প্রত্যুত জগতের উদ্ধার নিমিত্ত। যে কেহ তাঁহাতে শ্রদ্ধা করে, সে দূষিত হয় না; কিন্তু যে তাঁহাতে শ্রদ্ধা না করে, সে পূর্ব্বেই দূষিত হইয়াছে, যেহেতু সে ঈশ্বরের এক মাত্র পুত্রেতে শ্রদ্ধা স্থাপন করে নাই। জগতের দোষ এই যে ইহাতে আলোক আগত হইয়াছে, অথচ অপকর্ম্মকারী মনুষ্যেরা আলোকের অপেক্ষা অন্ধকারকে অধিকতর প্রীতি করিতেছে। অপকর্ম্মকারীরাই আলোককে ঘৃণা করে, এবং আলোকে প্রবেশ করে না, যেহেতু তাহারদের অপকর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে।

(১৪০) অর্থাৎ মুশা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যেমত পিত্তল নির্ম্মিত সর্পকে এক যষ্টির উপরে উত্থিত করাতে সর্পদংশিত ব্যক্তিরা জীবিত হইয়াছিল, সেইরূপ আমি ক্রুশোপরি উত্থিত হইয়া বিদ্ধ হইলে যে কেহ দেখিয়া ধর্ম্মে শ্রদ্ধাস্থাপন করিবে, সে অমৃত জীবন প্রাপ্ত হইবে।—Norton, Burkitt.

(১৪১) অর্থাৎ তাঁহার প্রণীত সত্য ধর্ম্মে।

যাঁহার সত্যব্যবহার, তিনি আলোকে আসিতে চান, যে পরমেশ্বরসমক্ষে তিনি যাবতীয় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা প্রকাশিত হয়।

১৭২*। এমত সময় আসিতেছে—বলিতে কি, এইক্ষণেই আগত হইয়াছে, যখন পরমপিতার প্রকৃত উপাসকেরা তাঁহাকে প্রকৃতরূপে এবং আত্মিকরূপে উপাসনা করিবেন (১৪২)। ঈশ্বর পরমাত্মা স্বরূপ; তাঁহার উপাসকেরা তাঁহাকে প্রকৃত রূপে এবং আত্মিকরূপে উপাসনা করিবেন।

১৭৩†। নষ্ট হইতে পারে, এমত অন্নের নিমিত্ত শ্রম করিও না; প্রত্যুত, নরপুত্র প্রদত্ত অবিনশ্বর জীবনের উপযুক্ত অবিনশ্বর অন্নের নিমিত্ত শ্রম কর; পরমপিতা অবিনশ্বর অন্ন বিতরণার্থ নরপুত্রকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৭৪‡। অধ্যাপক ও ফিরুসিরা এক ব্যভিচারিণী রমণীকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিল; এবং সকলের মধ্যে তাহাকে উপস্থাপিত করিয়া কহিল

(১৪২) অর্থাৎ পুষ্পধূপদীপাদি দ্বারা অর্চনা না করিয়া ধ্যানে অর্চনা করিবেন।

* যোহন, ৪ র্থ অ, ২৩ শ্লো।

† যোহন ৬ ঠ অ, ২৭ শ্লো।

‡ যোহন, ৮ ম অ, ৩ শ্লো।

'স্বামিন্! এই স্ত্রী ব্যভিচারাবস্থায় ধৃত হইয়াছে; মূসা ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যে ঈদৃশ ব্যক্তির প্রস্তরাঘাতে নিহত হওয়া বিধেয়; এখন আপনি কি বলেন?' তাহারা তাঁহার পরীক্ষার্থ ইহা কহিল, অভিপ্রায় এই যে অসদুত্তর করিলে তাঁহাকে দূষিত করিবে। যিশু যেন তাহারদের বাক্য আকর্ণন করিলেন না এই ভাবে অধোমুখ হইয়া ভূমিতে অঙ্গুলি দ্বারা লিখিতে লাগিলেন। তাহারা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বদনোত্থিত করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন, তোমারদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ আছেন, তিনি উহাকে প্রথমতঃ প্রস্তরাঘাত করুন। তিনি পুনর্ব্বার অধোমুখ হইয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। তাহারা এই কথা শুনিয়া আপনারদের স্বাভাবিক ন্যায়পরতা দ্বারা দূষিত হইয়া জ্যেষ্ঠাবধি কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত এক একে সকলেই প্রস্থান করিল; যিশু একক রহিলেন, এবং সেই স্ত্রী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিল। যিশু মুখোত্তোলন পূর্ব্বক উক্ত রমণী ব্যতীত আর কাহাকেও না দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, মহিলে! তোমার অপবাদকেরা কোথায়? কেহ তোমাকে দূষিত করিল না? সে উত্তর করিল 'না, প্রভো!' যিশু বলিলেন, আমিও তোমাকে দূষিত করিতেছি না; যাও, আর পাপ করিও না।

১৭৫*। যিশু কহিলেন, বিচারার্থ আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি; আমার সহায়তায়, যাহারা দেখিতে পায় না, তাহারা দেখিতে পাইবে; আর যাহারা দেখিতে পায়, তাহারা দেখিতে পাইবে না। তাঁহার সহবর্ত্তী কোন কোন ফিরুসি ইহা শুনিয়া তাঁহাকে কহিল 'আমরাও কি অন্ধ?' যিশু উত্তর করিলেন, যদি অন্ধ হইতে, তবে তোমারদের পাপ থাকিত না; কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক 'আমরা দেখিতে পাই' এই হেতুক তোমারদের পাপ রহিয়াছে, (১৪৩)।

১৭৬†। আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, এবং আমার পরমপিতা কৃষক স্বরূপ। আমার যে কোন শাখা ফলবতী না হয়, তিনি তাহাকে ছেদ করেন, এবং যে শাখা ফলবতী হয়, তাহার অধিকতর ফলিনী হইবার নিমিত্ত তাহাকে পরিষ্কার করেন। আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি, তদ্দ্বারা তোমরা পরিষ্কৃত হইয়াছ। তোমরা আমাতে অবস্থিতি কর, এবং

(১৪৩) অর্থাৎ যদি কেবল অজ্ঞানতা হেতুক অসৎ পথাবলম্বী হইতে, তবে এইক্ষণকার ন্যায় তোমারদের পাপ হইত না; কিন্তু তোমারদের জ্ঞানাভিমান আছে, তাহাতেও যখন সৎপথাবলম্বী না হইতেছ, তখন তোমারদের গুরুতর পাপ থাকিতেছে।

* যোহন ৯ ম অ ৩৯ শ্লো। † যোহন ১৫ শ অ ১ শ্লো।

আমি তোমারদের মধ্যে অবস্থিতি করি। দ্রাক্ষা-লতার সহিত শাখার সংযোগ না থাকিলে ফল হয় না; এবং তোমরাও আমাতে অবস্থিতি না করিলে কিছু করিতে পার না। আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখাস্বরূপ। যে আমাতে স্থিতি করে, এবং আমি যাহাতে স্থিতি করি, সে প্রচুর ফল ধারণ করিবে: আমা ব্যতীত তোমরা কিছু করিতে পার না। যে আমাতে স্থিতি না করে, সে আমা হইতে ছিন্ন হয়, এবং শুষ্ক হইয়া যায়; মনুষ্যেরা তাদৃশ ছিন্ন শাখা সকলকে একত্রিত করিয়া অনলে নিক্ষেপ করে, এবং তাহারা দগ্ধীভূত হয়। যদি তোমরা আমাতে স্থিতি কর, এবং আমার উপদেশ সকল তোমারদের মধ্যে স্থিতি করে, তবে তোমরা যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহা প্রাপ্ত হইবে। তোমরা সমধিক ফল ধারণ করিলেই পরমপিতার মহিমা অনুকীর্ত্তিত হইবে— তাহা হইলেই তোমরা আমার উপযুক্ত শিষ্য হইবে। পরমেশ্বর যেমত আমার প্রতি স্নেহ করিয়াছেন, আমিও তোমারদের প্রতি তদ্রূপ স্নেহ করিয়াছি। তোমরা আমার স্নেহপাত্রই থাক; যদ্রূপ আমি পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার স্নে-হেতে স্থিতি করিয়াছি, তদ্রূপ। আমার আনন্দ তোমারদের মধ্যে থাকিতে পারে, এবং তোমারদের

আনন্দ পূর্ণ হয়, এই জন্যই আমি এই সকল উপদেশ দিলাম।

১৭৭। আমি যেমত তোমারদের প্রতি প্রীতি করিয়াছি, তোমরাও পরস্পর তদ্রূপ প্রীতিযুক্ত হও, এই আমার আজ্ঞা। বন্ধুদের নিমিত্ত প্রাণ-ত্যাগ করার অপেক্ষা আর কেহ অধিকতর প্রীতির চিহ্ন [illegible] করিতে পারে না; যদি আমার আ-জ্ঞা [illegible] আমার যথার্থ সুহৃদ্। এই [illegible] কে সেবক বলিব না; ক [illegible] তে পারে না। কিন্তু আ [illegible] সম্বোধন করিলাম; [illegible] হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোম [illegible] গোচর করিয়াছি। তোমরা আমাকে মনোনীত কর নাই; আমিই তোমারদিগকে মনো-নীত [illegible] এবং [illegible] ফলোৎপাদন করি [illegible], এই জন্য নিযুক্ত করিয়াছি। আমার নামে যাহা তোমরা পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। আমি এই অভিপ্রায়ে তোমারদিগকে এই আজ্ঞা করিতেছি যে, পরস্পর প্রীতি কর।

সমাপ্ত।